অনঙ্গরঙ্গিণী।

[মিলনান্ত নাটক।]

মহাকবি সেক্ষপিয়রের "য়্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্ নামক নাটকের
ছায়া অবলম্বনে,

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বসু-প্রণীত।

"Wedding is great juno's crown :
Oh, blessed bond of board and bed !
'Tis Hymen peoples every town ;
High wedlock, then, be honoured ;
Honour, high honour and renown,
To Hymen, god of every town !"

Shakespeare.

কলিকাতা;
. নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা (নির্ব্বাসিত)	ছোট মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
পুণ্ডরিক	ছোট মহারাজ।
অনঙ্গ	মৃত রণবীরসিংহের জেষ্ঠপুত্র।
অরবিন্দ	ঐ কনিষ্ঠপুত্র।
যাদব	(নির্ব্বাসিত) রাজার প্রধান অনুচর।
চণ্ডসিংহ	মল্ল।
সন্তোষ	জনৈক তাপসকুমার।

পারিষদ ও অমাত্যগণ, পুরোহিতগণ, তপস্বী, ঋষি ও সন্নাসী-গণ, জনৈক বৃদ্ধ, ও মল্লগণ।

স্ত্রীগণ।

রঙ্গিণী	(নির্ব্বাসিত) রাজার কন্যা।
সরলা	রাজা পুণ্ডরিকের কন্যা।
ফুল্লরা	জনৈক তাপসকুমারী।

ঋষিপত্নীগণ, পাত্রীগণ, মহিলাগণ, অপ্সরা, সখী ও নর্ত্তকীগণ।

অনঙ্গরঙ্গিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরবিন্দের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান।

অনঙ্গ উপবিষ্ট।

অনঙ্গ। আজীবন মনোবেদনা পেতেই কি আমার জন্ম! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতে পারি, আমার জ্ঞানের উদয় হ'য়ে অবধি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হই নাই। এ পৃথিবীতে মানবের যত প্রকার দুঃখ আছে, সকলি আমি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি। শৈশবে মা বিনা মানুষের কত অমঙ্গল, তা শৈশবেই আমি মাকে হারিয়েছি, তাঁকে ত বেশ আমার স্মরণই হয় না। বাল্যকালে পিতার যত্ন বিনা

মানবের কত প্রকারে কত ক্ষতি, কত ক্লেশ, কত মনোবেদনা, তা বাল্যকালেই পিতা আমায় ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন,—এই লোকাকীর্ণ জগতে আমি একা, একান্তই একা! কি মনস্তাপ! পিতার মৃত্যুকালে ছোট মা জীবিত ছিলেন, তিনি আপন পুত্র অরবিন্দের নামে এ অতুল সম্পদ সকলি লেখাইয়া লইলেন, আমার জন্য কেবল দশটি হাজার মাত্র টাকা রহিল,—ভালো, তাতে আমার দুঃখ নাই; দু ভেয়ের সমভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'ত্তে বাবা যে মৃত্যুশয্যায় আদেশ ক'রে গিয়েছেন, তার কি হইল? ধিক্! যাঁর ধনে ধনী তাঁরই কথায় অবহেলা! লোকে যদি লোকান্তর হ'তে ইহ জগৎ দেখিতে পান, আমার বাবা কি মনে ক'চ্চেন! অরবিন্দকে রাজধানীতে রেখে তার শিক্ষার কতই উপায় হ'ল, সে কত বিদ্যা উপার্জ্জন ক'রে বাটী এল,—আর আমি! আমার কিছুই হ'ল না! এই ত আমার বিষম মনস্তাপ। অরবিন্দের কুকুরের রক্ষক, অরবিন্দের ঘোড়ার শিক্ষক, আর আমি দিনান্তে একমুষ্টি অন্নের অধিকারী! আমি কি তার কুকুর, তার ঘোড়া অপেক্ষাও অধম? অনন্তকাল ধ'রে অসংখ্য মহাত্মা জীবন উৎসর্গ ক'রে যে বিদ্যামৃত সঞ্চয় ক'রেছেন, আমি তারই যদি আস্বাদন পেলেম না তবে এ মনুষ্য জন্মই কেন? আমার এ অপেক্ষা মনস্তাপ আর কি আছে! সম্মুখে আর একটি আমার মহদ্দুঃখ উপস্থিত—এই যে আমার ভাইটি শিক্ষা শেষ ক'রে বাটী এসেছে, দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর হ'ল, দে'খ্‌ছি এর আকৃতিতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ প্রভেদ, এর প্রবৃত্তি গুলি বড় ভয়ানক;—আমার বয়স এই কুড়ি বৎসর, এ আমা অপেক্ষা দু বৎসরের ছোট, কিন্তু এ বয়সেই এত শঠ, এত

কপট, এত দাম্ভিক, এত স্বার্থপর, এর পর না জানি কেমন হবে! ওঃ! যাবজ্জীবন এর অধীন হ'য়ে থাকা কি কষ্টকর! জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠের অধীন হওয়াই ত মরণতুল্য—তাতে এই কনিষ্ঠ! এ যে মরণের অধিক! এমন ক'রে আমি কিছুতেই থা'কৃতে পা'রব না; আমাকে যদি দশটি হাজার টাকা ফেলে দেয়, আমি চির-জীবনের জন্য এস্থান হ'তে বিদায় হই; তাও ত কতবার চাইলেম, কিছুতেই ত দেয় না—কেনই দেয় না? যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন। কোটি কোটি টাকার ঈশ্বর হ'য়ে আমার ন্যায্য দশটি হাজার টাকা দিতে কাতর! ওঃ কি ক্রূর!

(অরবিন্দের প্রবেশ।)

অরবিন্দ। কি ভাবছ? একটা কর্ম্ম নিয়ে থা'কলেও ত হয়, দিবানিশি ভেবে ভেবেই যে গেলে! কি ভাব বল দেখি?

অনঙ্গ। কি যে ভাবি, তা তোমায় কি ব'ল্‌ব? হতভাগ্যের ভাবনার অভাব কি?

অববিন্দ। তুমি হতভাগ্য? কার তুমি সৌভাগ্য দেখ্‌ছ? তুমি যে আমার হিংসায় গ'লে গেলে!

অনঙ্গ। কি! আমি তোমার হিংসা করি! এমন কথা তুমি বল!

অরবিন্দ। ইস্‌! ভারি যে রেগে উঠ্‌লে, ও সব বিক্রমে আমি কি ভয় করি?

অনঙ্গ। ভাই, আর কাজ নাই—আমি রাগী, আমি হিংসক, তোমার আমায় বাটীতে রেখে আর কাজ নাই, আমায় বিদায় দাও, আমি চিরকালের জন্য চ'লে যাই।

অরবিন্দ। নিত্য ঐ কথা! আচ্ছা যাও, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও। (গমনোন্মুখ)

অনঙ্গ। (পথরোধ করিয়া) আমার প্রাপ্য আমায় দাও—আমি যাই।

অরবিন্দ। তোমার আবার প্রাপ্য কি? তুমি ত পথের ভিখারী।

অনঙ্গ। কেন, নূতন শুন্‌লে না কি? আমার পিতৃদত্ত সেই অকিঞ্চিৎকর—

অরবিন্দ। ওহো! সেই দশ হাজার টাকা! ভারি ত টাকা, তার আবার কথা! সে কথা ত আমার মনেই ছিল না।

অনঙ্গ। যে পথের ভিখারী তার পক্ষে তাই অনেক, সেটি আমায় দাও, আমি যাই।

অরবিন্দ। দিয়া কি হবে? ও টাকা ত তোমার দু দিনে খরচ হ'য়ে যাবে, তার পর এসে ত আমারই স্কন্ধে প'ড়্‌বে?

অনঙ্গ। ছি! ছি! এখানে আমি আর আ'স্‌ব না, তোমার সে চিন্তা নাই, টাকা যদি খরচ হয়ে যায়, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; আমার প্রাপ্য আমায় দাও, আমি চ'লে যাই।

অরবিন্দ। আচ্ছা দেখা যাবে।

অনঙ্গ। (অরবিন্দের হস্ত ধরিয়া) যাও কোথা? একটা শেষ ক'রে যাও।

অরবিন্দ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! যার অন্নে প্রতিপালিত, তার গায়ে হাত! গণ্ডমূর্খ! বর্ব্বর! ইতর!

অনঙ্গ। কি! আমি ইতর? আমি সেই রণবীরসিংহের পুত্র, আমায় ইতর কে বলে? এত বড় কার সাধ্য?

অরবিন্দ। যদি রণবীরসিংহের পুত্র হ'তিস্, তোর এমন ব্যবহার হ'ত না।

অনঙ্গ। কি ব'ল্লি? কি ব'ল্লি? যদি রণবীরসিংহের পুত্র হ'তেম! ওহো! কুলাঙ্গার! এই তোমার বিদ্যাশিক্ষা! আপনাকে আপনি গালি দাও! কি ব'ল্‌ব, তুই আমার ভাই, নতুবা এই হস্তে তোর জিহ্বা উৎপাটন ক'ত্তেম, তা জানিস?

ভৃত্য। (অগ্রসর হইয়া) আমি দুজনেরই চাকর, দুজনেরই পায়ে ধ'র্‌চি, ক্ষান্ত হ'ন্।

অনঙ্গ। (অরবিন্দকে ছাড়িয়া) আমার প্রাপ্য আমায় দাও, আমি জন্মের শোধ বিদায় হই। (অন্য দিকে চাহিয়া আপনা আপনি) আমি সকলি সহ্য করি, কি আশ্চর্য্য, যা মুখে আসে তাই বলে!

অরবিন্দ। (ভৃত্যকে) বল্, আমি শীঘ্রই দিব, আমি গোমূর্খের সংস্রবে থা'ক্‌তে চাই না।

অনঙ্গ। আমি ভাই পেলেই সন্তুষ্ট, তোমার সঙ্গে আর আমার বিবাদের কারণ কি? (প্রস্থান)

অরবিন্দ। তোমায় টাকা দিব! সেই আশাতেই থাক; তোমার যে সংহারের চেষ্টায় রইলেম তার ভাব্‌ছ কি? এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার উপর বিক্রম! মূর্খ! ও বিক্রম ত বন্যশূকরেরও আছে, ওটা কি আবার দেখাবার বস্তু? নতুবা আমরাই কি নাই! দেখ্ তুই, বুদ্ধিবলে তোকে কীটের ন্যায় সংহার করি। (ভৃত্যকে) এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্?

ভৃত্য। আজ্ঞে, ব'ল্‌তে এসেছিলেম, রাজবাটীর পালোয়ান চণ্ডসিং সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

অরবিন্দ। যা, তাকে বৈটকখানায় বসা গে, আমি যাচ্চি। যত্ন করিস।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

অরবিন্দ। এর যে বড় বৃদ্ধি! আর একে রাখা নয়! (কিয়ৎক্ষণ পরে) শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই তবু বিদ্বান্, দরিদ্র তবু সকলের প্রিয়, অক্ষম তবু দাসদাসীগণ ওরই অনুগত, ওরই শুভাকাঙ্ক্ষী; আমি যা সম্মান পাই সে টা মৌখিক; গূঢ় অনুরাগ—যা সারবস্তু—তা ওই ভোগ করে; আপনার বাড়ীতে এরূপে কি থাকা যায়? আবার আজ যা হ'ল তাতে আমার আসন ত একবারই লঘু হ'য়ে গেল; আঃ, এ অতুল ঐশ্বর্য্যের একেশ্বর হ'য়েও ত আমার কিছু সুখ নাই! নাঃ, এ কণ্ঠের কণ্টককে কিছুতেই আর রাখা হবে না—ছলে বলে কৌশলে, যেরূপে পারি, উদ্ধার ক'র্‌বই। (নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরবিন্দের বৈটকখানা।

চণ্ডসিংহ আসীন। অরবিন্দের প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। (গাত্রোত্থান) নমস্কার।

অরবিন্দ। (উপবেশন) ব'স, ব'স, ভাল আছ?

চণ্ডসিংহ। যেমন রেখেছেন। (উপবেশন)

অরবিন্দ। নূতন রাজসংসারের নূতন সংবাদ কি হে?

চণ্ডসিংহ। নূতন ত কিছু নাই; সেই পুরাতন সংবাদই আছে; কনিষ্ঠ ছলে বলে রাজ্য অধিকার ক'ল্লে মহারাজ দেশত্যাগ ক'রে গিয়েছেন; অনুরক্ত তিন চারিজন রাজ্যের প্রধান প্রধান

লোক তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন ; তাঁদের বিষয় আশয় নূতন মহারাজের ভোগে এসেছে।

অরবিন্দ। আচ্ছা, রাজকুমারী রঙ্গিনী কি পিতার সঙ্গে গেছেন ?

চণ্ডসিংহ। আজ্ঞে না—নূতন মহারাজের কন্যা সরলা যে তাঁকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, শৈশব হ'তে দুজনে একত্রে লালন পালন হয়েছেন, এখন আর উভয়ে উভয়কে ছা'ড়্তে পারেন না ; রঙ্গিনী যদি পিতার অনুগামিনী হ'তেন, সরলাও সঙ্গে যেতেন, যেতে না দিলে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তেন। রঙ্গিনী তাই বাড়ী-তেই আছেন, মহারাজ তাঁকে সরলার মতই দেখেন ; আর দুই ভগিনীতে যে স্নেহ, তেমন কোথাও কখনো দেখি নাই।

অরবিন্দ। জান কি, জ্যেষ্ঠ মহারাজ এখন কোথা আছেন ?

চণ্ডসিংহ। শুন্‌ছি সম্প্রতি তিনি তপোবনে আছেন, রাজ্যের মান্যগণ্য অনেকে গৃহত্যাগী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে জুটেচেন, অনুচরের সংখ্যা নিত্য নিত্যই বা'ড়্ছে। তাঁরা না কি তপোবনে পরম সুখে আছেন, সেথা ত এ পোড়া সংসারের দারুণ ভাবনা চিন্তা নাই—সত্যযুগে লোকে যেমন শোক দুঃখ পাপ তাপ কিছুই জান্ত না, পরম আনন্দে কালযাপন করিত,—এঁরাও না কি তপোবনে তেমনি আছেন।

অরবিন্দ। আহা! সে যে অতি পবিত্র, অতি সুরম্য স্থান, ইচ্ছা হয় একবার সেখানে যাই। আচ্ছা, আজ যে বড় এদিকে এলে ?

চণ্ডসিংহ। কেন আমি ত চিরকালই আপনার দ্বারস্থ, আমার এখানে আস্‌বার সময় অসময় কি ?

অরবিন্দ। অবশ্য, অবশ্য, তবে কা'ল না কি কালীপূজা,

কা'ল রাজবাড়ীতে মহা সমারোহ—অপরাহ্ণে কুস্তীর বড় ধুম, দেশ বিদেশ হ'তে মল্লদের আহ্বান হয়েছে—কা'ল তোমার বড়ই পরিশ্রম ; তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেম, এমন সময় যে এদিকে এলে, কিছু প্রয়োজন আছে না কি ?

চণ্ডসিংহ। আজ্ঞে, আছে বৈ কি ; একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হয় ত বলি।

অরবিন্দ। বল।

চণ্ডসিংহ। শুন্‌লেম আপনার দাদা কা'ল ছদ্মবেশে গিয়ে আমার সঙ্গে ল'ড়্‌বেন, উনি ত সেদিনের বালক—ওঁর অন্ন-প্রাশনের দিন মহারাজের সঙ্গে আমি এ বাড়ীতে এসেছিলেম, বড় ধুমের কুস্তী হয়েছিল, সে কুড়ি বৎসরের কথা—ওঁর শরীরে কতই বল হয়েছে, এ বিদ্যা কতই শিখেছেন, যে আমার সঙ্গে ল'ড়্‌তে চান্‌ ? আমি এ সংসারের চির-অনুগত, আমি সকল কর্ম্ম ফেলে আপনাকে ব'ল্‌তে এলেম, তাঁকে ক্ষান্ত করুন।

অরবিন্দ। তাই ত, তাঁকে ক্ষান্ত করাই যে কঠিন।

চণ্ডসিংহ। কিন্তু তিনি গেলে একটা অনর্থপাত হবে—কা'ল আমার মানের দায়, নিরস্ত থাক্‌তে পার্‌ব না—অপদস্থ ত হবেনই, গুরুতর আঘাত লাগ্‌তেও পারে, তখন আপনি আমাকেই দোষী ক'র্‌বেন, আমার উভয় সঙ্কট, তাই আমার নিবদেন, তাঁকে ক্ষান্ত করুন।

অরবিন্দ। তাইত, চণ্ডসিং, তুমি ভাল কথাই ব'ল্‌চ, কিন্তু আমারও দেখ্‌ছি উভয় সঙ্কট উপস্থিত ; তিনি আমার জ্যেষ্ঠ, আমার মান্য, তাঁকে আমার উপদেশ দিয়া কি সাজে ? তিনিই বা আমার কথা শুন্‌বেন কেন ?

চণ্ডসিংহ। আপনি আমায় মাপ ক'র্‌বেন, আমি এ সংসারের কি না জানি? তিনি বয়সে আপনার কিছু বড় বটেন, কিন্তু কার্য্যে ত ভগবান্ আপনাকেই বড় ক'রেছেন, আপনিই ত এ সংসারের একেশ্বর কর্ত্তা, তিনি আপনার উপজীবী বই ত নন্; আপনি যদি নিবারণ করেন, তিনি অবশ্যই শুন্‌বেন; আর এ কথা ত তাঁর হিতের জন্যই হ'চ্চে।

অরবিন্দ। চণ্ডসিং, এতক্ষণ তোমায় সকল কথা বলি নাই, কিন্তু তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী, তোমার কাছে আমার কোনও কথা গোপন রাখা উচিত নয়। দেখ, উনি আমার অন্নে প্রতি-পালিত, কিন্তু অমন অনিষ্টকারী আমার এ জগতে আর নাই; তবু আমি সর্ব্বদা ওঁর হিতের চেষ্টায় থাকি,—ওঁর যেমন স্বভাব উনি তেমনি করুন, আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি আমি ক'র্‌ব কেন?

চণ্ডসিংহ। বটেই ত।

অরবিন্দ। উনি যে কাল রাজবাড়ী যাবেন, তা পূর্ব্বেই আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, কত যে নিবারণ ক'রেছি, তা আর তোমায় কি জানাব, তাঁকে এ বিষয় আর কিছু ব'ল্‌ব না, ব'ল্লে ফল হবে না, উনি একবার এক কাজ ক'র্‌ব ব'ল্লে নিবারণ করে কার সাধ্য? ওঁর আর একটি গুণ আছে, কারো একটু প্রশংসা শুন্‌লে হিংসায় গ'লে যান—

চণ্ডসিংহ। বড় অন্যায়।

অরবিন্দ। কিসে তার বড় হবেন সর্ব্বদা এই চেষ্টায় থাকেন, এই দেখ আমি ছোট ভাই, কত মান্য করি, কত যত্ন করি, তা আমি কিসে অপদস্থ হই, পদে পদে এই চেষ্টা।

চণ্ডসিংহ। এত দূর?

অরবিন্দ। ব'ল্‌ব কি চণ্ডসিং, আমায় এক দণ্ডের জন্যেও সুখে থা'ক্‌তে দেন না। কা'ল তোমার যা প্রাণ চায়, তাই ক'র, তোমার হাতে যদি ওঁর প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাতেও তোমার উপর আমার দুঃখ নাই। আর তোমার হিতের জন্যেও বলি, যদি তোমার হাতে অপদস্থ হ'য়ে বেঁচে ঘরে আসেন, তবে তোমার আর রক্ষা নাই, ছলে বলে কৌশলে তোমায় বিনাশ কর্‌বেন তবে ছাড়বেন।

চণ্ডসিংহ। বলেন কি?

অরবিন্দ। ব'ল্‌ব কি, চণ্ডসিং, ও বয়সে অমন খল, অমন গোঁয়ার ভারতভূমে দুটি নাই; আমার ভাই, যা না ব'ল্লে নয় শুধু তাই ব'ল্লেম, ওঁর সব গুণ যদি বলি, তুমি অবাক হ'য়ে থাক্‌বে, আমার লজ্জায় অধোবদন হবে, দু চক্ষে জল আস্‌বে।

চণ্ডসিংহ। ভাগ্যে এলেম! নতুবা ত এ সব কথা জান্‌তে পা'ত্তেম না; কখনো ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই।

অরবিন্দ। শুন্‌বে কি ক'রে? কারেও কি এ সব কথা বলি? তোমায় বড় ভাল বাসি, ঘরের লোক মনে করি, তাই ব'ল্লেম।

চণ্ডসিংহ। কা'ল উনি রাজবাড়ী গেলে জীবন্ত ফির্‌তে হ'চ্চে না, তা যদি হয়, এ ব্যবসায় জন্মের মত ছেড়ে দিব। এখন আমি বিদায় হই; (গাত্রোত্থান) আপনার মঙ্গল হ'ক. ভগবানের নিকট সর্ব্বদা আমার এই প্রার্থনা।

অরবিন্দ। আচ্ছা, এখন এস, সব কথা যেন মনে থাকে, বেশ ক'রে খুসী ক'র্‌ব।

চণ্ডসিংহ। প্রতিপালনের ভারই ত আপনার।

(নমস্কারপূর্ব্বক প্রস্থান)

অরবিন্দ। (পদচারণ করিতে করিতে) যখন ইষ্টসিদ্ধি হবার

হয়, উপায় আপনা আপনি উপস্থিত হয়, চণ্ডসিংহ হ'তেই আমার ইষ্টসিদ্ধি! এই জীবন্ত লৌহভীমের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া কিছু কঠিন; আচ্ছা—

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ,

যদিই নিস্তার পায়, তবে!—ইস্! আমি যে আজ আত্মহারা হয়েছি! নিস্তার পায় পাবে, তাতে ভয় কি? ব্যাপার ত ভারি! একটা কুকুরকে যদি ইচ্ছা ক'ল্লেই মারা যায়, একটা মানুষকে পারা যায় না? মানুষের জীবনেই মহিমা, জন্ম মৃত্যুর প্রণালী পশু পক্ষীর যা, মানুষেরও ত অবিকল তাই! মাটির প্রদীপ যাতে নেবে রত্নপ্রদীপও তাতেই নেবে,—উভয় পক্ষেই এক ফুৎকার! তার জন্য এত চিন্তা! আর যদি দুরূহ কার্য্যই উপস্থিত হয়, তাতেই বা কে পশ্চাৎপদ?

ক ইপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?

অধ্যবসায়ের বলে সকলেই গুরুতর কার্য্য সাধন ক'ত্তে পারে, তাতে যদি বিদ্যাবল থাকে, তবে অতি দুষ্কর কার্য্যও অতি নীরবেই নিষ্পন্ন হয়, আমি এমন ভাবে ইষ্টসাধন ক'র্‌ব যে ঘুণাক্ষরেও কেহ টের পাবে না। সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য মানুষকে কামরূপী হ'তে হয়, আমার এ ব্রত যতদিন উদ্‌যাপন না হয় আমিও কামরূপী হ'লেম; সে দেখ্‌বে, আমি মনুষ্য আকারে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'চ্চি, কিন্তু কখনো আমি আগুন হ'য়ে তার শয়নঘরে লাগব, কখনো বা বিষ হ'য়ে দুধে মিশে থাকব্‌, নির্জ্জন পেলে অকস্মাৎ ছুরী হ'য়ে তার বুকে প্রবেশ ক'র্‌ব, নিস্তার পাবে কতবার?

আমার কার্য্য ত উদ্ধার হয়েইছে! (নপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) কি ব'লছ? রাত্রি হয়েছে? আহারের সময় হয়েছে? চল যাচ্চি।

(প্রস্থান)

ভৃত্য। (অগ্রসর হইয়া) হা! কি শুনলেম! আমার বুক যে কাঁপচে! আমি এ বংশের সেবা যে অনেক দিন ক'ল্লেম, এরা যে কাজ ক'র্‌ব বলে তা যে কিছুতেই ছাড়ে না! অনঙ্গ! অনঙ্গ! তুমি যে আর নাই! বড় মা! আজ তুমি কোথা! তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে যার কল্যাণ ক'ত্তে, দেখ আজ তার কি অকল্যাণ উপস্থিত! রণবীর-সিংহ! তুমি আজ কোথা! তুমি যার মুখ দেখে প্রথম পুত্রবান্ হয়েছিলে, দেখ আজ তার কি দশা! যার জন্মদিনে কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল, দেখ সে আজ আপনার ঘরে দীন হীন কাঙ্গালী! তা ত তুমিই তাকে করেছ, তাতে আমার আক্ষেপ কি? কিন্তু আজ যে প্রবল শত্রু তার প্রাণ অপহরণ ক'ত্তে কৃতসঙ্কল্প? হায়! কৌশলে সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রেও সন্তুষ্ট নয়, প্রাণটা আছে তাতেও লালসা! ধিক্! এ পাপসংসারে আর কি থা'কতে আছে! এ পাপ অন্ন আর কি খেতে আছে! এ যে নরকযন্ত্রণা হতেও বেশী! তা যাই হ'ক আমার কথা পরে ভাব্‌ব, অনেক সময় আছে, এখন যাই, যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত তাকে সাবধান করি গে। আহা! সে যে পরম ধার্ম্মিক, পরম উদার, দয়াবান্, বিনীত, তার এমন বিপদ! হরি! তুমি রক্ষা ক'র, মধুসূদন! বিপত্তিকালে তুমিই নিস্তারকর্ত্তা।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী—কালীবাড়ী। কালীপ্রতিমা। সম্মুখে রঙ্গভূমি। পুণ্ডরীক, রঙ্গিনী, সরলা, পারিষদগণ উপবিষ্ট। মল্লগণ। দর্শকবৃন্দ।

মল্ল। আচ্ছন্ন তমালত্বকে শালবৃক্ষ সম
রঙ্গভূমে, চণ্ডসিংহ, আছ দাঁড়াইয়া!
তব নাম শ্রবণে কুণ্ঠিত মল্লকুল,
যেমন ভুজঙ্গবৃন্দ মহামন্ত্রবলে;
লৌহদণ্ডতুল্য তব ও বাহুযুগলে
ধর তুমি কত বল চাহি পরীক্ষিতে।

চণ্ডসিংহ। এ বাহু তুলনা কর লৌহদণ্ড সঙ্গে?
লৌহে কিম্বা এ বাহুতে সার সমধিক
দেখ দেখি,—এই ধর শক্তির পরীক্ষা।

(এক লৌহদণ্ডকে হস্ত দ্বারা
দ্বিধাকরণ ও মল্লহস্তে অর্পণ)।

পারিষদগণ। সাবা'স্! সাবা'স্!

পুণ্ডরীক। বীর বটে!

চণ্ডসিংহ। হইল ত শক্তির পরীক্ষা? ঘরে যাও;
যৌবনের কৌতূহল বড়ই প্রবল,
কিন্তু তাহা চরিতার্থ প্রাণ দিয়া পণ
বল কে করিতে চায়?—যাও, ঘরে যাও।

মল্ল। আদরে দিয়াছ তুমি বীর-উপহার,
দয়া ভাবি' ধর কিছু প্রতিদান তার।

(অন্য লৌহদণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিয়া
চণ্ডসিংহের হস্তে অর্পণ)।

চণ্ডসিংহ। বাহবা! বাহবা!

দর্শকবৃন্দ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

চণ্ডসিংহ। এস।

(মল্লযুদ্ধ)

মল্ল। (ভূপতিত)

গেলাম! আমি গেলাম! আঁধার! আঁধার!
কত নক্ষত্র! ও! মল্ল নয়,—দস্যু!

বৃদ্ধ। (জনতা হইতে সমীপবর্ত্তী হইয়া)

বাবা!

মল্ল। হে আকাশ! অধোদিকে কেন আসিতেছ?
গ্রাসিতে আমায়? ওঃ! ওঃ! গেলাম! গেলাম!

বৃদ্ধ। বাবা! বাবা! কি ব'ল্‌চ?

মল্ল। উঁ—

বৃদ্ধ। (শ্বাস অনুভব করিয়া)

হা! নাই যে! বিজয় নাই যে! বাবা! বাবা!
জীবন-মন্দির মম করি' অন্ধকার
অকস্মাৎ নিবিলে কি সুখের প্রদীপ!
বিজয়! বাবা! কথা ক! হায়! হায়!
মুখ দিয়া বাহিরিছে রুধিরের ধারা!
শিশুকালে কোলে ল'য়ে নিদ্রাগম কালে
কুশী ক'রে মা তোমার মুখে দুগ্ধ দিলে
ধারাটি যে এই রূপে বাহির হইত,
এই রূপে মাথাটি যে ঢলিয়া পড়িত!

(কোলে লইয়া)

নিস্পন্দ অধরপুট—মুদিত নয়ন—
বাবা, তোর মুখ খানি সুন্দর কেমন !
আহা ! বুঝি হইয়াছ ঘুমে অচেতন,
অশ্রুপাত অমঙ্গল করি কি কারণ !
ঘুমাইতে ভাল বাস শৈশব অবধি,
কাঁচা ঘুমে কখনই জাগিতে না পার,
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া ঘুম হইবে যখন
উন্মীলিত করিবে ত কমলনয়ন ?

পুণ্ডরীক। (জনেক পারিষদকে)
আর কেন ?

পারিষদ। (অগ্রসর হইয়া)
স্থির হও, নূতন এ নয়,
এছার সংসার পানে পিছন করিয়া
অনন্ত নিয়তি পানে ফিরায়ে বদন
কাল-পথে যে পথিক করিছে প্রস্থান
তার প্রতি বান্ধবের বিফল যতন।
(পরিচারককে ইঙ্গিত)

পরিচারক। বিফল বিলাপ, তাত, স্থির কর মতি,
সবার উপরে, দেখ, প্রবল নিয়তি ;
যেতে দাও মানবের চরম আলয়ে।
(শব লইবার উদ্যম)

বৃদ্ধ। বাপের হৃদয় শূন্য করিয়া তনয়
কেমনে লইতে চাও, কেমন নির্দ্দয় !
(বক্ষে শব লইয়া উত্থান)

আয়, বাবা, ঘরে যাই, এস বুকে করি,
উৎকণ্ঠিতা মা তোমার ভাবিতেছে কত ;
যার ধন তারে দিয়া ঋণে মুক্ত হই।

(নিষ্ক্রান্ত)

দর্শক। আহা! এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার কপালে এই ছিল!

পারিষদ। (পরিচারককে) সঙ্গে সঙ্গে যাও।

(পরিচারক বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত)

রঙ্গিনী। হায়!

সরলা। দিদি, এ কি খেলা! (চক্ষুঃ-মোচন)

চণ্ডসিংহ। অনেক মল্ল উপস্থিত আছ, কে অগ্রসর হবে হও,—মহারাজ, কেহ যে অগ্রসর হয় না ; তবে—

অনঙ্গ। (জনতা হইতে অগ্রসর হইয়া) চণ্ডসিং!

চণ্ডসিংহ। ইস্! আজ যে রঙ্গভূমিতে সাক্ষাৎ ষষ্ঠী দেবীর অধিষ্ঠান। তারা! মা! ইচ্ছাময়ি! এবার কি তুমি শুদ্ধ বালকের রক্তই ইচ্ছা ক'রেছ ?

সরলা। আহা! এ যে পূর্ণিমার চন্দ্র। দিদি, দেখ, দেখ!

রঙ্গিনী। সরলা!

ক্ষুধায় করিলে রাহু বদন ব্যাদান
সুধাময় ধরা দেন,—বিধির বিধান।

সরলা। আহা, এর বয়স যে নিতান্তই অল্প, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় এ যেন পা'র্‌বে।

পুণ্ডরীক। ওকে ডাক ত এখানে।

অনঙ্গ। (অভিবাদন পূর্ব্বক) মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়।

পুণ্ডরীক। বাপু, চণ্ডসিং বড় দুর্জ্জয়, এর শক্তির পরিচয় ত সমক্ষেই পেলে, আমি বলি তুমি ক্ষান্ত হও।

অনঙ্গ। মহারাজ, দে'খ্‌লাম একজনের কি দশা হ'ল, আমারও তাই হ'তে পারে; কিন্তু রাজসমক্ষে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে, পরাক্রান্ত শত্রু হস্তে যদি এ প্রাণ যায়, সে আমার প্রার্থনীয়; মহারাজ, এই অসংখ্য জনতার মধ্যে কেহ যদি একটি মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট, অন্যত্র মৃত্যু হ'লে আমার ভাগ্যে তাও ঘ'ট্‌বে না।

পুণ্ডরীক। বাপু, মানবদেহটা এত মুক্ত হস্ত হ'য়ে দিবার বস্তু নয়, রা'খ্‌লে অনেক উপকারে আ'স্‌বে, তাই বলি ক্ষান্ত হও, এতে দোষ নাই।

অনঙ্গ। মহারাজ, একেই এ জীবন একান্ত ভারাক্রান্ত, তাতে এ লজ্জাভার পড়িলে আর বহন করা যাবে না। আমার প্রার্থনা, আজ আমি ভগ্নমনোরথ না হই।

পুণ্ডরীক। তবে আর কি ব'ল্‌ব? তুমি আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর গে, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভাগী হয়।

পারিষদ। মহারাজ, যখন যার কাল পূর্ণ হয়, হিতবাক্য তার মনে স্থান পায় না।

সরলা। বাবা, সম্মুখে এক জন প্রাণ দিতে যাচ্চে, আমি একবার নিবারণ ক'র্‌ব?

পুণ্ডরীক। মা, তাতে আমার নিষেধ কি?

সরলা। দেখ, ও তোমা অপেক্ষা বয়সে কত বড়, ওর সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্ব কি সাজে? তুমি সমান বয়সের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী

দেখে নিলে কেহই ত কিছু ব'ল্‌ত না, তোমার ভালোর জন্যই ব'ল্‌চি, তুমি ক্ষান্ত হও।

রঙ্গিনী। ক্ষান্ত হও, তাতে তোমার কিছু অগৌরব হবে না, আমরা মহারাজকে বলি, খেলা এখনি বন্ধ হ'ক।

অনঙ্গ। আপনারা ক্ষমা করুন, আপনাদের মত দয়াশীলা মহিলার অনুরোধ অবহেলা করা অত্যন্তই অপরাধ, আপনারা স্বীয় গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; দেখুন, ও আমার অপেক্ষা ক'চ্চে, অনুমতি করুন, ওর নিকটে যাই। আপনারা যে দে'খ্‌বেন, তাতেই আমি চরিতার্থ, পরে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; যদি পরাস্ত হই, অপদস্থ হব সত্য, কিন্তু আমি ত পদে পদে অপদস্থ, গৌরব কাকে বলে তা ত কখনও জানি নাই। যদি ওর হাতে আমার প্রাণ যায়, আমি ত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; তাতে কারও কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না, আমার এমন কেহ নাই, যাকে এক বিন্দু অশ্রুপাত ক'ত্তে হবে; এ সংসারেরও কোন ক্ষতি হবে না, এ বিশ্বব্যাপী সংসার-বৃক্ষের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমি একান্তই বৃন্তহীন, কঠোর বায়ুভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত হ'চ্চি, পতনেই আমার বিশ্রাম, আমার পতনই মঙ্গল। অনুমতি করুন, আমি যাই।

সরলা। তবে যাও, জয়লাভ কর; আমার শরীরে যে শক্তিটুকু আছে, যদি দিবার হ'ত, তোমাকে দিতাম; ঐ আদ্যাশক্তি তোমায় শক্তি দিন।

রঙ্গিনী। অভয়া তোমায় অভয় দিন, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

চণ্ডসিংহ। নূতন তোমার বটে যৌবন উদয়,

কিন্তু, ভাই, বসুন্ধরা জননী সমান,
শয়নের অভিলাষ ইহার উপর
সম্পর্কবিরুদ্ধ অতিশয় ; ক্ষান্ত হও।

অনঙ্গ। আগে পর-পরাভব পরে পরিহাস,
এই ত পুরুষকুলে পূর্ব্বাপর রীতি ;
তুমি যে এখনি ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলে !

চণ্ডসিংহ। হাঃ হাঃ, বালকটি বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী। এস, ভাই এস।

রঙ্গিনী। যে বালক চানূরকে দমন করেছিলেন, আজ তিনি বালকের সহায় হ'ন।

সরলা। আহা, যদি মণিমন্ত্র জা'ন্‌তেম, অদৃশ্য হ'য়ে এই চণ্ডের হাত পা এখনি চেপে ধ'র্‌তেম।

(মল্লযুদ্ধ আরম্ভ)

রঙ্গিনী। সরলা! কি চমৎকার!

সরলা। চণ্ড! এইবার তোমার দর্প চূর্ণ!

(দর্শকবৃন্দের জয়শব্দ, চণ্ডসিংহ ভূপতিত)

পুণ্ডরীক। আর না, আর না।

অনঙ্গ। মহারাজ, আমারও তাই নিবেদন,—একবার নিশ্বাস ফেলি।

পুণ্ডরীক। চণ্ডসিংহ, কেমন আছ ?

পারিষদ। মহারাজ, এর বাক্‌শক্তি নাই।

পুণ্ডরীক। ওকে বাহিরে নিয়ে যাও। কে তুমি, বাপু, কি নাম ?

অনঙ্গ। মহারাজ, আমি স্বর্গীয় রণবীরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অনঙ্গ।

পুণ্ডরীক। রণবীরসিংহের পুত্র তুমি? সকলে তাঁকে ভাল ব'ল্‌ত, কিন্তু চিরকালটি আমার অনিষ্টাচরণ করেছেন; যদি অপরের পুত্র হ'তে, আজ তোমার পরাক্রমে বড়ই প্রীত হ'তেম।

(পারিষদবর্গ সহ পুণ্ডরীক নিষ্ক্রান্ত, দর্শকবৃন্দের প্রস্থান)

অনঙ্গ। মহারাজ! যেন জন্মে জন্মে তাঁরই পুত্র হই; তোমার এ রাজ্যপদ পেলেও সে সৌভাগ্য ছা'ড়্‌তে চাই না।

সরলা। দিদি, এই কি রাজার উচিত? আমার মুখে ত অমন কথা কখনই আ'স্‌ত না।

রঙ্গিনী। রণবীরকে বাবা প্রাণের তুল্য ভাল বা'স্‌তেন, কে না তাঁকে প্রাণের তুল্য ভাল বেসেছে? আগে যদি জা'ন্‌তেম ইনি রণবীরসিংহের পুত্র, আমি কি রঙ্গ ভূমে যেতে দিতাম? মিনতি ক'রে, অশ্রুপাত ক'রে, যেরূপে হ'ক, আমি নিবারণ ক'ত্তেম।

সরলা। দিদি, ওর ম্লান মুখখানি দেখে আমার প্রাণ যে কেমন ক'চ্চে; এস, দুটো কথা ব'লে সান্ত্বনা করি গে। (অনঙ্গের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) যে কার্য্য কেহ কখনও পারে নাই, তা আজ তুমি ক'রেছ, বোধ হয় বিধাতা তোমায় সর্ব্বগুণেই ভূষিত করে-ছেন, যে ভাগ্যবতী তোমায় বরণ ক'র্‌বে, সে বড় সুখেই থাক্‌বে।

রঙ্গিনী। আমারও ভাঙ্গা কপাল, বড় খেদ রইল আজ গুণের পুরস্কার দিতে পাল্লেম না। ব'ন, যাবে?

সরলা। চল,—আমরা তবে আসি।

অনঙ্গ। একটি উত্তর মম মুখে না আইল!
সহসা রসনা কেন বিবশ হইল?
হৃদয় আমারে বুঝি গিয়াছে ছাড়িয়া,
মাটির পুতলি বুঝি এই দাঁড়াইয়া!

রঙ্গিনী। সরলা! বুঝি আমাদিকে ডা'ক্‌ছে; ব'ন্, যে দিন আমার কপাল ভেঙ্গেছে, সে দিনই আমার মান অভিমান ঘুচে গেছে; আয়, ও কি বলে, জিজ্ঞাসা করি। (অনঙ্গের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া) তুমি কি আমাদের ডা'ক্‌লে? আজ তুমি অসাধ্য সাধন ক'রেছ—শুধু শত্রুর উপর কেন, অনেকের উপরেই আজ তোমার জিত।

সরলা। দিদি, যাবে?

রঙ্গিনী। চল,—আমরা আসি, ভগবান্ তোমায় কুশলে রাখুন।

(রঙ্গিনী ও সরলা নিষ্ক্রান্ত।)

অনঙ্গ। হাহা ধিক্! অনঙ্গ! অনঙ্গ! হতভাগ্য!
এ কেমন অবসাদ তোমারে ঘটিল?
পূর্ণসুধাকরমুখী অনঙ্গ-মোহিনী
আলাপ-অমিয়-দানে তুষিতে চাহিল,
একটি বচন তব মুখে না স্ফুরিল!
কে তোমায় অভিভূত এমন করিল?
চণ্ডসিংহ, অঙ্গ যার অয়সে গঠিত?—
অথবা আয়ুধ যাঁর কুসুমে রচিত?

(পারিষদের প্রবেশ)

পারিষদ। মহাশয়, আমায় আপনার একজন সুহৃৎ জা'ন্‌বেন।

আপনার মঙ্গলের জন্য বলি, এ স্থানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না। আজ আপনার অসাধারণ পরাক্রমে সকলেই পরম প্রীত, কেবল মহারাজ সকলি বিপরীত দে'খ্‌ছেন। ওঁর যা প্রকৃতি, আপনি অনুমান করিলেই ভাল হয়, আমার বলা উচিত নয়।

অনঙ্গ। আপনাকে আমার সহস্র ধন্যবাদ। মহাশয়, কুমারী-দ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি মহারাজের কন্যা?

পারিষদ। আচরণে কোনটিই নন। বস্তুতঃ ছোটটি এঁর কন্যা—সরলা, বড়টি জ্যেষ্ঠ মহারাজের কন্যা—রঙ্গিনী। দুই ভগিনীতে অসাধারণ সদ্ভাব, সহোদরা ভগ্নীদের মধ্যেও তেমন দেখা যায় না, এজন্য মহারাজ এখনও রঙ্গিনীকে বাড়ীতে রেখে-ছেন; কিন্তু সম্প্রতি মনে মনে বড়ই অপ্রসন্ন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা শীঘ্রই প্রকাশ পাবে।

অনঙ্গ। অপরাধ?

পারিষদ। কুমারী অতি সাধুশীলা, তাই সকলে তাঁর সুখ্যাতি করে, অনাথা ব'লে সকলেই তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, এই মাত্র অপরাধ। এখন তবে আসুন, ভগবান্ যদি সুদিন দেন, ভালো ক'রে পরিচয় হবে।

(অবগুণ্ঠনবতী সখীর প্রবেশ)

অনঙ্গ। আচ্ছা আসুন, আমিও যাই; আপনার অনুগ্রহ চিরকাল স্মরণ থাকবে।

(পারিষদ নিষ্ক্রান্ত)

সখী। (সম্মুখীন হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক) কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

(অনঙ্গের কণ্ঠে হারদান)

অনঙ্গ। এ কি ?

সখী।　　রঙ্গিনীর উপহার এ রতনহার
দয়া ভাবি' রাখিবেন কণ্ঠে আপনার।

অনঙ্গ। সখি! জাগরণে দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন,
কুমারীসমীপে তাহা করিও কীর্ত্তন ;
যেন যুবা একজন কণ্টকের বনে
দেখিলাম দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ বদনে,
বিন্দু বিন্দু রুধিরে রঞ্জিত কলেবর
ভীষণ জ্বলনে যুবা বিষম কাতর,
মস্তক উপরে তার প্রচণ্ড তপন
করিতেছে বরিষণ প্রখর কিরণ,
নীলাম্বর তটে যেন এমন সময়
হেমকান্তি পয়োধর হইল উদয়,
তার তটে যেন এক নয়নরঞ্জন
অপার্থিব ভুজলতা দিল দরশন,
চম্পককোরকনিভ অঙ্গুলি সুঠাম,
বিলম্বিত যেন তাহে মন্দারের দাম ;
দেখিতে দেখিতে মালা নামিয়া ভূতলে
বেষ্টিত হইল যেন অভাগার গলে,
কি বলিব কিবা গুণ ধরে দিব্য মালা
পলকে করিল দূর তাপ তৃষ্ণা জ্বালা।

সখী।　　জগতে এ বড় নূতন নয়
কপাল ফিরিলে এমনি হয়।

(প্রস্থান)

অনঙ্গ। রাজার ভ্রূকুটীরাজী করি' দরশন
লাগিছে গরল তুল্য এ রাজভবন,
রঙ্গিনী-লাবণ্য-জলে ধৌত এই পুরী
ধরিতেছে পুনরায় অপূর্ব্ব মাধুরী,
যাই যাই শত বার হইতেছে মনে
তবু কেন স্থির ভাবে র'য়েছি এখানে ?
সৌরভে আকুল অলি কেতকে বসিল
কুসুমরজসে অন্ধ তখনি হইল,
রহিতে না পারে অলি যাইতে না পারে,
সে দশা কেন রে, বিধি, ঘটালি আমারে ?
এই যে সম্মুখে মম চিন্তার সাগর,
ইহার তরঙ্গ কত গণি নিরন্তর ?
ঐ যে সৌধের শিরে সন্ধ্যারুণহাসি
শ্বেত শতদলে যেন করবীর-রাশি।
ঘরে যাই, আয় চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে আয়,
ঘরে যাব ? হায় ধিক, তাই বা কোথায় ?
(চিন্তা)
শৈশবের হাসি মোর, শৈশবরোদন,
নবজাত অগণিত অস্ফুটবচন
মাখা আছে সে গৃহের প্রাচীরে প্রাচীরে,
কোন্ প্রাণে আজি আমি ত্যজিব তাহারে ?
(ঊর্দ্ধে চাহিয়া)
অই যে তারকাকুলে পূরিল অম্বর,
তারকানিকর কিম্বা অমরীনিকর ?

উহাদেরি কর্ণচ্যুত কুবলয়গণ
স্তবকে স্তবকে বুঝি ছাইছে ভুবন ?

(নীরব)

এক দিকে রাজা মম, অন্য দিকে ভাই,
সম্মুখে রজনী অই, আমি কোথা যাই !

(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া)

সুখে থাক ভাই তুমি, থাক রাজ্যেশ্বর,
গেহ ছাড়ি' চলিলাম দেশদেশান্তর,
পশি' কোন দূরবর্ত্তী বিপিন বিজন
আপনার সুখে দুঃখে বঞ্চিব জীবন।
হা রঙ্গিনী !

(নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুরের এক কক্ষ।
পর্য্যঙ্কে রঙ্গিনী ও সরলা উপবিষ্ট।

সরলা। দিদি, অমন নীরবে থাক কেন ? এমন ত ছিলে না।

রঙ্গিনী। কি ক'র্‌ব, ভাই, বল ত তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি।

সরলা। তোমার মুখখানি অমন মলিন দে'খ্‌লে আমার প্রাণ যে কেমন করে। তোমার পায়ে পড়ি, আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। দিদি, যদিও বাবা লোভের বশীভূত হ'য়ে তোমার রাজ্য

আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি লোকান্তরিত হ'লে আমি তোমার রাজ্য তোমাকেই দিব।

রঙ্গিনী। আমি, ভাই, ও মাটির বোঝার কথা ভাবছি না।

সরলা। তবে কি বনবাসী পিতার কথা ভাব ?

রঙ্গিনী। আমার বাবার কথা আর ভাবি না, আর এক জনের।

সরলা। কার ? আমার বাবার কথা ভাব বুঝি ?

রঙ্গিনী। তোমারও নয়।

সরলা। তবে কার ?

রঙ্গিনী। যে আমায় মা ব'ল্‌বে, তার।

সরলা। দিদি, রঙ্গিনি, তুমি কত রঙ্গই জান, আমি সরলা, আমার কি সাধ্য, তোমার রঙ্গ বুঝি ? তা, দিদি, কথাটা কি সত্য ? না, শুধুই ব্যঙ্গ ?

রঙ্গিনী। ছোট ব'নটির সঙ্গে ব্যঙ্গ ? সে কি কথা !

সরলা। যদি সত্যই হয়, এই বেলা সাবধান ; প্রণয়কে মুখেই স্থান দিয়া ভাল, কাজ কর্ম্ম না থাকিলে প্রেমের কথায় বেশ সময় কাটে ; কিন্তু আর অধিক দূর যেতে দিয়া উচিত নয়, হৃদয় পর্য্যন্ত গেলে বড় অসুখ।

রঙ্গিনী। শুধুই অসুখ ? প্রণয়ে কি সুখ নাই ?

সরলা। আছে বই কি ; ভুজঙ্গের ফণায় মাণিকও থাকে, গরলও থাকে, কিন্তু মাণিক ক জনে পায় ? গরল অনেকের ভাগ্যেই ঘটে। তাই বলি, ও ভুজঙ্গকে শৈশবে দমন করাই ভাল।

রঙ্গিনী। চানূরমথনে পীরিতি-ভুজগ
শরণ লইল, সই,

আমি গোপবালা, তাহার দমনে
শকতি আমার কই ?

সরলা। চানূর কে দিদি ? চণ্ডসিং বুঝি ! ও মা ! অনঙ্গকে একবার দে'খেই যে তোমার প্রাণ অনঙ্গগত হ'ল !

রঙ্গিনী। ভাই, রণবীরকে বাবা কত ভাল বাসতেন, আমি তাই অনঙ্গকে ভাল বাসি।

সরলা। আমার বাবার সঙ্গে রণবীরের শত্রুতা ছিল, তবে আমিও অনঙ্গের শত্রু হই ?

রঙ্গিনী। না, ব'ন, আমাকে যদি ভাল বাস, অনঙ্গকেও ভাল বে'স।

সরলা। সত্যই, দিদি, সকলে আপন আপন কপালে খায়, আমি আজন্ম যত্ন ক'রে যে মনটি পাই নাই, একজন আগন্তুক তা আঁখির পলকে হস্তগত ক'রে চ'লে গেল !

রঙ্গিনী। সরলে, তুই আমার মাতৃদুগ্ধ, তুই আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় প্রবেশ ক'রেছিস, আমার হৃদয়কে সবল ক'রে রেখেছিস্, কিন্তু, ভাই, সময়ে ত অন্নও চাই, নতুবা ত প্রাণীর প্রাণ থাকে না।

সরলা। ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, প্রথম যৌবনের ক্ষুধা বড় দারুণ ক্ষুধা, তোমাকে সেই ক্ষুধা ধ'রেছে ! অনঙ্গ ! কোথা আছ, শীঘ্র এস, দিদির উদরটি পূর্ণ করিয়া দাওসে, ইনি ত আর শূন্য উদরে থা'কৃতে পারেন না, যদি বিলম্ব কর, হয়ত ইনি ক্ষুধার চোটে ইটে কামড় দিবেন।

রঙ্গিনী। চুপ্, চুপ্, দেখ কে আস্‌ছেন।

সরলা। তাই ত, আজ যে বড় রাগ রাগ।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ডরীক। তোমায় পালিতে আমি অক্ষম এখন।

রঙ্গিনী। আমায়, কাকা ?

পুণ্ডরীক। তোমায়, বাছা।

রঙ্গিনী। মহারাজ,

যাঁর নাম উচ্চারণে লক্ষ লক্ষ জন
সুখে উপার্জ্জন করে গ্রাস আচ্ছাদন
তিনি কি কাতর মম গ্রাস আচ্ছাদনে ?

পুণ্ডরীক। অখণ্ড রাজত্ব সহ দেহটি আমার
গ্রাসিলে তোমার হয় উদর পূরণ,
সামান্য ত গ্রাস তব নয়, তাহে তুমি
চাহ দিতে চাতুরীর গাঢ় আচ্ছাদন,
তোর গ্রাস আচ্ছাদনে বড় ভয় করি !
সপ্তাহ ভিতরে যাও দূর দেশান্তর,
প্রাণে যদি থাকে সাধ, অন্যথা না কর।

রঙ্গিনী। দেব,
এ দারুণ অনুমতি কি হেতু হইল ?
কি দোষে দোষিনী আমি ও রাজচরণে ?
আপনি পিতার ভ্রাতা পিতার সমান,
সখী সরলার পিতা পিতার সমান,
অশন বসন দানে পিতার সমান,
ঈশ্বর জানেন আমি পিতারি সমান
চিরকাল হৃদয়েতে ভাবি আপনারে ;
আমারে বিমুখ কেন হবেন আপনি ?

যদ্যপি মাগিয়া থাকি কভু কুশাঙ্কুরে
লেশমাত্র ব্যথা দিতে ও রাজচরণে ;
সেই কুশাঙ্কুর যেন হইয়া অশনি
দগ্ধ করে, চূর্ণ করে আমায় এখনি।

পুণ্ডরীক। হৃদয়েতে কালকূট, মুখেতে অমৃত,
কুটিলের চিরকাল ইহাই চরিত।

সরলা। বাবা !
সভাগৃহে দোষীরে মরণদণ্ড দিতে
বদনমণ্ডলে দেখি যে কঠোর ভাব,
কেন তাহা ধরিয়াছ এখানে এখন ?
চিরকাল এ আলয়ে যে রঙ্গিনী আলো,
তাহার এমন দশা কি হেতু করিবে ?
শত শত অপরাধী আর্ত্তনাদ করি'
করিতেছে প্রাণত্যাগ দক্ষিণ মশানে
তারাও যে ভাগ্যধর রঙ্গিনী হইতে !

পুণ্ডরীক। কিসে ?

সরলা। এক দণ্ডে তাহাদের দুঃখ-অবসান,
পায় তারা রাজদ্বারে একই মরণ,
দণ্ডে দণ্ডে রঙ্গিনী মরণ নব নব
করিবে যে অনুভব এ দণ্ড হইতে।

পুণ্ডরীক। সরলে ! নিরস্ত হও, তোমারি লাগিয়া
রাখিলাম রঙ্গিনীরে গৃহে এতদিন,
নতুবা পিতারি সঙ্গে দিতাম বিদায়।

সরলা। তখন ত করি নাই আমি অনুনয়,

এতদিন অভাগীরে গৃহে কেন স্থান
দিলে তুমি ?—সে ত, দেব, তোমারি করুণা,—
দিলে যদি, এবে কেন দূর কর তারে ?
সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মরালীযুগল
যেমন যাপন করে দিবসযামিনী,
তেমনি রঙ্গিনী সঙ্গে আছি আশৈশব,—
একত্র ভোজন, এক শয়নে শয়ন,
একত্রই উভয়ের ক্রীড়া অধ্যয়ন ;
রঙ্গিনীবিরহে আমি কেমনে রহিব ?
তুমি ত্যজ রঙ্গিনীরে, আমি ত নারিব,
সরলাও যাইবে রঙ্গিনী যদি যায়।

পুণ্ডরীক। সরলে, অবোধ তুমি, আপনার হিত
না পার বুঝিতে কভু,—এ ভাস্করবিভা
নির্ব্বাসন-বিভাবরী ঢাকিবে যথন,
মৃদুল তারাটি তুমি দীপ্তিমতী হবে,
অবাধে করিবে তৃপ্ত জগত-লোচন। (নিষ্ক্রান্ত)

সরলা। হা রঙ্গিনি! অভাগিনী ভগিনী আমার! তুমি কোথা যাবে ?

রঙ্গিনী। দিদি, চুপ কর, বিধাতা বজ্রলেখনীতে আমার ললাটে যা লিখেছেন, তা কি চক্ষুর জলে ধুয়া যাবে ? কাঁদিলে কি হবে, দিদি, চুপ কর।

সরলা। হা তাত! হা নিষ্ঠুর! এ মুখখানি দে'খে কেমন ক'রে তুমি নির্ব্বাসন দণ্ড উচ্চারণ ক'ল্লে ?

রঙ্গিনী। দিদি, কারো দোষ নাই, আমার কপালের দোষ,

যে বিধাতা আমায় সৃজন করেছেন, সৃজন ক'রে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রেখেছেন, সেই বিধাতার দোষ।

সরলা। তা মহারাজের অসাধ্য কি? আমি যে তাঁর কন্যা, আমাকেও ত তিনি নির্ব্বাসিত করেছেন, তা কি তুমি জান না?

রঙ্গিনী। তা তিনি করেন নাই।

সরলা। করেন নাই? দিদি, এই তোমার ভাল বাসা! তোমার নির্ব্বাসন কি আমার নির্ব্বাসন নয়?

রঙ্গিনী। বালাই, দিদি, বিধাতা জন্মে জন্মে তোমার কপালে সে দুঃখ না লিখুন—সে কি সামান্য দুঃখ, মনে হ'লেও গা কাঁপে।

সরলা। তবে তুমি একান্তই একাকিনী যাবে?

রঙ্গিনী। অবশ্যই তা যাব; আমার ভাগ্যের ফল তুমি কেন ভোগ ক'র্‌বে?

সরলা। তোমার ভাগ্য আর আমার ভাগ্য কি ভিন্ন? আমায় কি একান্তই সঙ্গে নেবে না?

রঙ্গিনী। একান্তই না। একাই যাব; যেখানেই থাকি, তুমি সুখে আছ, শুন্‌লে আমার অনেক দুঃখ দূর হবে।

সরলা। তবে আমার মনে যা আছে আমিও তাই ক'র্‌ব।

রঙ্গিনী। কি মনে ক'রেছ?

সরলা। তুমিও প্রবাসযাত্রা ক'র্‌বে, আমিও পরলোকযাত্রা ক'র্‌ব।

রঙ্গিনী। সে অনেক দূর।

সরলা। কিন্তু পথ খুব সরল।

দুর্লভ ত নয়, দিদি, এক গাছি গুণ,
ভেবে দেখ তার কত চমৎকার গুণ,

মানব তাহারে যদি আলম্বন করে,
পলকে চলিয়া যায় দূর লোকান্তরে।

রঙ্গিনী। তা অপেক্ষা আমার সঙ্গেই চল।

সরলা। পথে এস, মনোরথসিদ্ধির উপায় কর। কোথা যাই বল দেখি? চল, তপোবনে যাই—সেখানে রাজ্যেশ্বর আছেন।

রঙ্গিনী। সে যে অনেক দূর; আমরা দুজনেই বালিকা, সে দুর্গম পথে যাব কিরূপে? এ পোড়া সংসারে যে ধনের অপেক্ষা রূপের চোর বেশী।

সরলা। ভাই,

অঙ্গে দিব মলিন বসন আবরণ,
কালামুখে দিব কালী এক এক ছোপ,
কুশলে বাহিয়া যাব সুদূর সে পথ।

রঙ্গিনী। না হয় ধরিব আমি পুরুষের বেশ,
অধিক অভয় তায় হইব উভয়ে,
লইব ধনুক হাতে, পৃষ্ঠে লব তূণ,
দুলাইব কটিতটে চিক্কণ কৃপাণ,
অন্তরের ভীরুভাব রহিবে অন্তরে,
সদর্পে কহিব কথা পুরুষের স্বরে;
নরসিংহ-অবতার আছে কত যুবা,
সিংহের সমান শুধু মুখখানি ধরে,
আর সব আমারি মতন;
মানবসমাজে পূজা তাহারাও পায়,
আমি কেন পাইব না? সঙ্গে রবে তুমি,
যথা যাব তথা যাবে স্নেহের লতাটি;

রামচন্দ্র সঙ্গে যথা জনকনন্দিনী
যথা দেবী দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক সঙ্গে
পশিবে অরণ্যে তুমি আমার সহিত ;
সহোদর সহোদরা দিব পরিচয়,—
আদরের ব'ন তুই, দাদা আমি তোর ।

সরলা । পুরুষ হইয়া তুমি কি নাম ধরিবে ?

রঙ্গিনী । পেয়েছি উত্তম জ্ঞান, জ্ঞান মোর নাম ।

সরলা । আমি হব অহল্যা পাষাণী ।
দেখ, দিদি,
বহুমূল্য রত্ন আর বসন ভূষণ
লইতে হইবে সঙ্গে ;
আর দেখ,
যবে পুরী পরিহরি' করিব গমন,
রাজার কিঙ্করগণ প্রাণ করি' পণ
করিবে আমার অন্বেষণ ;
বল দেখি, অব্যাহতি পাইব কেমনে ?

রঙ্গিনী । থাকুক তাহার ভার আমার উপরে,
জ্ঞানের যে অনুগামী তারে কেবা ধরে ?

সরলা । দূরে যা'ক বিষাদ ; সাধের বনবাসে
চল যাই দুই ব'নে মনের উল্লাসে ।

(পট ক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক কক্ষ।

পুণ্ডরীক, অমাত্য ও পারিষদগণ।

পুণ্ডরীক। কারও চক্ষে পড়ে নাই! অসম্ভব কথা! ধূর্ত্তলোকে রাজসংসার পরিপূর্ণ, তাদেরই সাহায্যে কার্য্যটি সম্পন্ন হয়েছে, কোনও সন্দেহ নাই।

অমাত্য। মহারাজ, সে পক্ষে অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই; কেহই ত বলে না 'কুমারীকে প্রস্থানকালে দেখেছি।'

পারিষদ। আশ্চর্য্য! গত রাত্রে দাসীরা দেখেছে কুমারী যথা-সময়ে শয়ন করেছেন, প্রভাতে দেখে শয্যা শূন্য।

অমাত্য। মহারাজ, কুমারীদের সহচরী হেমাঙ্গিনী দেবী ব'ল্‌চেন, ইদানীং তাঁরা রণবীরসিংহের পুত্র অনঙ্গের প্রশংসা সর্ব্বদাই ক'ত্তেন, গোপনে তারই কথায় কাল যাপন ক'ত্তেন, হেমাঙ্গিনীর বিশ্বাস, যেখানে তাঁরা আছেন, অনঙ্গ সঙ্গে আছে।

পুণ্ডরীক। সে নাগরকে তবে এখানে উপস্থিত কর; দেখ, তার কি হয়। তাকে না পাও, তার ভাইকে আন, তার দ্বারাই

তার অন্বেষণ হবে। আর প্রাণপণে এ নির্ব্বোধ বালিকার অন্বেষণ কর। সর্ব্বত্র ঘোষণা কর, সর্ব্বত্র গুপ্তচর পাঠাও, শীঘ্র তার উদ্দেশ হওয়া চাই।

অমাত্য। মহারাজ, দিগন্তগামিনী রাজদৃষ্টিকে কতক্ষণ অতিক্রম করা যায়? কুমারী শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন।

(পট ক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

মৃগয়ুবেশে রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ।

রাজা। সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি' তুষার বিভূতি,
এস এস তপোবনে পবন সন্ন্যাসী,
তব আলিঙ্গনে
হবে তনু কম্পিত সঘনে,
তবু তব আলিঙ্গন বড় প্রীতিকর,
দুর্জ্জনের আলিঙ্গনে নরক দুস্তর।

১ম পারিষদ। কেবা ধন্য ধরাধামে আপনার সম?
হেন দারুণ দুর্দ্দিনে
হৃদয়মন্দির যাঁর
শান্তিদেবী নারিল ত্যজিতে,
বিশাম্পতে!
কেবা তাঁর তুল্য পুণ্যবান্?

রাজা। মৃগবধ করিবে কি ? চল যাই তবে ;
কিন্তু দেখ,
কুরঙ্গ-গৃহস্থবৃন্দ পরম উদার
আরামে বসতি করে কানন আলয়ে,
মাংসল শরীরে কিবা
চিত্রিত চিক্কণ আবরণ,
শরজাল তদুপরি করিতে মোচন
বড় ব্যথা পাই মনে।

২য় পারিষদ। কি বলিব, দেব,
এ কারণে যাদব আক্ষেপ করে যত,
সে বলে, সবলে হরি' সর্ব্বস্ব যে জন
আমা সবে পাঠাইল বন,
ততোধিক অত্যাচারে আমরা নিরত ;
যার দেশে করি বাস
তারি প্রাণনাশ,
অতিথির ধরম এ নয়।

রাজা। কোথায় সে ?

৩য় পারিষদ। তপোবনতটে, দেব, আছে বটতরু—
পুরাণ-তাপস-মূর্ত্তি,
জটাজূটধর ;
বিহঙ্গনিচয়-মুখে
উঠে তার উভয় সন্ধ্যায়
মধুর স্বাধ্যায়-ধ্বনি ;
ললিত তরঙ্গ-করে

করি’ তার চরণ-বন্দনা
স্তুতি করি’ কুলু কুলু স্বরে
নম্রমুখী বনতরঙ্গিনী
চলিয়াছে সুমন্দগমনে ;
আজি দিবা দুপহরে
যাদব শয়নে ছিল সেই বটতলে ;
হেন কালে
ব্যথিত কিরাতশরে একটি হরিণ
আসিয়া পুলিনে
হেঁটমুখে দাঁড়াইল স্রোতঃ-সন্নিধানে ;
অশ্রু-মুক্তাফল
উছলিল সরল নয়নে,—
অবিরল
ঝরিল তটিনীবুকে ;
রোমশ তনুটি তার সবলে বিস্ফারি’
স্থূল স্থূল দীর্ঘশ্বাস কতই বহিল !
যাদব তন্ময় হ’য়ে দেখিতে লাগিল।

রাজা। কি বলিল ?

৩য় পারিষদ। মৃগটিরে কহিল সে,
‘তুমি, মৃগ, অতি বিচক্ষণ,
মরমে বেদনা পেয়ে
তিয়াগি’ সুহৃদগণে, তিয়াগি’ স্বজনে,
আসিয়াছ কাঁদিতে বিজনে’।’
আবার কহিল,

'তটিনী ধরিতে নারে আপন সলিল,
উহারে সেবিছ কেন নয়নসলিলে ?
বিধি যারে ধন দিল রাশি রাশি
তারে উপহার দিতে
সবে অভিলাষী !'
অচিরে কুরঙ্গযূথ
খাইয়া বিমল জল নবদূর্ব্বাদল
বিপুল উল্লাসে সেথা
লম্ফে লম্ফে ধাইয়া আইল ;
মৃগটির পানে
একবার কটাক্ষ হানিয়া
লম্ফে লম্ফে সকলে হইল তিরোহিত,
একাকী সে কাঁদিতে লাগিল।
যাদব কুরঙ্গদলে কহিল তখন,
'হে সম্ভ্রান্ত পৌরগণ !
যাও, চলি যাও,
দাঁড়াইয়া অই যে কাঙ্গাল
কি কাজ উহার পানে ফিরায়ে নয়ন ?
দেখিতে দুখীর মুখ
পারে কি হে সুখিজন ?'
মৃগচ্ছলে মানবের কুরীতি কুনীতি
হেন রূপে আলোচনা করিতে লাগিল ;
কিবা রাজা, রাজমন্ত্রী, কিবা কৃষিজীবী,
সবারে কটাক্ষ করি' কত যে কহিল,

সকল স্মরণ নাই।

রাজা।　　লাগে বড় ভাল
তার মুখে জ্ঞানের বচন,
চল যাই তাহারি নিকটে।

৩য় পারিষদ।　আসুন,—এই পথে।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক কক্ষ।

পুণ্ডরীক, অমাত্য, পারিষদগণ ও অরবিন্দ।

পুণ্ডরীক। একবারে নিরুদ্দেশ! অতি অগ্রাহ্য কথা! আমার দয়ার শরীর, নতুবা এই দণ্ডেই প্রতিফল দিতাম, সে যেন পলায়িত, তুমি ত উপস্থিত আছ। যা হউক প্রাণপণে তার অন্বেষণ করগে; জীবিত পার, মৃত পার, সম্বৎসর মধ্যে তাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করা চাই; যদি না পার, আমার রাজ্যে আর স্থান পাবে না। তোমাদের অভিসন্ধি আমার অজ্ঞাত নাই; যাবৎ অনঙ্গের মুখে সমুদয় জ্ঞাত না হই, তাবৎকাল তোমার বাটী, স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার অধিকারভুক্ত রহিল। অমাত্য, যোগ্য রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে যেন অদ্যই আদেশ পায়।

অরবিন্দ। মহারাজ, তার প্রতি আমার কিরূপ মন, তা আপনি জানেন না, আমি যে কখনও তাকে দুচক্ষে দেখিতে পারি নাই।

পুণ্ডরীক। তুমি তবে নিতান্তই নরাধম। ওহে, একে বাহির ক'রে দাও ত।

(অরবিন্দের প্রস্থান)

আজ আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত দুর্ব্বহ ভার বোধ হ'চ্চে, আমি এক্ষণে বিশ্রামাগারে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী। বহির্ব্বাটীর এক কক্ষ।

অমাত্য আসীন।

অমাত্য। মানবহৃদয় বিশ্বমায়ার কি অপূর্ব্ব লীলাভূমি! বরঞ্চ তুঙ্গতরঙ্গবিক্ষোভিত মীনমকরপরিপূর্ণ অগাধ সমুদ্রতলে অবতীর্ণ হ'য়ে নানা রত্ন লাভ করা যায়, বরঞ্চ নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্ব্বিগাহ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ ক'রে মহৌষধি আহরণ করা যায়, বরঞ্চ অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর ভূগর্ভ ভেদ ক'রে মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মানবহৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তার গূঢ়তত্ত্ব সকল অন্বেষণ করে কার সাধ্য? এই যে মহারাজ রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হ'য়ে কোন দুষ্কর কার্য্যই না করেছেন? ইনি সুবিশ্বস্ত দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনবাসী করেছেন, কুমারী রঙ্গিনীকে আশ্রয় দিয়ে নিতান্ত নির্ঘৃণের মত বিসর্জ্জন দিয়েছেন; জানিতাম এঁর হৃদয় সুদুস্তর-মরু-সদৃশ,—ক্রূরতা, শঠতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিশাল শিলাসমূহে সমাকীর্ণ; কিন্তু কে জানিত, সেই শিলামধ্যে একটি অপূর্ব্ব পারিজাত নিভৃতভাবে সন্নিবেশিত ছিল? আজ সেই পারিজাত পূর্ণ-বিকসিত, তার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত! কি

অলৌকিক দুহিতৃস্নেহ! এমন ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভাবিতাম, রাজ্যপদই এঁর অভীষ্ট দেবতা, আজ সেই রাজ্যপদ পাদমূলে পতিত, তাতে আস্থা নাই, দৃক্‌পাত নাই, এক সরলা বিনা ইনি আজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে ব'সেছেন! মা সরলা, তোমারই কি কাজ, পিতা তোমা-গত-প্রাণ, তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে কিরূপে তুমি গেলে? কোথায় গেলে? এক বার ফিরে চেয়ে দেখ, পিতৃহত্যাপাতক তোমার অনুসরণ ক'চ্চে! মা, তুমি সাক্ষাৎ পুণ্যস্বরূপা, পাতক জন্মে জন্মে তোমায় স্পর্শ না করুক। তোমারই বা দোষ কি? তুমি ভগ্নীপ্রেমের সখীপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে অনন্যসহায়া কুমারী রঙ্গিনীর অনুগামিনী হয়েছ, তোমার অনুরূপ কার্য্যই হয়েছে; রঙ্গিনীকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তুমি ত পা'র্‌বেই না, তুমি যে মূর্ত্তিমতী মমতা। মা রঙ্গিনি, তুমিই কি এ সংসারের লক্ষ্মী ছিলে? যে দিন তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছ, সেই দিন অবধি যেন দুর্ভাগ্যের একটা ভীষণ ছায়া এ পুরীর উপর প'ড়েছে, সেই ছায়ায় এই অসংখ্য পরিজনের মুখমণ্ডল ম্লান; এই অট্টালিকা-শ্রেণীর সুধাশুভ্র গাত্র হ'তে চিরকাল একটি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ উদ্গীর্ণ হ'ত, তার দর্শনমাত্র মিত্রমণ্ডলীর হৃদয় প্রফুল্ল হ'ত, শত্রুগণের হৃদয় ম্লান হ'য়ে যেত, এক্ষণে সে জ্যোতিঃ কোথায় গিয়াছে! আজ এ পুরী রাহুগ্রস্ত, সূর্য্যবিম্বের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হ'চ্চে। হা! কি ভয়াবহ বিপদ আমার সম্মুখে উপস্থিত! যে সমৃদ্ধ বংশপাদপের ছায়ায় সুদূরবিস্তীর্ণ ভূভাগ শীতল ছিল, তা আজ পতনোন্মুখ, তার পতনে না জানি কত লক্ষ কত কোটি মানব চূর্ণ হ'য়ে যাবে! ওঃ! কি শোচনীয়! (দীর্ঘনিশ্বাস)।—যাই, কেমন আছেন, একবার দেখিগে। নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী—পুণ্ডরীকের শয়নকক্ষ।

পুণ্ডরীক অচেতনাবস্থায় শয়ান। বৈদ্য ও পরিচারকগণ।

অমাত্যের প্রবেশ।

অমাত্য। মহাশয়, কিরূপ দে'খ্ছেন ?

বৈদ্য। সংজ্ঞা নাই, প্রলাপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

অমাত্য। এক্ষণে উপায় কি ?

বৈদ্য। প্রকৃতি এক্ষণে পরকীয়া কুলকামিনীর ন্যায় আচরণ ক'চ্চেন, এঁর বশবর্ত্তী হ'লেও সর্ব্বনাশ, আবার অত্যন্ত পীড়নেও সমূহ কুফল। সম্প্রতি সতর্ক থাকাই বিধি।

অমাত্য। বুঝি জা'গ্চেন।

পুণ্ডরীক। (নেত্র উন্মীলিত করিয়া)

আ—

যাঁহারে জগৎপতি আপন নিয়মে
করিলেন অধিপতি এ রাজ্যকাননে,
শৃগাল হইয়া আমি বহু পরিশ্রমে
করিলাম দূরীভূত সেই কেশরীরে ;
অঘটন ঘটাইনু কাহার কারণে ?
সরলে ! সরলে ! মা আমার ! বিপদের
একটি কিরণ মাত্র কেশ-পরিমাণ
পতিত হইলে তোর মস্তক উপরে
লক্ষ লক্ষ আতপত্র বিস্তৃত হইবে,
তাই আমি করিলাম করতলগত

লক্ষ লক্ষ নরদল, তুমি এবে কোথা ?
দিতেছে মধ্যাহ্নে ভানু অনল-প্রতিম
আতপ ঢালিয়া তোর কোমল শরীরে,
এক জনও ছায়া দিতে নাহিক নিকটে !
রাতুল চরণ দুটি নবনীতময়
যতনে পাতিত হ'ত মসৃণ মর্ম্মরে
কেমনে চলিছ তায় পরুষ ভূমিতে !
অকূল.প্রান্তরভূমি সদা ধূ ধূ করে,
সেই খানে মা আমার চলিতে চলিতে
এতক্ষণ হইয়াছে দিবা অবসান,
শঙ্কিত হরিণীমত আকুল হৃদয়ে
তরুতল অন্বেষণ করিতেছ কত !
শৈশবে যামিনীযোগে ধাত্রীর উৎসঙ্গে
কক্ষান্তরে যদি কভু ঘুমায়ে পড়িতে,
কখনো জননী তোর কখনো আপনি
যাইয়া কাতর চিত্তে অমঙ্গল-ভয়ে
বুকে করি' আনিতাম শয়নমন্দিরে,
ধীরে ধীরে রাখি' তোরে কোমল শয়নে,
নিদ্রিত পুতলী ! সুরভি চন্দন-পাখা
দোলায়ে শরীরে তোর দিতাম সমীর,
সেই তুমি তরুমূলে থুইয়া মস্তক
করিতেছ ভূমিতলে কোথায় শয়ন !
পা দুখানি বেদনায় হয়েছে অস্থির,
করিতেছে ধড়ফড় ধমনীনিকর,

কে দিবে মধুর সংবাহন ? মা আমার !

(নিদ্রা)

বৈদ্য। মহাশয়, যদি এ সময় কুমারীকে আনিতে পারেন, মহৌষধির কার্য্য হয়।

অমাত্য। সে আশা ত উন্মূলিতপ্রায় ; যে সৌদামিনী পলকে পলকে চক্ষুর উপর প্রতিভাত হ'তেন, ভাগ্যদোষে আজ তিনি একবারেই অদৃশ্য হয়েছেন ; কত অন্বেষণ করি, কোথাও যে দেখিতে পাই না ! আবার জাগ্‌চেন।

পুণ্ডরীক। (নেত্র উন্মীলিত করিয়া)

হা ! কোথায় আমি ? গেহে ? তবে কি স্বপন ?
আরোহি' বিশাল করী নিবিড় অরণ্যে
সসৈন্যে গিয়াছি যেন মৃগয়া করিতে,
মৃগযূথ অনুসরি' ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দেখিলাম তরুতলে দাঁড়ায়ে সরলা,
মায়ের বদন খানি ধূসর বরণ,
অবয়বগুলি যেন কৃশ অতিশয়,
কলেবরে একখানি মলিন বসন,
কুঞ্চিত অলকগুলি সিঁথীর দুপাশে
দেখিনু তেমনি আছে ললাট-তটীতে ;
বোধ হয় বাবা বলি' ডাকিতে আমায়
যেমনি দশনকুন্দগুলি বিকসিল,
অমনি শার্দ্দূল যেন সম্মুখে লম্ফিল,
অমনি সরলা ভয়ে মুদিল নয়ন,
আর যা দেখিনু তাহা কহিব কেমনে ?

যদিও থাকিতে শুয়ে এ মম পালঙ্কে,
স্পর্শিতাম এখনি যদিও তব অঙ্গ,
তবুও সরলা, কত হ'তাম কাতর !
হা সরলা !

(নিদ্রা)

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

(জ্ঞান-বেশে রঙ্গিনীর ও অহল্যা-বেশে সরলার প্রবেশ)।

রঙ্গিনী। আ—এই তপোবন। সরলা, আমার পা ত আর চলে না, ভাই।

সরলা। হরি! আমার দেহে ত আর দেহ নাই ; দিদি, এই খানে বসি এস।

(উভয়ের উপবেশন)

রঙ্গিনী। দে'খ্‌লে, সরলা, বাটীর বাহিরে জগতের মূর্ত্তিটি কেমন,—সূর্য্য কি উগ্র, বায়ু কি কর্ক্কশ, মাটি কি কঠিন ; ভাই, আগে ত এ সব এমন ছিল না, কিরূপে এমন হ'ল ?

সরলা। বাবা হইতে সকল জ্বালার উৎপত্তি, কাকে দোষ দিব ?

রঙ্গিনী। পোড়া কপালকে।

সরলা। সে ত সঙ্গের সাথী ; তার সঙ্গে, দিদি, বিবাদ চলে কই ? ভাই, আমি শুই, (শয়ন) আ!—আমরি! কি সুন্দর বাতাসটি ! এর স্পর্শে অর্দ্ধেক ক্লেশ দূর হ'ল।

রঙ্গিনী। আহা! সূর্য্যদেব পাটে ব'সেছেন, সরলা, দেখ দেখ, বনস্থলীর কেমন শোভা হ'য়েছে।

সরলা। রাজরাজেশ্বর এ বনে আছেন, তাঁর সঙ্গে ত এখন আমাদের দেখা হবে?

রঙ্গিনী। হবেই,—কিন্তু এ দূরবিস্তারিত বনের কোন্ ভাগে যে তিনি আছেন, তা ত জানি না। কিন্তু দেখা হ'লে কিছু দিন আমরা পরিচয় দিব না।

সরলা। তবে, দিদি, এ বেশটি ছেড় না। পুরুষবেশে বড় সুন্দর সেজেছ।

পুরুষের বেশে যদি পুরুষ হইতে
সরলার বরমালা তুমিই পাইতে।

নেপথ্যে। সন্তোষ! সন্তোষ!

সরলা। ওগো, এখানে তার নামগন্ধ নাই।

(তপস্বীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। ওলো, তপস্বী যে!

সরলা }
রঙ্গিনী } প্রণাম করি।

তপস্বী। জয়ো'স্তু। কে তোমরা?

রঙ্গিনী। আমরা আগন্তুক, এই মাত্র এখানে এসেছি। সন্তোষ কে?

তপস্বী। একজন যুবা তাপস, সেও দেখিতে দ্বিতীয় কন্দর্প, সেও এমনি নির্জ্জনে থাকে; দূর হ'তে তাই আমার ভ্রম হয়েছিল, কিছু মনে ক'র না।

রঙ্গিনী। অনেকে নির্জ্জন ভাল বাসেন বটে।

তপস্বী। আহা! সে যে তেমন ছিল না; বন্ধুগণে তেমন আশক্তি, গুরুজনে তেমন ভক্তি, বিদ্যায় তেমন অনুরাগ কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষণে সকলই তার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, মুখে সে হাসি নাই, অধ্যয়নে সে অনুরাগ নাই, বন্ধুসংসর্গে সে লালসা নাই। কেন যে নাই, তারও নির্ণয় হ'ল না। কত হোম, কত স্বস্ত্যয়ন, অন্যান্য কত মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেল, সকলই নিষ্ফল হ'ল। বৎস, তোমায় আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বেশবাসে বোধ হয় তুমি পুরবাসী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র; তুমি এই যুবা পুরুষ, সঙ্গে এই কিশোরবয়স্কা কুমারী, এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বৎস, তপোবনে পাতকের আশ্রয় হয় না।

রঙ্গিনী। আপনার অনুমান সত্য। আমাদের নগরে বাস ছিল, আমরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অপত্য; বিধাতার নির্ব্বন্ধে পিতা আমাদিকে অকালে ত্যাগ ক'রেছেন; আমরা নগরবাসে সাহসী না হ'য়ে তপোবনে বাস ক'ত্তে এসেছি।

তপস্বী। উত্তম কল্প। এমন সুন্দর স্থান ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই। নাগরিকেরা আমাদিগকে অরণ্যবাসী বলে; আমরা বলি, নগরবাসীরাই যথার্থ অরণ্যবাসী, আর নগরই যথার্থ মহারণ্য। যেখানে স্ফীতকায় ক্ষুদ্রচক্ষুঃ অহঙ্কার-হস্তী অনবরত হস্ত আস্ফালন করে, যেখানে সর্ব্বভুক্ লোভ-শূকর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা ধর্ম্মক্ষেত্রকে অনবরত বিদারিত করে, যেখানে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রচণ্ড শ্বাপদ নিরন্তর নির্ভয়ে বিচরণ করে, নিরন্তর মানবের সর্ব্বনাশ করে, যেখানে অন্যান্য নানাবিধ বিপত্তিভয়ে মানব অহর্নিশ ভীত ত্রস্ত, সেই নগরই মহারণ্য! সে অরণ্য কি মায়াময়! সেথা নিরবচ্ছিন্ন

ঐহিকসেবার ফলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব-চ্যুত হ'য়ে ইহজন্মেই পশুত্ব প্রাপ্ত হয়! মূঢ় মানব আবার আপন সর্ব্বনাশের জন্য সেই মহারণ্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে! কি বিড়ম্বনা! বৎস, তপোবনে যদি দুদিন বাস কর, নগরের প্রতি একবারে গতস্পৃহ হবে; এখানে রোগ নাই, শোক নাই, অকাল মৃত্যু নাই; এখানে অন্নচিন্তা নাই, বনমাতা নিত্যই সুস্বাদু পানীয়, অমৃতাস্বাদ ফলমূল প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেন। এখানে উত্তমে অধমে প্রভেদ নাই, সকলেই আপনাকে অধম, অপরকে উত্তম জ্ঞান করে। এখানে মানবের অনন্ত উন্নতি ঐহিক চিন্তা দ্বারা ব্যাহত হয় না, এখানে সকল চিন্তাই পারত্রিক, সকল কার্য্যেই পরলোকের প্রতি লক্ষ্য।

রঙ্গিনী। এখানে ত আমরা বাসস্থান পাব?

তপস্বী। উপস্থিত আমার আশ্রমের অদূরে একটি আশ্রম শূন্য আছে, তন্মধ্যে তোমরা বাস ক'ত্তে পার,—অতি সুরম্য স্থান, নানাবিধ ফল পুষ্পের গাছে বেষ্টিত, পার্শ্বে কলনাদিনী ক্ষুদ্র নদী।

রঙ্গিনী। মূল্য দিলে আশ্রমটি আমরা চিরকালের জন্য পাই না?

তপস্বী। ইচ্ছা কর ত চিরকালের জন্য সেটি তোমাদেরই হইল। এখানে, বৎস, পণাপণ নাই; সে তোমাদের নগরের প্রথা; তপোবনে প্রবেশ ক'রে তোমরা জীবনেই পুনর্জ্জন্ম লাভ ক'রেছ, সে সকল নাগরিক আচার ব্যবহারকে এখন জন্মান্তরীণ ব্যাপার মনে কর। এক্ষণে ক্রমশঃ রাত্রি হ'য়ে এল, আমার সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রাজার আশ্রমের সম্মুখভাগ।

তপস্বিবেশে রাজা, যাদব ও পারিষদগণ উপবিষ্ট।

যাদব। দেব,

কেন আমি সদা অন্যমন ?

পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে,

দেহ মোর বনচারী

হৃদয় সংসারী ;—

চিরপরিচিত গেহ চারুদরশন,

বসন ভূষণ মাল্য অগুরু চন্দন,

হরিণ-নয়নী দারা,

তনয় অমৃতভাষী,

সুবিনীত কত পরিজন,

পলকে পলকে চিত করিছে সৃজন ;

বৃথা মোর সংসারতিয়াগ,

বৃথা মোর বন-আগমন !

কোথা গেলে, মায়া কুহকিনি,

অব্যাহতি দিবি তুই রে আমায় ?

তোর বিকট তাণ্ডবে

এমনি কঠিন মোর হৃদয়প্রাঙ্গন,
অঙ্কিত না হয় তায়
ত্রিবিক্রম-চরণ-লাঞ্ছন !

রাজা। সংসারবন্ধন বিনা
চিত্ত যদি স্থির নাহি হয়
কর পুনঃ সংসারে গমন,
হৃদয়ে দেখিছ যাহা
নয়নে দেখগে তাহা
গরলে গরল হবে ক্ষয়।

যাদব। ছিছি, দেব,
তপস্বীর বেশ ধরি'
তুমি রবে এ গহন বনে,
আমি যাব আপন ভবনে ?
সেথা গিয়া কিবা সুখ পাব ?
দেখিয়াছি মানবসংসার,
জানি তার যতেক বিকার ;
ছিল তাহা নন্দনকানন,
পুণ্যপুষ্পে মোক্ষফল
নিরখিতে করিয়া মনন
বিদ্যা ধর্ম্ম অর্থ আদি চারু তরুগণে
রোপণ করিল বিধি সে রম্য কাননে ;
মানবের দারুণ অভাগ্য
সেই সব তরুতলে
কি জানি ঢালিয়া দিল কেমন গরল,

তারা মত্ততাকুসুম ধরে
প্রসবে পাতকফল।

(পরিচারকের প্রবেশ)

রাজা। অনঙ্গের সংবাদ কি ?

পরিচারক। আহারান্তে নিদ্রা গেলেন।

১ম পারিষদ। ক্লান্ত কলেবরে
বিশ্রাম করিলে দরশন,
নিদ্রাদেবী যেন পান পর্য্যঙ্ক উপরে
সুললিত কুসুমশয়ন।

রাজা। অনঙ্গে হেরিয়া সহসা হইল মনে,
যেন সুধা পান করি' অমরসদনে
রণবীর লভিয়া কৌমার
অবনীতে আইল আবার
আমায় ভেটিতে ;—
সেই বদনের ছাঁদ,
সেই পাণিপাদ,
সেই বাক্য, সেই দৃষ্টি, সেই সমুদয়।

২য় পারিষদ। এ অরণ্যে রণবীর
আইল্ তনয়রূপে,
বাকি আর কয়জন ?
পতিসঙ্গ অভিলাষ করি'
সে রাজনগরী
তপোবন-সঙ্কেতকাননে
বুঝিবা করিছে অভিসার।

৩য় পারিষদ। আহা !
ধনদ জনক যার
সে কি না কাননবাসী
না হইতে যৌবনবিকাশ,
বুঝিলাম,
বাল বৃদ্ধ যুবা
সকলে জগতীতলে প্রাক্তনের দাস।

রাজা। মায়াময় রঙ্গভূমি এ ভবসংসার,
মানবনিকর নট, কাল সূত্রধার ;
কালের নিয়োগে নর নানা লীলা করে,—
কভু ভোগী, কভু যোগী, কভু সে ভিক্ষুক।

যাদব। রঙ্গভূমি এ ভবসংসার !
সত্য !
চিক্কণ সুনীল সূক্ষ্ম অম্বরে রচিত
ঊর্দ্ধে বিস্তারিত কিবা অনন্ত বিতান !
তাহে বিলম্বিত কত দীপ অপরূপ !
কেমন আলোকধারা নিরবধি ঝরে !
নিম্নে অবস্থান ভূমি মরকতময়
কি পাদপে কত পুষ্পে সদা সুসজ্জিত !
বিশাল এ রঙ্গভূমি বিচিত্র কেমন !
সে রঙ্গে মানবনট কত লীলা করে !
কোন দেশ পরিহরি' কর আগমন ?
পদার্পণ মাত্র কেন কর বা রোদন ?
কলুষিত বসুধার এ যে সমীরণ,

প্রথমপরশে তার ব্যথিত কি হও ?
কত ঘুম ঘুমাও, নবীন নটবর!
ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু হাস কি কারণ ?
অলক্ষিতে কে তোমায় দেয় দরশন ?
অথবা ধেয়ানে থাক মুদিত নয়নে ?
বুঝি বা হৃদয়ে তুমি দিব্যজ্ঞান ধরি'
পূর্ব্বাপর চিন্তা কর, বাল-যোগিবর!
অচিরাৎ সে কিরণ তিরোধান করে,
মায়ার তিমিরে তুমি পথহারা হও!
এ দিকে তনুটি তব শশিকলা সম
নিতি নিতি নব শোভা পরকাশ করে!
খুঙ্গী পুথী করে ধরি' মসির আধার,
পূরি' পথ বসন্ত-কোকিল-কলরবে,
বিদ্যালয় চল তুমি অলস চরণে;
মণির বণিক ছিলে, কাচ অন্বেষণ,
তাহাতেও অনুরাগী নহে তব মন!
তার পর পর তুমি যৌবনের সাজ,
কিন্নরসমান তব চিকুরবিন্যাস,
অধরে মৃদুল হাসি, নয়নে কটাক্ষ!
আরোহিয়া সুসজ্জিত তরুণী-তরণী
বিলাসসাগরে তনু ভাসাইয়া দাও!
তার পর রুদ্রমূর্ত্তি সংগ্রামের সাজ,
ললাটে বঙ্কিম রক্তচন্দনের রেখা,
নয়নে লোহিত রাগ, শ্মশ্রুল বদন,

খড়্গ চর্ম্ম উভকরে বড়ই ভীষণ!
তার পর পুনরায় প্রশান্ত মূরতি,
মাংস তব ললিত, লুলিত ভুরুযুগ,
শুভ্রহস্তে কেশ গুলি ধরিয়াছে কাল,
গণ্ডতল বিনত, দশন শিথিলিত,
কালের কুঞ্চন-লেখা ললাটে উদিত।
শেষ লীলা স্বরভঙ্গ, জ্ঞান-বিপর্য্যয়,
গত বল, অবিরল ভূতল আশ্রয়,
বিবর্ণ সকল অঙ্গ, অস্থি চর্ম্ম সার,
পঞ্চেন্দ্রিয় বিকল, বিবশ নবদ্বার!

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। সুধার লহরী বিধু, করিতেছ দান,
শ্যামল অবনীতল অনিল তরল
সুনীল গগন তাহা করিতেছে পান,
পান করি' সবাকার অঙ্গ ঢল ঢল,
কেবল বিরহিজন বিকল বিহ্বল।
এ সুধাকিরণে, তরু, আমি তব গায়
লিখিলাম রঙ্গিনীর সুধাময় নাম,
এ দিকে আসিবে যেবা বনচারী জন

কহিও তাহারে প্রেয়সীর গুণগ্রাম,
সতী গুণবতী প্রিয়া যুবতী-ললাম।
যাও হে, অনঙ্গ, যাও ত্বরিত চরণে,
বিরাজে কাননে চারু মহীরুহ কত,
পত্রে পত্রে লিখ রঙ্গিনীর গুণগ্রাম,
এ কানন মহাকাব্যে কর পরিণত,
আনন্দে করুক পাঠ বনবাসী যত।

(অনঙ্গের প্রস্থান ; কিয়ৎক্ষণ পরে
সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। এ নিশিতে কত সুখী তুমি তরুবর!
অম্বর সময় পেয়ে ফে'লে বহুদূরে
মৃদু হে'সে কাছে এ'সে কিশোরী চন্দ্রিকা
অঙ্গে তব অঙ্গ ঢে'লে অমৃতপরশ
সোহাগে চুম্বিছে চারু অধরপল্লব!
বামা সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে থে'কে এতক্ষণ
বিন্দু বিন্দু স্বেদজল সর্ব্বাঙ্গে উদিত!
তাহা দরশন করি' স্নিগ্ধ সমীরণ
ধীরে ধীরে করিতেছে চামর ব্যজন!

(নীরব)

এমনি অমলগৌর, এমনি কোমল,
যেন বা তনুটি চূর্ণকর্পূরে রচিত,
পলকে পলকে নব আভা পরকাশি'
এমনি যৌবন তার নূতন উদিত!

এমনি পরশ তার অমৃতস্বরস,
আহা সে অমৃতরাশি আমি পাব কবে?
রজনী-আগমে, তরু, সে বিধুবদনী
এমনি আমারে কবে করুণা করিবে?

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

পত্র পড়িতে পড়িতে রঙ্গিনীর প্রবেশ।

রঙ্গিনী। (পাঠ) আছে রে কোথায় মেদিনী মাঝারে
রমণীরতন রঙ্গিনী সম?
অভিলাষ যদি হেরিতে কিন্নরী
যাহ তবে যথা রঙ্গিনী মম।

লোচনে সফরী বেণীতে ফণিনী
কণ্ঠেতে কিন্নরী রঙ্গিনী মম,
আছেরে কোথায় মেদিনী মাঝারে
রমনীরতন রঙ্গিনী সম?

দেখি এটিতে কি,—এই যে সরলা।

(পত্রহস্তে সরলার প্রবেশ)

সরলা। দিদি, দেখ।

রঙ্গিনী। কি দেখি।

সরলা। পড়ি শোন,

সুরগণ মিলি' বিরিঞ্চিসদন
করিয়া গমন বলিল, 'বিধি,

ত্রিলোক-মাধুরী আহরণ করি'
নিরমাণ কর একটি নিধি,
অখিল মাধুরী একই আধারে
হেরিতে অধীর হ'য়েছে মন।'
পূরাইতে সাধ পরম আদরে
ধেয়ানে বসিলা কমলাসন।

অমরের চিত করিয়া মোহিত
হইল উদিত একটি বালা,
সাবিত্রীসমান নিরুপমা সতী,
সীতার সমান সুচারুশীলা,

সকল কলায় বাণীর সমান,
মনোজললনা মধুরিমায়,
ইন্দিরা সমান মহিমানিধান,
বিলাসে পুলোম-নন্দিনী প্রায় ;

প্রেরণ করিলা তাহারে বিরিঞ্চি
ভূষিত করিতে ধরণীধাম,
পুলকে বিস্ময়ে মানবের জাতি
রাখিল তাহার রঙ্গিনী নাম।

বিধি রে তোমার চরণে আমার
অপর কামনা কিছুই নাই,
এই বর মাগি, যাবত জীবন
তাহারি চরণ সেবিতে পাই।

রঙ্গিনী। ও মা! কে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ প্রেমের গীত গেয়েছে! বুঝি তার অন্য কর্ম্ম নাই!

সরলা। কি আশ্চর্য্য, দিদি, কবিতায় যে তোমার নাম! তুমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছ, কি বল?

রঙ্গিনী। তা এমন কবিতা আমিও দু একটা পেয়েছি, এই দেখ, একটি ক্ষুদ্র তাল গাছে কি ছিল। এইটি তুমি পড় ত, আমি এখনও পড়ি নাই।

সরলা। কি দেখি, (পাঠ)

কেন ভ্রমিতেছি জগতে একাকী,
সঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গিনী কই?
হিয়া জুড়াই রে কাহার নিকটে,
রঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গিনী কই?

তাই ত, এ যে রঙ্গিনীময়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল তমাল পিয়ালের গায়ে, বকুল কদম্বের গায়ে তোমার নামটি লেখা, পাতায় পাতায় কবিতা, কবিতায় তোমারই নাম, রম্ভার অঙ্গ ত ক্ষত বিক্ষত, পদ্মিনীর অঙ্গেও নখচিহ্ন; কোন নাগরের এ কর্ম্ম তা কি তুমি জান?

রঙ্গিনী। এ কি পুরুষের লেখা?

সরলা। পুরুষের বৈ কি, তার গলায় এক ছড়া হার আছে, হার ছড়াটি আগে তোমার গলায় ছিল; ও কি, মাথা হেট কর কেন?

রঙ্গিনী। কে সে, সরলা?

সরলা। কি আশ্চর্য্য! এমন ত কখনও দেখি নাই!

রঙ্গিনী। বল না, ভাই, সে কে।

সরলা। হরি! হরি! মিলন যখন হবার হয়, কোনও বাধাই থাকে না, সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়; জগতে কত অঘটনই ঘটে! দেখে শুনে অবাক হ'য়েছি।

রঙ্গিনী। বল না, ভাই, কাকে দেখেছ, মিনতি করি, হাতে ধরি, বল।

সরলা।
কি কর কি কর, দাদা, সর সর সর,
দেখিতে যে পোড়ালোকে পাইবে এখনি,
পুরুষ পরশমণি সদা সমুজ্জ্বল,
জনমের মত আমি হব কলঙ্কিনী।

রঙ্গিনী। কপাল আমার! অহল্যে, আমার অঙ্গে ধুতি চাদর ব'লে কি অন্তরেও তাই? পাষাণি, নারীর হৃদয়টি কেমন তা কি তুমি জান না? রমণীর যে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। ভাই, বল দেখি পুরুষটি দে'খ্‌তে কেমন, কত বয়স?

সরলা। ও গো, বয়স অল্প, দে'খ্‌তেও বেশ, রঙ্গভূমিতে যার রঙ্গ দে'খে তুমি আত্মহারা হ'য়েছ, এও তারই রঙ্গ।

রঙ্গিনী। নাও, এখন ব্যঙ্গ রাখ, সত্য কথা বল।

সরলা। সত্য ব'লচি, সেই।

রঙ্গিনী। অনঙ্গ?

সরলা। অনঙ্গ।

রঙ্গিনী। হরি! হরি! এ ধুতিচাদরে আর ফল কি? তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হ'ল? তখন সে কি ক'র্‌ছিল? সে কি ব'ল্লে? এ বনে সে কি করে? কোথায় থাকে? কি বেশে আছে? আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল? আবার কখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে? সব কথার উত্তর একবারে চাই।

সরলা। তোমার মতন ত কার্ত্তিক নই; ছটা মুখ থা'কলে বরং অত উত্তর একবারে দিতে পা'ত্তেম।

রঙ্গিনী। সে ত জানে আমি পুরুষের বেশে এ বনে আছি? রঙ্গভূমিতে তাকে যেমন সুন্দর দেখেছিলাম, এখনো ত তেমনি আছে?

সরলা। আপনার চক্ষেই দেখ না, ঐ যে সে আস্‌ছে।

(অনঙ্গের প্রবেশ)

রঙ্গিনী। যা হ'ক, ভাই, এর সঙ্গে দুটো কথা কই। ওগো, শুন্‌তে পাচ্চ?

অনঙ্গ। পাচ্চি বৈ কি, কি ব'লচ?

রঙ্গিনী। কটা বেজেছে বল দেখি?

অনঙ্গ। বনে ত ঘড়ী নাই; 'বেলা কত' জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

রঙ্গিনী। বনে তবে প্রেমিকও নাই; প্রেমিকের দণ্ডে দণ্ডে হা হুতাশ, পলকে পলকে দীর্ঘশ্বাস, যেখানে প্রেমিক থাকে সেখানে ঘড়ীর আবশ্যক কি? সময় যতই কেন আস্তে যা'ক্‌, প্রেমিকের কাছে ঠিক ধরা পড়ে।

অনঙ্গ। 'আস্তে' কেন? 'দ্রুত' ব'ল্লে কি মন্দ হ'ত?

রঙ্গিনী। তা কারো সময় দ্রুত যায়, কারো আস্তে আস্তে যায়, কারো বা মোটেই যায় না। শুনবে, কার সময় কেমন যায়?

অনঙ্গ। শুনি, কার সময় দ্রুত চলে?

রঙ্গিনী। যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তার সময় বায়ুবেগে চলে, দে'খ্‌তে না দে'খ্‌তে প্রাণত্যাগের সময় সম্মুখে এসে পড়ে।

অনঙ্গ। কার সময় ধীরে ধীরে যায় ?

রঙ্গিনী। বিবাহের পর যতক্ষণ মিলন না হয়, দম্পতীর সময় মন্থর-গমনে যায়,—যায় যায়, যায় না।

অনঙ্গ। আচ্ছা, কার সময় মোটেই যায় না ?

রঙ্গিনী। বৃদ্ধ বয়সে যার বিবাহের আবশ্যক, তার সময় মোটেই চলে না, স্থির হ'য়ে থাকে।

অনঙ্গ। কেন ?

রঙ্গিনী। সে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে বয়স বলিত, আজও বলে সেই বয়স, সুতরাং এ কুড়ি বৎসর তার সময় অগ্রসর হয় নাই, স্থিরভাবে আছে।

অনঙ্গ। ভাই, তুমি কোথা থাক ?

রঙ্গিনী। এই বনের প্রান্তভাগে, সঙ্গে এই ভগিনীটি থাকে।

অনঙ্গ। এই কি তোমাদের জন্মস্থান ?

রঙ্গিনী। যেমন এই মৃগজাতির, তেমনি আমাদেরও।

অনঙ্গ। তোমার কথাগুলি কিন্তু নাগরিকের মতন।

রঙ্গিনী। অনেকে তাই বলে বটে। আমার এক কাকা নগরে থাকেন, বাল্যকালে তাঁর কাছে ছিলাম, তাঁর কাছেই বিদ্যা-শিক্ষা হ'য়েছিল, তাই বোধ হয় এরূপ হ'য়েছে। কাকা যৌবন-কালে প্রেমের দায়ে অনেক ক্লেশ পেয়েছিলেন, তাঁর মুখে নারী-জাতির অনেক দোষের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়।

অনঙ্গ। ওদের কোন্ দোষটি প্রধান ?

রঙ্গিনী। কোন্‌টিকে প্রধান ব'ল্‌ব ? সব গুলি যে সমান।

অনঙ্গ। তবে গোটা কতকের নাম বল না, শুনি।

রঙ্গিনী। তা আমি যাকে তাকে বলি না, উপযুক্ত পাত্র পাই

ত বলি। সম্প্রতি কে একজন আমাদের বনে এসেছে, গাছ গুলির গায়ে 'রঙ্গিনী' এই নামটি লিখে রাখে, পাতায় পাতায় রঙ্গিনীর উদ্দেশে কত কবিতা লেখে, তার জ্বালায় আমাদের গাছগুলি অস্থির; যদি সে ভাবুককে পাই, কিছু উপদেশ দি; সে বোধ হয় প্রেমের জ্বরে একবারে বিহ্বল।

অনঙ্গ। ভাই, আমিই সে রোগী।

রঙ্গিনী। তুমিই আমাদের বনকে রঙ্গিনীময় ক'রেছ? তোমার রঙ্গিনী কেমন দে'খ্‌তে?

অনঙ্গ। কেমন ক'রে বোঝাব? তেমনটি যে দেখতে পাওয়া যায় না।

রঙ্গিনী। একবারে অদৃশ্য না কি?

অনঙ্গ। তা নিতান্ত মিথ্যাও নয়, সে যে আলোকরূপিণী, আলোতে মিশে থাকে।

রঙ্গিনী। তবে অন্ধকারেই তার প্রকাশ, তোমার পক্ষে সুবিধা বটে। আচ্ছা সে কত বড়?

অনঙ্গ। এই—আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে।

রঙ্গিনী। প্রেমজ্বরের যে সকল লক্ষণ জানি, তোমার ত তার একটিও নাই।

অনঙ্গ। এ জ্বরের কি কি লক্ষণ?

রঙ্গিনী। এ জ্বরে মুখ সদাই বিরস থাকে, তোমার তা নয়; চোক সদাই ছল ছল করে, তোমার তা নয়; এ জ্বরে কেশ আলুথালু হয়, বেশ আলুথালু হয়, তোমার কেশ বেশ সকলি পরিপাটী; আপনার প্রতি যার এত যত্ন সে যে অপরকে আন্তরিক ভাল বাসে তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার দেহটি বোধ হয় বয়সদোষে কিছু রসস্থ হ'য়েছে, শুনেছি মকরধ্বজসেবনে এ

ব্যারাম সারে ; আহা, এ বনে এমন কেউ নাই যে তোমায় আরাম ক'রে দেয় !

অনঙ্গ। ভাই, মনোমত বৈদ্য অভাবেই আমি গেলাম।

রঙ্গিনী। আমি বলি, রসটুকু যদি আপনা আপনি পরিপাক হয়, খুব মঙ্গলই হয়। বৈদ্যের হাতে গেলে যার পর নাই কষ্ট ; রোগের অপেক্ষা ঔষধের ক্লেশ যে বেশী। তা তুমি যদি একান্তই আরাম হ'তে চাও, আমি একটা মুষ্টিযোগ জানি।

অনঙ্গ। কেউ আরাম হ'য়েছে ?

রঙ্গিনী। কত লোক ;—এই সে দিন এক জন আরাম হ'য়ে গেল। তার প্রিয়তমার নাম মনোরমা ; তাকে ব'ল্লেম, তুমি দিন কতকের জন্য মনোরমাকে ছাড়, নিত্য নিত্য আমার বাড়ী এস, আমাকেই মনোরমা মনে ক'র, আমায় মনোরমা ব'লেই ডে'ক, আর সেই ভাবেই আমার সঙ্গে আলাপ ক'ত্তে থাক। সে তাই করে। তখন আমি মুষ্টিযোগ আরম্ভ ক'ল্লেম।

অনঙ্গ। কি ক'ল্লে ?

রঙ্গিনী। তাকে যখন বিমর্ষ দেখি, আমি হো হো ক'রে হাসি, যখন তাকে প্রফুল্ল দেখি, কেঁদে সারা হই ; যখন সে রসিকতা আরম্ভ করে, আমি প্রাণপণে গালাগালি দি ; তাকে একবার না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না, দেখ্‌লে কিন্তু লাঞ্ছনার সীমা রাখি না। ক্রমে তার মনে মনোরমার নাম গন্ধ রহিল না ; সমস্ত সংসারের উপর আবার এমনি তার বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেল, যে সে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে কাশীবাস ক'রেছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমাকেও আরাম ক'ত্তে পারি,—যেখানে রঙ্গিনীর নাম হবে, সে পথে তুমি যাবে না।

অনঙ্গ। ভাই, আমার আরামে কাজ নাই।

রঙ্গিনী। আমি ত টাঁকা চাই না, হাতযশের জন্য চিকিৎসা করি। তা আমায় রঙ্গিনী ব'ল্‌তে তোমার ক্ষতি কি ?

অনঙ্গ। তাতে ক্ষতি কি ? সে ত সুখের কথা।

রঙ্গিনী। আমার বাড়ী কিন্তু নিত্য নিত্য যেতে হবে।

অনঙ্গ। তাও যাব, পরম আনন্দের সহিত যাব।

রঙ্গিনী। তবে আজ আমার সঙ্গে চল, আমার কুটীর দে'খে আস্‌বে, আমিও একদিন গিয়ে তোমার আশ্রম দেখে আস্‌ব। এস।

অনঙ্গ। আচ্ছা ভাই, চল।

রঙ্গিনী। 'ভাই' কি ? 'রঙ্গিনী' বল। এস ব'ন্‌, ঘরে যাবে ?

সরলা। চল।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

তরুতলে সন্তোষ শয়ান।

রঙ্গিনীর প্রবেশ।

রঙ্গিনী। নিত্য নিত্য দেখি আমি যতনে তোমায়
কি চিন্তায় অহরহঃ রহ নিমগন ?
থাক কেন অধোমুখে চলিতে বসিতে ?
সহসা তাপস কেহ সমুখে পড়িলে
বঙ্কিম পথেতে কেন কর বা গমন ?

কি লেখা পেয়েছ বল হৃদয়ের পত্রে
পড় তাই অনুক্ষণ একতানমনে ?
বিরল পাইলে তব নয়নযুগলে
বৃন্তহীনকুন্দনিভ অশ্রুবিন্দুচয়
বিকসিত হয় কেন রাশি রাশি করি' ?

সন্তোষ। না কিছু নয়। (উপবেশন)

রঙ্গিনী। কিছু নয় ?
কেন তবে তরুমূলে মাথাটি থুইয়া
একাকী শুইয়া রোদন করিতেছিলে ?
এই দেখ অশ্রুধারা মূল-উপাধান
ধৌত করি' পড়িয়াছে ভূমির উপরে।

সন্তোষ। শুনিবে প্রবন্ধ মম ? পীন অশ্রুদাম
তাহার অক্ষর পংক্তি, ছেদ দীর্ঘশ্বাস।
কিশোরী তাপসবালা আছে তপোবনে
তেমন রূপের রাশি কভু দেখ নাই ;
প্রথম প্রথম সেই রূপ নেহারিলে
কি যেন পড়িত মম মানসভূমিতে
নবোদিত-দিবাকর-কিরণের মত।
দাঁড়ায়ে সরসীকূলে ছায়াতরুতলে
বিজনে বিজনে তার লাবণ্যলহরী
দুনয়নে কতবার পান করিয়াছি !
চেতনা হইল শেষে করিতেছিলাম
সুধাপান—সুরাপান—বিষপান আমি !
প্রদীপের শেষহাসি, মুমূর্ষুর জ্ঞান,

মেঘদিনে তপনের সায়াহ্ন-আতপ,
থাকে কতক্ষণ? তেমনি চেতনা মম
মুহূর্ত্তে স্ফুরিল আর মুহূর্ত্তে ঘুচিল!
অথবা ফুল্লরাময় হইল চেতনা,—
মদনের অতিপ্রিয় প্রিয়ার মূরতি
আরভি' চরণনখে অলক অবধি
যথা তথা দেখি আমি মুদিতনয়নে
নীরবে তাহার সঙ্গে কত কথা কই!

রঙ্গিনী। অদূরে বিরাজ করে নীর নিরমল
শীতল করিতে তব তৃষিত রসনা,
চিত্রাঙ্কিত সরোবরে তবু অবিরল
করিতেছ কেন তুমি অঞ্জলিরচনা?

সন্তোষ। হা! কি করি আমি!

রঙ্গিনী। বলিলে সে ললনার বসতি এ বনে
যাও তুমি তার কাছে ত্বরিতচরণে,
দেখাওগে হৃদয়ের দাবহুতাশন
অবশ্য করিবে বালা করুণাসেচন।

সন্তোষ। হায়!
গরলসমান ভাবে আমায় সে ধনী,
দুঃখের কীর্ত্তন আমি কখনো করিলে
কত সে বিদ্রূপ করে অনলবচনে;
সুন্দর সিন্দুরে মাজা অধরযুগলে
নাহি কঠিনতালেশ আর কোনো রূপে,
সময়ে সময়ে শুধু আমারি উপরে

বাক্য বরিষণ করে উপলকঠিন।
হিয়ার জ্বালায় গিয়া প্রিয়ার নিকটে
ধরিনু চরণে তার বহুত বিনয়ে ;
করুণা করিবে ধনী বড় আশা ছিল,
নয়ন তুলিনু ধীরে, কিন্তু কি দেখিনু ?
ললাটে কপোলতলে অপাঙ্গে চিবুকে
মন্দস্মিত প'ড়েছে ছড়ায়ে ?—
যেমতি কুমুদবনে জ্যোৎস্না অভিনব ?
না তা নয়,—বলবান্ কোপের হিল্লোলে
কাঁপিছে অধরদল !
কেন বিধি বধিল না তখনি আমায় ?
সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার।

নেপথ্যে। আয় রে হরিণ ! এখনো বালক তুই,
এত চতুরতা বল্ শিখিলি কোথায় ?

সন্তোষ। অই ফুল্লরার কণ্ঠ ! আসিবে এখনি।

(রঙ্গিনীর বৃক্ষপশ্চাতে গমন ; ফুল্লরার প্রবেশ)

এস, প্রিয়তমে, এস, ব'স একবার,
ভক্তিযোগে ধরি তব চরণে আবার,
দহিব এ হুতাশনে আর কতদিন ?

ফুল্লরা। দহিবে, দেহটি তব যাবত রহিবে।

সন্তোষ। প্রিয়তমে, কবে তুমি আমার হইবে ?
মম দরশনে কবে মৃদুল হাসিবে ?
ইহজন্মে জন্মান্তর কবে সে লভিব !
হও মম, কান্তে ! সখি ! প্রেয়সি ! জান কি

কত ক্ষত এ হৃদয় তব আঁখিশরে?
তুমি না ঔষধ দিলে ধর্ম্ম কি থাকিবে?
রমণী হইয়া, প্রিয়ে, তাপসে বধিবে?
নীরবে রহিলে কেন, অমৃতবচনি?
না হয় ভর্ৎসনা কর, বল কুবচন,
তাহাও আমার পক্ষে মহামূল্য ধন!

ফুল্লরা। অবাক্ হয়েছি আমি, নয়ন আমার
কেমনে হৃদয় তব করিল বিক্ষত?
সুকোমল সে নয়ন অতি হীনবল
আপনারে বাঁচাইতে সদাই বিব্রত;
রেণুটি বাতাসে উড়ি' সমুখে আইলে
সচকিতে অমনি যে লুকাইতে চায়,
সে ভীরু কেমনে তব হৃদয়ে করিল
বিষম আঘাত হেন? হায়, এ কি দায়!

সন্তোষ। সমুজ্জ্বল সুকোমল সুনীল গগনে
অশনিসৃজন, সখি, যে জন করিল,
সমতুল মনোরম মানবনয়নে
কঠোর কটাক্ষ, সখি, সেজন সৃজিল;
হৃদয়ের মূলে তাহা যেদিন পড়িবে
চঞ্চলনয়নি! তুমি সেদিন দেখিবে,
অচল সদৃশ তব যদিও হৃদয়,
ভিত্তি তার শিথিলিত হয় কি না হয়।

ফুল্লরা। করিলাম নিমন্ত্রণ, এ অবলাজনে
উপহাস যত জান করিও তখন,

যতদিন সে সময় উদিত না হয়
ফুল্লরার সমুখে না কর আগমন,
চাহি না করিতে তব মুখ-দরশন।

রঙ্গিনী। (সমীপে আসিয়া)
বৃথাই বহিছ তুমি অবলামূরতি
অন্তর তোমার যদি কঠিন অমন,
অবলাসুলভ দয়া না হয় ত্যজিলে
অবলাসুলভ কেন চাতুরী ত্যজিবে ?
যে পণে অনেক লাভ কেন তাহা ছাড় ?
ঘরে বসি' পাও যদি এ পরশমণি,
চিরস্থায়ী, প্রেমোজ্জ্বল, নয়নরঞ্জন,
বহুত করিলে লাভ রূপবিনিময়ে।
পুরুষের রূপ গুণ পরীক্ষা করিতে
কামিনী যেমন পারে কে পারে তেমন ?
ছি ছি, তুমি এ রতন চিনিতে অক্ষম !
একবার দেখ তুমি তুলিয়া বদন
এ মাধুর্য্য, এ পীরিতি নহে সাধারণ,
হেলায় ত্যজিলে তুমি এ রত্ন অতুল
সমতুল এ জীবনে আর কি মিলিবে ?
প্রেম অঙ্গীকার কর, ধর এ বচন,
সুখে রাখ, সুখে থাক, যাবত জীবন।
ফিরায়ে বদন খানি নীরবে রহিলে !
(সন্তোষকে)
ভাই !

রমণীর হৃদয়টি আমি যত জানি
জনমি' পুরুষকুলে কেবা তত জানে ?
জ্বলিলাম এতদিন তাহার জ্বলনে ;
আছে সীমা অবনীর, জলধির তল,
রমণীর রূপগর্ব্ব অসীম অতল।
ভাই,
ভাবিনীর অভাব কি এ ভবভবনে ?
সমাদরে কত জন তোমা হেন ধনে
রাখিবে মাথায় করি', ইহারি কারণ
হইতেছ কেন তুমি অধীর এমন ?

ফুল্লরা। (স্বগত)
ধরিয়া মানবতনু, তরুণ বসন্ত,
আইলে কি তপোবনে করিতে বিহার ?
বিলম্ব উচিত ছিল আরো কিছু দিন
এখনো জগতীতলে শীত-অধিকার।

রঙ্গিনী। ফুল্লরে !
আমায় দেখিছ কেন উৎফুল্ললোচনে ?
অই যে নিবিড় নীল কুটিল কুন্তল
স্তূপে স্তূপে বিলম্বিত নিতম্বমণ্ডলে,
মেদিনীমণ্ডলতটে যেন কাদম্বিনী !
আলিঙ্গিত বাল-ইন্দু ললাট-ফলক ;
প্রভাত-নলিনদল-বিলোল নয়নে
কেলি-চপল মধুপ তারকা তরল,
কচি কচি গণ্ডস্থল নবনীতময়,

রসালপল্লবনিভ সুরস অধর,
বিলোকনে আমিও কি হইব বিহ্বল ?
আরাধিব ভক্তিযোগে ইহারি মতন ?
এ জনমে সে আশায় জলাঞ্জলি দাও !

ফুল্লরা। শতেক বরষ ধরি' কর তিরস্কার,
আনন্দে শুনিব হেন ভর্ৎসনা তোমার ;
না জানি ইহার মুখে বিনয়বচন
অঙ্গে মোর বাজে কেন কাঁটার মতন।

রঙ্গিনী কি ফল তোমার বল আমার বচনে ?
চরিতার্থ কর তুমি অনুরাগিজনে।
সন্তোষ, এখন যাই আমি। (প্রস্থান)

ফুল্লরা। (স্বগত)
দেখিলাম রূপ এত এই ত নূতন,
আসিয়াছ কত দিন তুমি এ কানন ?
তরুজালে তনু তব অই—অই—অই—
অই যে পড়িল ঢাকা, দেখা যায় কই ?
আলো করি' বনভাগ এতক্ষণ ছিলে,
নয়নের অন্তরাল কিহেতু হইলে ?
দেখিতে যাহার মুখ ছিনু এতক্ষণ,
সে জনে বঞ্চিত যদি হইল নয়ন
এ ভূমিতে লগ্ন আর কেন রে চরণ ?
(প্রকাশ্যে) আঃ
কোথা গেল নলিনাক্ষ ? এমন চঞ্চল !

(হরিণ-অন্বেষণে সন্তোষ নিষ্ক্রান্ত)

যেমতি মানসসরঃ নিশা-অবসানে
কেন হে ধরিলে রাগ কমলবদনে ?
বুঝিয়াছি, রসময়, ওটা তব ছল,
রাগিলে উহার মন রাখিতে কেবল,
প্রাণের সকল কথা শোনাব বিজনে,
পূরা'য়ো কামনা মম,—মিনতি চরণে।

(হরিণশিশু লইয়া সন্তোষের পুনঃ প্রবেশ)

এখনও কেন রে খেলিছ বনময়
আশ্রম যাইতে বুঝি হয়নি সময় ?
প্রত্যয় না হয় যদি ভগ্নীর বচনে
দেখ দেখ, চটুল রে, আপন নয়নে,
যেন বা বিজলীজলে সিন্দূর মাড়িয়ে
রঞ্জিত করিয়ে তায় পৃথুল শরীর
তরুচক্র-অন্তরালে পড়িছে গড়ায়ে
সরোজ-পরাণপতি অই যে মিহির !

সন্তোষ। উহার আভায় দীপ্ত উভয়বদন,
জানিছ না কত শোভা করেছ ধারণ !

ফুল্লরা। এখনি আঁধার হবে, নারিবি চলিতে,
বুকে করি' তত দূর তোমায় বহিতে
নারিব আজিকে আমি,—নব এক ভার
পড়িয়াছে, হরিণ রে, হৃদয়ে আমার !

(গমনোন্মুখী)

সন্তোষ। প্রিয়ে, চলিলে কি ?
তাপসের মুনিব্রত একমাত্র ধন ,

তাহাও যে ত্যাজিয়াছি তোমার কারণে,
আমায় তিয়াগ তুমি কেমনে করিবে ?

(চরণে পতিত)

ফুল্লরা। আঃ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রাজার আশ্রম।

রাজা ও পারিষদগণ। অদূরে রঙ্গিনী।

রাজা। এই মাত্র যার কথা কহিতেছিলাম
অই সে কুমার,—দেখ, কেমন সুন্দর!
না জানি ও কার বংশধর; ডাক দেখি।

১ম পারিষদ। ওহে বাপু—

২য় পারিষদ। ওহে হেথা এস।

(রঙ্গিনীর আগমন ও রাজাকে অভিবাদন)

১ম পারিষদ। কোন্ কুলে জনম তোমার,
কিবা নাম ধর?

রঙ্গিনী। জন্ম অতি উচ্চকুলে, জ্ঞান মম নাম।

রাজা। কোন্ উচ্চকুলে, শুনি?

রঙ্গিনী। আপনার জন্ম নহে উচ্চতর কুলে।

রাজা। হা! হা! বটে!

১ম পারিষদ। জান কি, ইনি কে?

রঙ্গিনী। না।

২য় পারিষদ। জন্ম এঁর মেদিনীর উচ্চতম কুলে।

রাজা। জলহীন মীনহীন নিদাঘের সরঃ,
রসহীন ছায়াহীন তাপময় মরু,
পল্লবকুসুমহীন শীতের পাদপ,
এই যে দেখিছ, বাপু, মহাপাতকীরে,
এ দশা ইহার কিন্তু নহে চিরদিন।

১ম পারিষদ। ইনিই ছিলেন রাজা।

রঙ্গিনী। আপনারি নাম করি' আমরা সকলে
দিতাম তটিনীকূলে উঞ্ছ-ষষ্ঠভাগ?
অবনীর-প্রিয়পতি সেই কি আপনি?

রাজা। সম্পদসাগরে আমি, যথা লক্ষ্মীপতি,
শয়ন করিয়া সুখে প্রতাপ-অহিতে
ঘুমাতাম, রাজলক্ষ্মী চরণ সেবিত।
এক্ষণে একটি আমি তপোবন-মৃগ।

রঙ্গিনী। এই যে এখন আমি বৃন্তহীন পাতা
উড়িয়া বেড়াই বনে বাতাসে বাতাসে
আমারি কি এই দশা ছিল চিরদিন?
ক্ষীরসাগরতে কভু মরাল যে ছিল,
সে কেন আকণ্ঠ মগ্ন এখন লবণে?
অদৃষ্টের কথা, রাজা, কে পারে বলিতে?

রাজা। এস তুমি নিত্য নিত্য এ রাজ-কুটীরে,
দেখিলে তোমার মুখ, শুনিলে ও ধ্বনি,

না জানি উচ্ছ্বাসে কেন হৃদয় আমার,
তোমার হাসির মত রঙ্গিনী হাসিত,
রঙ্গিনীরে সহোদর বিধি যদি দিত,
অনুমানি হইত সে তোমারি মতন।

রঙ্গিনী। রঙ্গিনী কে?

রাজা। যখন জীবন মম ছিল সুখময়,
সকল সুখের সার ছিল এক সুখ;
সুবর্ণকোকিলা তুল্য ছিল এক বালা,
বারমাস মধুময় বসন্তধ্বনিতে
শ্রবণে আমার সে যে কত কুহরিত!

রঙ্গিনী। এখন কোথায় তিনি?

রাজা। আছে বালা রাজনিকেতনে।

রঙ্গিনী। তাঁর জন্যে আপনার মন কেমন করে?

রাজা। যখন প্রতিমা খানি স্মরণে আইসে
অন্তরে হৃদয় যেন ছিন্ন হ'য়ে পড়ে।
পরিহরি' সিংহাসন প্রথম যে দিন
আসিলাম তপোবনে বন্ধুগণ সনে
পথশ্রমে শিথিলিত গ্রন্থি সমুদয়
পড়িলাম তরুতলে অবশশরীরে;
কত কথা একবারে হৃদয়ে উঠিল,
রাজগেহ, রাজশয্যা, রাজপরিবার,
মুহূর্ত্তে সকলি কিন্তু বিস্মৃত হইনু,
রঙ্গিনীর কণ্ঠধ্বনি পুর্ব্বের মতন
পাইল না একবারো শ্রবণ আমার

ইহাই হৃদয়ে মোর বড় ব্যথা দিল,
সমস্ত রজনী তাই দংশিতে লাগিল।

রঙ্গিনী। (স্বগত)
এত দুঃখ পেয়েছিলে? হায়, ধিক্ ধিক্!
(প্রকাশ্যে)
বিষাদিত কেন, দেব, তনয়ার তরে?
পুনরায় আপনার চরণবন্দনা
ললাটে থাকিলে তার অবশ্য ঘটিবে।
কেমন রাজত্বপদ, নগর কেমন?
সুদূর কাননে করি আমরা বসতি।

৩য় পারিষদ। সে সুখ-কাহিনী শুনিতে বাসনা তব?
রাজকুলে সভা করি' বসিতাম সবে,
দাঁড়াইয়া দুই পাশে গণিকানিকর
দোলাইত সযতনে রতনচামর
পুলকে নাচিত বায়ু বপুর উপরে,
বন্দিগণ স্তুতিপাঠে শ্রবণ তুষিত,
আকুল হইত পুরী ধূপের সৌরভে,
মানবের কোলাহলে, গীতবাদ্যরবে;
একে একে দিনগুলি পশিত পুরীতে
সর্ব্বাঙ্গে উৎসব ধরি' গমন করিত,
আমরা বড়ই সুখে ছিলাম তখন।

রঙ্গিনী। কেমনে বুঝিবে, আর্য্য, বনবাসী জন
রাজলক্ষ্মীলীলা? নরলোকে থাকি' নর
গোলোকসম্পদ কভু বুঝিতে কি পারে?

রাজা। তোমরা পরমসুখে আছ তপোবনে,
যুবতি-আমিষ-লোভে কাম এ আশ্রমে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ত্যজি' করে না ভ্রমণ,
এখানে আসে না ক্রোধ তরবারিকরে,
এখানে চাহে না লোভ মানবশোণিত,
সসৈন্যে বসুধাতলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
ভুবনবিজয়ী কলি এ পুণ্য আশ্রম
ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি দেখিতে পায় নাই।
এরূপ কোথায় সুখ সে রাজনগরে?
বিপুল বিভব সেই যদি মনে করি,
রহিয়াছে তাহাও ত এখানে বিপুল ;—
প্রকৃতির বৈতালিক বিহগের কুল,
সভাসদ মৃগযূথ অতি সহৃদয়,
আপনি লতিকাচয় পুষ্পদানদাসী,
বৃক্ষচয় পৌরবর্গ রাজ-অনুরাগী,
ষষ্ঠ অংশ কর দেয় মানবের জাতি,
বৃক্ষকুল ফল পাতা দেহ দান করে,
এ বিভব বর্ত্তমানে এ বিজনবনে
মনে কি করিতে আছে পূর্ব্বের বিভব?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

কর্পূরে গড়িয়া, চাঁদ ! তনুটি তোমার
তড়িতলেপন দিল বিধাতা নিঠুর ?
তাই তব পরশনে, চারুদরশন !
বিরহীর তনুমন শিহরে এমনি ?

(তৃণভূমিতে শয়ন ও চন্দ্রদর্শন)

চাঁদমুখদরশনে বিবশা তটিনী
অবলাসুলভ তার তরল হৃদয়
কতই চঞ্চল করে, স্ফীত করে কত !
সমস্ত জীবন তার হয় আকুলিত !
আহা, কিন্তু কুলবতী কি করে উপায়,
অঙ্গের আবেগ তার অঙ্গেই মিশায় !
ফুল্লরার দশা এবে তেমনি হইল !
নিত্য নিত্য দেখি, নাথ, তোমায় কাননে
প্রেমের তরঙ্গবলে করি টলমল
ফুটিতে প্রাণের কথা না হয় শকতি !

(নীরবে উপবেশন)

সরলা সরমশীলা কুলবতী বালা
কেমনে দেখাবে হায় হৃদয়ের জ্বালা !

এ সঙ্কটে কোথা আমি করিব গমন,
কেবা আছে সহৃদয় কে দিবে শরণ ?

(ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত)

অই যে প্রাণের সখী রম্ভা রসবতী
বিষম সঙ্কট মম করি' দরশন
মারুতহিল্লোলে মাথা নাড়ি' ধীরে ধীরে
প্রেমলিপি লিখিতে করিছে আমন্ত্রণ।

(পত্র লইয়া লিপি লিখনানন্তর কদলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া)

আতপে প্রদান কর ছায়া সুশীতল,
সঙ্কটে, মঙ্গলময়ি, করিলে মোচন,
নিত্য নিত্য তটিনীর সুশীতল জল
তোমার চরণে আমি করিব সেচন।

(অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিয়া)

কেমনে পাঠাই লিপি ? নূতন বিপদ !

(অদূরে সন্তোষের প্রবেশ)

এই যে আগত মম দূত বশম্বদ।
যাহা চাই তখনি তাহার সঙ্ঘটন,
ইষ্টলাভ হইবার এ বটে লক্ষণ।

সন্তোষ। (সম্মুখীন হইয়া)
প্রিয়ে !

ফুল্লরা। আমার নিকটে কেন আবার আইলে ?
পেয়েছ নূতন বন্ধু রসিক সুজন,
যাও তুমি তার কাছে, তাহার সাহায্যে
অনেক মিলিবে তব রমণীরতন।

সন্তোষ। প্রিয়ে, ক্ষমা কর।

ফুল্লরা। আমায় কেমনে বল মার্জ্জনা করিতে ?
মনে আছে করিয়াছে তিরস্কার যত ?
কেবা বল সে আমার, আমি কেবা তার ?
কি জন্য সহিব তার কুবচন তত ?
লাজশীলা বনবালা পুরুষ নূতন,
সমুখে উত্তর তাই দিতে পারি নাই,
খুলিয়া প্রাণের রাগ লিখিয়াছি লিপি,
দিও তারে ; সত্বরে উত্তর যেন পাই।

সন্তোষ। প্রিয়তমে, তুমি যদি কর অনুমতি,
হেলায় যাইতে পারি শমনবসতি।

ফুল্লরা। বালাই !
যেখানে, সন্তোষ, তুমি করিবে গমন
বিরাজে মঙ্গল যেন সেথা সর্ব্বক্ষণ।

(এক দিকে ফুল্লরার, অন্য দিকে সন্তোষের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

রঙ্গিনী, সরলা। পরে সন্তোষের প্রবেশ।

সন্তোষ। আমার ফুল্লরা তোমায় এই পত্রখানি দিয়াছে।

রঙ্গিনী। (পত্র পাঠান্তে) যার কুলশীল সকলি অজ্ঞাত ; যার

সঙ্গে একদিন একবার মাত্র দেখা, তাকে এই পত্র! এ যার কর্ম্ম তার কেমন চরিত্র ?

সন্তোষ। ভাই, আমার এ যজ্ঞপবীত যেমন পবিত্র আমার ফুল্লরা তেমনি পবিত্র; তবে আমার মুনিব্রত যেমন কঠিন আমার ফুল্লরাও তেমনি কঠিন,—উভয়েই অতি যত্নে আরাধনার সামগ্রী।

রঙ্গিনী। কিন্তু পত্রখানি ত তেমন নয়।

সন্তোষ। দেখ, ফুল্লরা আজন্ম আদরের সামগ্রী, তিরস্কার কারে বলে কখনও জানে নাই, কেবল তুমি সে দিন তিরস্কার করেছ, যদি কটূত্তর দিয়ে থাকে কিছু মনে ক'র না।

রঙ্গিনী। কি লিখেছে জান ?

সন্তোষ। আমায় ত শোনায় নাই।

রঙ্গিনী। শোন তবে,

(পাঠ) যতেক বলিলে পরুষ বচন—

সেই তিরস্কারের কথা, তা তত অহঙ্কার দেখে কে নীরবে থা'কৃবে বল।

(পাঠ) যতেক বলিলে পরুষ বচন
লাগিল আমায় অমিয়ময়,
না জানি তোমার প্রেম-আলাপনে
কামিনীর মনে কি সুখ হয়!

সন্তোষ। হায়!

রঙ্গিনী। (পাঠ) মানব নহ ত অমর হইবে,
অমর মহিমা করি' গোপন
এ ছার ললনা-পরাণ সহিতে
বলনা কি হেতু করিছ রণ?

রমণীর ধন জীবন যৌবন
সঁপিল তোমার চরণে বালা ;
না কর করুণা, না লহ অর্চ্চনা
মরিবে অবলা, জুড়াবে জ্বালা।

(সন্তোষ ভূতলে উপবিষ্ট)

সরলা। আহা তাপস !

রঙ্গিনী। ওকে ধিক্ !

সন্তোষ। হা বিধাতঃ, এ নিরপরাধ তপস্বীর ভাগ্যে এত দুর্গতি লিখেছিলে !

রঙ্গিনী। কি আশ্চর্য্য ! তোমা ভিন্ন আর দূত পায় নাই ! যেমন নিষ্ঠুর তেমনি শঠ ! এমন স্ত্রীলোক ত কোথাও দেখি নাই।

সন্তোষ। হা জীবিতেশ্বরি !
তব নিন্দা শুনিতে হইল !
এমন অভাগ্য আমি !

রঙ্গিনী। এখনো ব্যাকুল এত তুমি তার তরে ?
তপস্বী হইয়া কেন নিস্তেজ এমন ?
কি জানি সে বামা কোন মন্ত্রবলে
বশ করিল ভুজঙ্গে ;
থাকে যদি মঙ্গলকামনা,
ত্যজ তারে।

সন্তোষ। আমি তারে ত্যাগ করি বা না করি,
সে ত তোমারি এখন।

রঙ্গিনী। ভয় কি তোমার ?

এ জনমে করিব না দারপরিগ্রহ,—
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।

সন্তোষ। কোথা সে পুরুষ,
যে পারে হইতে পার
এ প্রতিজ্ঞা-পারাবার ?

রঙ্গিনী। সত্য কহিনু তোমারে,
নারীর পীরিতি আমি তৃণজ্ঞান করি।

সন্তোষ। কিশোরবয়সে, ভাই, বড় সাধ ছিল,
যাবত জীবন
করিব বিদ্যার উপাসনা,
দেখিব না সকামনয়নে
কামিনীর কমলবদন ;
দেখ মোর কি দশা এখন,—
কোথা রত্নাকর, কোথা দ্বৈপায়ন,
কোথা বেদ, বেদাঙ্গ কোথায় !
জর জর আমি অবলা-নয়নশরে,
বিলুণ্ঠিত আমি অবলা-চরণতলে !

রঙ্গিনী। মানবী রহুক দূরে,
বিদ্যাধরী অপ্সরী অমরী
চরণে ধরিয়া করে যদিও বিনয়,
আমার হৃদয় তবু টলিবার নয়।

সন্তোষ। হায় !
কিশোরবয়স-উষাকালে
হৃদয়তরুর দলে দলে

বাসনা-শিশিরকণা দোলে,
কে দেখিতে পায় ?
যৌবন-অরুণাতপ লাগে যবে তায়,
পুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ
বাসনা হৃদয়ময় করে ঝলমল,
নয়ন চকিত হয়,
সর্ব্বাঙ্গ চমকে !
ভাই,
না জানিলে যৌবন কেমন,
না বুঝিলে হৃদয়ের ভাব,
আমার মতন তুমি করিলে মনন ;
দুর্গতি আমার মত পাছে তব হয়,
এই বড় ভয়।

রঙ্গিনী। আমি ভাল জানি,
এই ভগিনীটি জানে,
কত উচ্চ আমার হৃদয়,
এ মোর প্রতিজ্ঞা কভু টলিবার নয়।

সন্তোষ। ভাই, পত্রের উত্তর দিবে ?

রঙ্গিনী। কি উত্তর তারে দিব ?

সন্তোষ। যাই তবে আমি ?

রঙ্গিনী। এস।

(সন্তোষের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। ভাল আছ, প্রাণেশ্বরি?—

রঙ্গিনী। অনঙ্গ যে! এত বিলম্ব কেন, বল ত? এতক্ষণ কোথা ছিলে?

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বেশী ত বিলম্ব হয় নাই।

রঙ্গিনী। ধূর্ত্ত! ফের যদি আমায় এমন বঞ্চনা কর, আমার কাছে আর এস না।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বিলম্ব যদি এক দণ্ড হ'য়ে থাকে,—এক দণ্ডের জন্য এই গুরুতর দণ্ড! চন্দ্রাননে! উচিত বিচার কর।

রঙ্গিনী। এক দণ্ড বিলম্ব! বড় কম! কামিনীকে আশা দিয়ে যে এক পল, এক অনুপল বিলম্ব করে, তার প্রেম মৌখিক, কখনই আন্তরিক নয়।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, এবার ক্ষমা কর।

রঙ্গিনী। নির্লজ্জ! যদি এমন বিলম্ব কর, আমার সম্মুখে আর এস না, আমি অমন পুরুষের মুখ দেখ্‌তে চাই না; অমন পুরুষ অপেক্ষা বরঞ্চ পেঁচাকে বরণ করা ভাল, তাতে সুখ আছে।

অনঙ্গ। এত প্রাণী থাক্‌তে পেঁচার উপর এ অনুগ্রহ কেন?

রঙ্গিনী। তার কত গুণ! একটি তার মহৎ গুণ দেখ, রেতে সে কখনো ঘরে থাকে না।

অনঙ্গ। গৃহিণীর পক্ষে সেটা কি সুখ?

রঙ্গিনী সুখ নয়! রেতে শূন্য ঘর পেলে গৃহিণীর কত সুখ! কেমন নিশ্চিন্তভাবে ইচ্ছামত রাত্রিযাপন হয়।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনীর মন কিন্তু এমন নয়।

রঙ্গিনী। আমারও যা মন তোমার রঙ্গিনীরও তাই মন, পৃথক নয়।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যে সতী সাধ্বী, সাধ্বী কখনও স্বেচ্ছাচারিণী নয়।

রঙ্গিনী। কেন আমিই ত তোমার রঙ্গিনী।

সরলা। ওগো, উনি তোমায় রঙ্গিনী বলেন তাই, ওঁর আর একটি রঙ্গিনী আছে, সে তোমার চেয়ে কত সুন্দরী!

রঙ্গিনী। আচ্ছা, অনঙ্গ, আমি যদি সত্যই তোমার স্ত্রী হ'তেম, তুমি আমায় কি বল্‌তে?

অনঙ্গ। আগে ত চাঁদমুখে চুম্বন—

রঙ্গিনী। আমার পরামর্শ তা নয়; আগে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করাই ভাল; ক্রমে কথা যখন আর না জোটে, তখন বরঞ্চ অন্য চেষ্টা।

অনঙ্গ। আর চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়?

রঙ্গিনী। তখন স্তবস্তুতি আরম্ভ,—ঐ আবার কত নূতন কথা পেলে।

অনঙ্গ। তা স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপের সময় কার আবার কথা শেষ হয়?

রঙ্গিনী। তোমারই হ'ত, যদি আমি তোমার স্ত্রী হ'তেম; যে নির্জ্জনে তৎপর স্বামীর মুখ বন্ধ না করে, তার মত বোকা মেয়ে কি জগতে আছে? সে যা হ'ক, এখন ত আমি তোমার রঙ্গিনী, আমি যে তোমায় চাই না।

অনঙ্গ। তবে তোমার সাক্ষাতে আমি মরি।

রঙ্গিনী। তোমার কি আর কর্ম্ম নাই?

অনঙ্গ। আমার প্রাণ যদি আমায় না চায়, মরণ ভিন্ন আমার গতি কই?

রঙ্গিনী। পুরুষের কেবল ঐ কথা! দেখ, অনঙ্গ, তিন যুগ চ'লে গেছে, কলিরও অনেকটা গেল, কত লোক জন্মিল, কত ম'ল, কিন্তু স্ত্রীর জন্য কে কোথায় প্রাণ দিয়াছে? রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এক দিনের জন্য তাঁর মাথাটি ধরে নাই; তিনিই চারিযুগের নায়কের শিরোমণি। প্রেমের দায়ে পুরুষ যে প্রাণ দিয়াছে, তা ত কেহ কখনও শোনে নাই, ওটা কেবল কথার কথা।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যেন এমন না ভাবে; সে যদি কোপ-দৃষ্টিতে একটিবার আমার পানে চায়, আমি নিশ্চয় ম'রে যাই।

রঙ্গিনী। তার কোপদৃষ্টিতে মাছিটিও মরে না। দেখ, অনঙ্গ, এখন আমার মনটি বেশ আছে, এমন সুযোগ তুমি ছেড় না, এ সময় যা চাবে তাই দিব।

অনঙ্গ। তবে তোমার ভালবাসাটি চাই।

রঙ্গিনী। তা শয়নে স্বপনে তোমায় ভাল বাসি, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমায় ভাল বাস্‌তে পাই।

অনঙ্গ। তবে আমায় তুমি চাও?

রঙ্গিনী। অমন কুড়িটি পেলে নি।

অনঙ্গ। কি ব'ল্লে?

রঙ্গিনী। কেন, অমন উত্তম সামগ্রী বেশী বেশী কে না চায়? আয়, ব'ন, তুই পুরোহিত হ'য়ে আমাদের হাতে হাতে সঁপে দে, আমার ত আর বিলম্ব সয় না।

সরলা। আমি মন্ত্র জানি না।

রঙ্গিনী। বল, 'এনাং কন্যাং—'

সরলা। আচ্ছা, আচ্ছা, এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

রঙ্গিনী। ওমা, পুরোহিতটি ত মন্দ নয় গা!

সরলা। তুমি বল 'প্রতিগৃহ্নামি'।

অনঙ্গ। প্রতিগৃহ্নামি।

রঙ্গিনী। কি! এখনই না কি?

অনঙ্গ। তা শুভকর্ম্মের বিলম্ব কি?

রঙ্গিনী। আচ্ছা, অনঙ্গ, মনে কর সত্যই তুমি রঙ্গিনীকে পেলে, অনুরাগটুকু কদিন থাক্‌বে বল দেখি?

অনঙ্গ। যাবজ্জীবন।

রঙ্গিনী। যাবজ্জীবন! না না, অনঙ্গ, পুরুষের প্রেম যেন শেফালিকার ফুল, যত ক্ষণ রাত্রি তত ক্ষণ, প্রভাতে মাটির উপর গড়াগড়ি যায়। রমণীকেও ভাল বলি না, প্রথমদর্শনের সময় শ্রীমতী যেন বসন্তরূপিণী, কিন্তু দুদিন পরেই আকাশে মেঘ ওঠে, তার তর্জ্জন গর্জ্জনে স্বামীর প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়। আমায় তুমি ঘরে নিয়ে চল, দেখ্‌বে তোমার কি দশা হয়। কথার উত্তর ত কখনই পাবে না, সদাই দেখ্‌বে আমার মুখখানি ভার ভার, কোনও কারণ নাই তবু কেঁদে কেঁদে তোমার ঘর দুয়ার ভাসিয়ে দিব; সারা রাত আমার মানভঞ্জন ক'রে তোমার শিরঃপীড়া জন্মাবে, যদি কখনো প্রত্যূষে তোমার ঘুম আসে আমি অমনি পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে ব'স্‌ব, চীৎকার ক'রে কেঁদে পাড়া গোল ক'র্‌ব।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী কিন্তু এমন কাজ ক'র্‌বে না।

রঙ্গিনী। আমারও যে কাজ, তোমার রঙ্গিনীরও সেই কাজ।

অনঙ্গ। সে যে বুদ্ধিমতী।

রঙ্গিনী। বুদ্ধিমতী না হ'লে এমন ক'র্‌বে কেন? জান না কি, যার স্ত্রী যত বুদ্ধিমতী তার তত দুর্গতি? বুদ্ধিমতীকে ঘরে রুদ্ধ কর, মাছিটির পর্য্যন্ত যাতায়াতের পথ বন্ধ কর, বুদ্ধিমতী স্বচ্ছন্দে বাহির হ'য়ে আপন কার্য্যসাধন ক'র্‌বে; ওগো ওরা কাজের সময় যেন কর্পূর হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে উপে যায়। একটা উপকথা ব'ল্‌ব, শুন্‌বে?

অনঙ্গ। বল না, শুনি।

রঙ্গিনী। এক আছেন রাজা—

অনঙ্গ। তাঁর আছেন দুই রাণী।

রঙ্গিনী। না না, অমন নয়।

অনঙ্গ। তবে কেমন?

রঙ্গিনী। তাঁর আছে এক কন্যা। রাজা তাকে সাপের মাথার মাণিকের মত সাবধানে রাখেন। ক্রমে রাজকন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হ'ল, তখন সে রাজার চোকে ধূলা দিয়ে মনের মতন একটি যুবা পুরুষের সঙ্গে দেশান্তরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না ক'ত্তে লাগ্‌ল। কেমন বুদ্ধি বল দেখি?

অনঙ্গ। অমন বুদ্ধির পায়ে দূর হতে নমস্কার।

রঙ্গিনী। রাজকন্যার আশ্চর্য্য বুদ্ধির আর একটু পরিচয় দি, শোন,—তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রইল।

অনঙ্গ। পৃথক্ পৃথক্ বাস ক'রে থাক্‌বে, এমন গল্প ত অনেক শোনা যায়।

রঙ্গিনী। না, তাদের একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, সকলি একত্রে।

অনঙ্গ। তবে সে বড় আশ্চর্য্য সতীত্ব।

রঙ্গিনী। সত্য, সে রাজকন্যার সতীত্ব অক্ষয়।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, অনুমতি কর আমি যাই।

রঙ্গিন। ধিক্ ধিক্, নাথ তুমি এখনি যাইবে?
ব’স, নাথ, একবার দেখি ও বদন,
আগেই ত জানিতাম পুরুষ নিঠুর,
আগেই ত বলেছিল এ কথা সকলে,
কেন তবে হৃদয়টি পুরুষে সঁপিনু?
আমিই অবোধ অতি তাই এত জ্বালা;
এখনি যাইবে যদি কি হেতু আইলে?
এস রে, মরণ, তুমি নাথ যদি যায়,
যখন আসিবে কান্ত আসিও জীবন।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, মহারাজের মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রায় উপস্থিত; তখন তাঁর কাছে আমায় উপস্থিত থাক্‌তে হবে, আমি এখন যাই, অপরাহ্নের পূর্ব্বেই আবার আস্‌ব।

রঙ্গিনী। বেদপূত তপোবন তপস্যানিলয়,
সাধুশীলা সত্যপ্রিয়া বনদেবীগণ,
কাননকুরঙ্গবৃন্দ কপটতাহীন,
অমলসলিলা যত বনতরঙ্গিনী,
ফলপূর্ণ তরুগণ তাপনিবারণ,
চিরন্তন পূতমূর্ত্তি তুমি দিবাকর,
সাক্ষী সবে নাথ মোর আসিবে সত্বর।

অনঙ্গ। যাই এখন?

রঙ্গিনী। না—না, কান্ত, বিশ্বাস কি কঠিন পুরুষে?
পরশি' আমার মাথা দিব্য করি' যাও।

অনঙ্গ। সত্যই আমি আস্‌ব।

(প্রস্থান)

সরলা। কি উপকথাই ব'ল্লে আর কি! আবার নারী হ'য়ে নারীজাতির এত নিন্দা! এক টান্ দিয়ে ধুতিখানা খুলে দিলেই ভাল হ'ত, বিদ্যে বুদ্ধি প্রকাশ হ'য়ে যেত।

রঙ্গিনী। সরলা লো সরলা! বিদ্যে কি চিরকাল চাপা থাকে ভাই?

সরলা। তুমি কি হ'লে!

রঙ্গিনী। সাধের ব'নটি আমার! সাধে কি এমন হয়েছি, সেই পোড়া যে আমায় এমন করেছে।

সরলা। পোড়া আবার কে?

রঙ্গিনী। যে হরকোপানলে পুড়েছিল। ভাই, অনঙ্গ কখন আস্‌বে বলেছে?

সরলা। তার কথাগুলি ত আমি মুখস্থ ক'রে রাখি নাই।

রঙ্গিনী। চ', ভাই, একটা গাছের ছায়ায় বসি গে, যতক্ষণ সে না আসে, ব'সে ব'সে কাঁদি গে।

সরলা। চল, আমিও ঘুমুই গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

রঙ্গিনী, সরলা। অদূরে ফুল্লরার প্রবেশ,

পশ্চাতে পশ্চাতে সন্তোষ।

ফুল্লরা। আমি একে মরি আপনার জ্বলনে, তুমি কেন আবার আমায় এত জ্বালাতন কর বল দেখি? তুমি বল আমায় ভাল বাস, বল দেখি যে যাকে ভাল বাসে সে কি তাকে এতই জ্বালাতন করে? ভালবাসা যে কি দায় তা আমি এত দিনে বুঝেছি, আমি ত আর তোমায় ঘৃণা করি না, তবু কেন তুমি সন্তুষ্ট নও? তুমি আর কি চাও?

সন্তোষ। ফুল্লরে! আমি তোমাকেই চাই।

ফুল্লরা। যা হবার নয়, সে কথায় কাজ কি?

সন্তোষ। প্রিয়ে, আমায় যেমন ঘৃণা করিতে, আবার না হয় তাই কর, সেও আমার স্বর্গসুখ। কিন্তু তুমি যে ব'লেছিলে এ জীবনে পুরুষকে ভাল বাস্‌বে না, সে কথাটি কেন মিথ্যা করেছ?

ফুল্লরা। আমার কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। (রঙ্গিনীকে দেখিয়া) এই যে! কোথায় তুমি এমন ব্যবহার শিখেছিলে, বল ত? কে তোমার শিক্ষাগুরু? তার একবার দেখা পাই না?

রঙ্গিনী। হে চণ্ডি! চেয়ে দেখ, আমি শুম্ভও নই, নিশুম্ভও নই; তোমায় গৃহিণী ক'ত্তেও চাই না; তুমি এ সংহারমূর্ত্তি সম্বরণ কর।

ফুল্লরা। নারীজন্ম হয়েই ত আমার এত জ্বালা; নারীজাতির মুখে ছাই পড়ুক।

রঙ্গিনী। নারীজাতির মুখে ক্ষীরসরনবনী পড়ুক।

ফুল্লরা। নাও, বিদ্রূপ রাখ, তোমার ও রঙ্গ আমায় ভাল লাগে না।

রঙ্গিনী। কেন? কি অপরাধ হয়েছে?

ফুল্লরা। কিছু জান না আর কি? আমার পত্রখানি কি ব'লে সন্তোষকে দেখালে?

রঙ্গিনী। কেন, তোমায় রাগিয়ে দিতে।

ফুল্লরা। বড় কাপুরুষের কাজ করেছ।

রঙ্গিনী। কি! আমি কাপুরুষ! যা মুখে আসে তাই বল যে! তা স্ত্রীলোকের কথায় পুরুষের রাগ করা উচিত নয়। কিন্তু আমায় বনে পেয়ে তুমি শূর্পনখার মত কেন ধরেছ বল দেখি?

ফুল্লরা। তুমিও ত আমার নাক কান কাট্‌চ।

রঙ্গিনী। এখনি হয়েছে কি? আমায় যদি না ছাড়, তোমার লাঞ্ছনার অবধি থাক্‌বে না।

ফুল্লরা। তুমি আমার যত লাঞ্ছনাই কর, আমি তোমারই; তোমায় যদি না পাই, এ জীবন রাখ্‌ব না।

রঙ্গিনী। তুমি কি পাগল হ'লে?

ফুল্লরা। তা কি আজ? যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিন অবধি আমি পাগল হয়েছি। সন্তোষ, বল ত, প্রেম কেমন।

সন্তোষ। প্রিয়ে, তুমিই কেন বল না।

প্রাণ-উনমাদ, তনু-অবসাদ,
সদাই উল্লাস, সদাই বিষাদ,
হাসি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুবিসর্জ্জন,
পাগলের প্রায় প্রেমিক যে জন।

ফুল্লরে, তোমার জন্য আমি এমনি হয়েছি।

ফুল্লরা। জ্ঞান, আমি তোমার জন্য এমনি হয়েছি।

রঙ্গিনী। স্ত্রীলোকের জন্য আমি ত এমন হচ্চি না। হ্যাঁ ফুল্লরা, যাকে দেহসমর্পণ ক'র্‌বে তার দেহে যে কত দোষ তা একবার ভাব্‌লে না? আমি আপন মুখেই স্বীকার কচ্চি, আমি কপটময়; বিবেচনা কর, আমার শরীরে আরও কত দোষ থাক্‌তে পারে; পৃথিবীতে এমন নারী নাই, আমার প্রেমে যার সুখ হয়। এখনও বল্‌চি, সাবধান হও।

ফুল্লরা। সাবধান হব! যদি তোমার স্পর্শমাত্রে আমার মৃত্যু হয়, তবু আমি তোমাকেই চাই।

রঙ্গিনী। আচ্ছা, আমি যেন তোমার এ ভাল বাসা ছাড়্‌লেম না, মনে কর আমি তোমারই হ'লেম, কিন্তু একটা কথা অঙ্গীকার কর।

ফুল্লরা। যদি তোমায় পাই, কি না অঙ্গীকার করি?

রঙ্গিনী। বেশী নয়, একটি কথা।

ফুল্লরা। কি বল, প্রস্তুত আছি।

রঙ্গিনী। যদি আমায় তুমি আপনি ত্যাগ কর, এই তপস্বীকে গ্রহণ কর্‌বে?

ফুল্লরা। তাই স্বীকার, কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ না কর্‌লে আমায় তুমি ত্যাগ কর্‌বে না? স্বীকার কর।

রঙ্গিনী। তা এক শ বার।

ফুল্লরা। দে'খ, ভুলো না।

(প্রস্থান)

সন্তোষ। ভাই, আমার কি হবে?

রঙ্গিনী। ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহ।

সন্তোষ। কিছুই ত বুঝ্‌তে পা'ল্লেম না।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

রঙ্গিনী, সরলা।

সরলা। কেন, দিদি, হইতেছ এতই আকুল?
আসিবার কথা ছিল, নাইবা আসিল।

রঙ্গিনী। রামচন্দ্র তপোবনে আগমন করি'
চরণপরশ দিয়া তোমারে, পাষাণি,
যদি করেন মানবী, জানিবে তখন,
মদন জ্বলনে জ্বলে যুবতী কেমন।

(অদূরে অরবিন্দের প্রবেশ)

সরলা। ইনি কে?

রঙ্গিনী। ওলো, তোর যে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল!

অরবিন্দ। সুশোভিত কেমন উন্নতভূমিভাগ
সম্মুখে আমার! যেন সুচারু মস্তক;
নীল স্নিগ্ধ দুর্ব্বাদল বিন্যস্তকুন্তল
শুক্লকুসুমখচিত আমোদ-উদ্গারী;
ঈষৎকম্পিত বেতসী-অলকাবলী
মণ্ডিত করেছে তটভাগ; মধ্যস্থলে

একপদী সীমন্ত-আকার; ঊর্দ্ধদেশে
অবতীর্ণ বিদ্যাধরমিথুন? অথবা
অনঙ্গের অনুরোধে আইলাম আমি
যাহাদের অন্বেষণে, অই বুঝি তারা?
অই হবে সে বালক, তনুটি সুঠাম,
মেয়েলী মেয়েলী মুখ বড় অভিরাম;
পার্শ্বভাগে অই না উহার সহোদরা?—
শারদমৃগাঙ্কমুখী কৃশকলেবরা!
আ মরি!
প্রচ্ছন্ন হাসির কি ছটা!—
সরস অধরবিম্ব ঈষৎস্ফুরিত!
আভাময় আঁখিযুগ কিবা বিস্ফারিত!
কি অপরূপ রূপ!—
মদনের মোহময় ধনুক হইতে
খসিয়া পড়েছে ফুল বুঝি মেদিনীতে!
অথবা যতনে দিব্য কুমারী গড়িয়া
কমলে কমলাসন দিল সাজাইয়া!—
বদনে কমলশোভা, কমল নয়নে,
কমলকোরকযুগ হৃদয় উপরে,
বাহুযুগে কমলের মৃণাল অমল,
কমল যুগলকরে, চরণে কমল!

(অগ্রসর)

রঙ্গিনী। কে তুমি?

অরবিন্দ। পান্থ আমি,

তপোবনে এই মম নব-আগমন ;
কাননতটীতে আছে কুঞ্জনিকেতন,
শোভে তার চারিধারে মাধবীর বেড়া,
কোন্ পথে যাব সেথা ব'লে দিতে পার ?

রঙ্গিনী। যাও এই পথে ; এই যে দক্ষিণভাগে
বনতরঙ্গিনী,—দেখ শোভাটি উহার,—
নলিনরুচিরমুখে মরালতিলক,
বঙ্কিম তরঙ্গভুরু বিলাসভঙ্গুর,
সফরীনয়নে সদা কটাক্ষস্ফুরণ,
প্রস্ফুরিত কোকনদ অরুণ অধর,
বিকচ মৃণালভুজ প্রমোদনর্ত্তিত,
বুকে চারু চক্রবাকমিথুন উন্মুখ,
সুভগ আবর্ত্তনাভি কভু আবির্ভূত,
উদিত নিভৃতভাবে নবীন শৈবাল ;
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনু স্নিগ্ধ অতিশয়,
কুমুদকহ্লাররাজী রজতভূষণ ;
চিরব্রত তৃষিতের তৃষানিবারণ,
চিরকাল অকলঙ্ক তথাপি জীবন।
যাও যদি তরঙ্গময়ীর পাশে পাশে,
মধুর আলাপ-বাণী শুনিতে শুনিতে
অচিরে কুঞ্জকুটীরে উপনীত হবে,
এখন দেখিবে কিন্তু শূন্য সে আলয়।

অরবিন্দ। বুঝিলাম তোমাদেরি সে কুঞ্জকুটীর ;
আসিয়াছি অনঙ্গের নিকট হইতে,

মম মুখে ধর তাঁর প্রিয়সম্ভাষণ;
কৌতুকে অনঙ্গ যারে ডাকেন রঙ্গিনী
ব'লে, তুমি সেই সখা তাঁর?

রঙ্গিনী। সেই আমি।

অরবিন্দ। এই যে রুধিরমাখা উত্তরীয়খানি
তোমারি নিকটে তবে করিলা প্রেরণ।

রঙ্গিনী। কেমনে বসনখানি রুধিরে তিতিল?

অরবিন্দ। আমারি সে সরমের কথা; তবু আমি
আদ্যোপান্ত বিবরিব ইহার কাহিনী;—
অটবীতটীতে আজি দিবামধ্যভাগে
অনঙ্গ ভ্রমিতেছিলা ধীরে ধীরে ধীরে,
হৃদয়ে মধুরতিক্ত কতই ভাবনা
উদিত হইতেছিল, এমন সময়
কি দেখিলা অকস্মাৎ নয়ন ফিরায়ে!
বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ, বয়স অনেক,
পাতাহীন শাখাগুলি দূরপ্রসারিত,
শুইয়া ছায়ায় তার উরধবদনে
অচেতনে নিদ্রিত পথিক একজন,
শীর্ণ তার কলেবর, মলিন বসন;
কণ্ঠ আলিঙ্গন করি' সুস্নিগ্ধ কুণ্ডলে
কাঞ্চনবরণী এক কালভুজঙ্গিনী
মুখের নিকটে মুখ আনিয়া সঘনে
তুলিছে মঞ্জুল ফণা বিস্ফারি' গরবে,
ছুটিছে গরলকণা নিশ্বাসে নিশ্বাসে!

এই দংশে, এই দংশে, যায় পান্থ যায়!
হেন কালে আচম্বিতে অনঙ্গে নেহারি'
চকিতে কুণ্ডল খুলি' ত্বরিতগমনে
অদূরে নিকুঞ্জমধ্যে পশিল ভুজঙ্গী।
হের দেখ পুনরায় বিপাকে বিপাক,
ক্ষুধাতুরা শুষ্কস্তনী সিংহী ভয়ঙ্করী
ভূতলে পাতিয়া মুখ মার্জারীর মত
সেই নিকুঞ্জের তলে উপবিষ্ট ছিল;
অপেক্ষিতেছিল ভীমা জ্বলন্তলোচনে
কতক্ষণে হতভাগ্য জাগরিত হয়,
পরশে না মৃতজনে পশুরাজকুল।
অনঙ্গ দেখিলা গিয়ে, অভাগা পথিক
আপনারি ভাই।

সরলা। অনঙ্গের মুখে তার কথা শুনেছি বটে, সে যে অতি পাপিষ্ঠ।

অরবিন্দ। যথার্থ কথা, আমিও জানি তার তুল্য পাপিষ্ঠ জগতে ছিল না।

রঙ্গিনী। অনঙ্গ কোথা গেল? ভাইকে সিংহীর মুখে দিয়ে গেল?

অরবিন্দ। বারেক ফিরিলা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কোপে,
হৃদয়ে শৈশবস্নেহ তখনি জাগিল,
দুরে গেল রাগ তাপ, দয়া উপজিল,
ত্বরিতে সংগ্রাম দিলা সিংহকামিনীরে,
অচিরে মরিল সিংহী, সেই কলরবে

ভাঙ্গিল সে কালঘুম, জাগিলাম আমি।

সরলা। অনঙ্গের ভাই তুমি ?

রঙ্গিনী। তোমায় অনঙ্গ
উদ্ধারিল কৃতান্তের কবল হইতে ?

সরলা। ভ্রাতার জীবনে যার লোভ দুর্নিবার,
ভ্রাতৃবধ-আয়োজন নিত্যকর্ম্ম যার,
তুমি সেই জন ?

অরবিন্দ। সেই ত চণ্ডাল আমি,
কিন্তু আর সে চণ্ডাল নই; দূর করি'
পাপবৃত্তিসমুদয় হৃদয় হইতে
লাগিতেছে এ জীবন এমনি মধুর,
হেন ইচ্ছা হয় মনে জনে জনে ডাকি'
কেবল কীর্ত্তন করি এ সুখ আমার।

রঙ্গিনী। এ রক্তমাখা উত্তরীয়খানি কি ?

অরবিন্দ। দূরে গেল বৈরভাব, সজলনয়নে
আলিঙ্গন করিলাম উভয়ে উভয়,
অনঙ্গ বারতা মম শুনিলা সকলি,
কহিলা আমারে যত আপন বারতা;
পশিলাম দুই জনে বন-অভ্যন্তরে;
নিবেদিলা মহারাজে পরিচয় মম;
শান্ত দান্ত মহারাজ দয়ার সাগর,
অশন বসন দিলা আমায় আদরে;
চলিলাম অনন্তর অনঙ্গের গৃহে;
সহসা অনঙ্গ সেথা হইলা মূর্চ্ছিত,

'হা রঙ্গিনি!' এই বাক্য অতি মৃদু স্বরে
উচ্চারিলা মূর্চ্ছাগমকালে ; দেখিলাম
সমরসময়ে সিংহী বিদরিয়াছিল
বাহুমূলে এই মাংস গভীর নখরে,
এতক্ষণ লোহধারা বাহিরিতেছিল ;
সচেতন করিলাম অনেক যতনে।
তোমার আলয়ে আজি অপরাহ্নে তাঁর
পুনরায় আসিবার অঙ্গীকার ছিল ;
আসা হইল না, বড় হইলা ব্যাকুল ;
আগন্তুক আমি, তবু কহিলা আমায়
আসিতে আশ্রমে তব ; বহুত বিনয়ে
ক্ষমা মাগিলা তোমার ; দিলা নিদর্শন
নিজরুধিরচিহ্নিত উত্তরীয়খানি।

(রঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা)

সরলা। ভাই জ্ঞান! জ্ঞান! ভাই, কথা কও!

অরবিন্দ। রক্ত দে'খে অনেকে মূর্চ্ছা যায়।

সরলা। শুধু তা নয়, আরও কথা আছে ; ভাই, জ্ঞান!

অরবিন্দ। এই যে চেতনা হ'চ্চে।

রঙ্গিনী। বাড়ী গেলে ভাল হ'ত।

সরলা। চল, তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। দাদার হাতটি তুমি ধর ত।

অরবিন্দ। ছি! মূর্চ্ছা গেলে! এমন ভীরু! কেমন পুরুষ তুমি?

রঙ্গিনী। মিথ্যাই আমি পুরুষ, আমায় নারী ব'ল্লেই যথার্থ

হয়। এটা কিন্তু, ভাই, আমার ছল; বাঃ! আমি ত বেশ ছল ক'ত্তে পারি!

অরবিন্দ। ছল বটে! তোমার মুখখানি এখনও নীলবর্ণ, ছলে এমন হয় না। এখন একবার ছল ক'রে পুরুষ হও দেখি।

রঙ্গিনী। তা ত হয়েছি; সত্য ব'ল্‌চি, ভাই, এটা আমার ছল; তোমার দাদাকে ব'ল, আমি কেমন ছল জানি।

সরলা। ঘরে চল, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌চ; তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

অরবিন্দ। যাব বৈ কি, চল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

পুষ্পহস্তে রাজার তরুণ পরিচারকদ্বয়ের
দুই দিক হইতে প্রবেশ।

প্রথম। ভাই, কি চমৎকার ফুল পেয়েছ! মহারাজ বড় সন্তুষ্ট হবেন।

দ্বিতীয়। বসন্তকাল উপস্থিত, ফুলের অভাব কি, ভাই? তুমিও ত কত সুন্দর ফুল পেয়েছ।

প্রথম। যেমনি ভারে ভারে মঞ্জরী, ফুলের তেমনি ছড়াছড়ি; ভাই, তপোবনে বসন্তকাল কি সুন্দর!

দ্বিতীয়। ভাই, তপোবনের সকলি সুন্দর, কেবল যদি তপস্বীগুলা না থাক্‌ত।

প্রথম। কি ভ্রমরের ঝঙ্কার! কি কোকিলের হুঙ্কার!

দ্বিতীয়। ভাই, আমাদের পক্ষে এ কেবল অরণ্যে রোদন।

প্রথম। আজ আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি; চল, এইবার আশ্রমে যাই।

দ্বিতীয়। চল, মহারাজের পূজার বেলাও হ'ল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

রঙ্গিনী, সরলা।

অরবিন্দের প্রবেশ।

রঙ্গিনী। এস এস, ব'স; আজ তোমার দাদা কেমন আছেন?

অরবিন্দ। ভাল আছেন, শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হবেন।

রঙ্গিনী। আমাদের তপোবনে এসে তোমার ত কোনও ক্লেশ হয় নাই? স্থানটি কেমন বল দেখি।

অরবিন্দ। এ অতি সুন্দর স্থান, স্বর্গ ব'ল্লেই হয়।

রঙ্গিনী। বল দেখি, নগর অধিক সুন্দর, কি বন অধিক সুন্দর?

অরবিন্দ। আর ত সে তুলনা কর্‌বার শক্তি আমার নাই।

রঙ্গিনী। কেন?

অরবিন্দ। বনের সৌন্দর্য্য দে'খে নগরের সৌন্দর্য্য আর মনে নাই।

রঙ্গিনী। আচ্ছা ভাই, ব'স।

অরবিন্দ। চ'ল্লে কোথা?

রঙ্গিনী। ভাই, সন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময় কি ঘরে থাকা যায়? দেখ,

নিকুঞ্জে মালতী ছিল নবপুষ্পবতী,
মধুমত্ত সমীরণ তাহারে পাইল,
প্রগাঢ় আমোদ পেয়ে তাহার মিলনে

সর্ব্বাঙ্গ অলস তার হইয়া পড়িল ;
কুসুম-কোমল-অঙ্গ আলিঙ্গন করি'
থেকে থেকে তনু তার উঠিছে শিহরি';
দেখিতে নিগূঢ় তত্ত্ব যাব ফুলবনে,
ব'স হে, দেবর, তুমি আমার সদনে ;
পাষাণি, তুমিও থাক, আছে ত স্মরণ,
আমাদের কুলব্রত অতিথিপূজন ?

(নিষ্ক্রান্ত)

অরবিন্দ। তাপসি !
সর্ব্বতপস্যার ফল ও চারু শরীর
লাভ করিয়াছ তুমি বিধির প্রসাদে,
এ জনমে পুনরায় ইহ তপোবনে
কি তপ করিছ তুমি কোন অভিলাষে ?

সরলা। বিধাতা সদয় যদি হন এই বার
এ বর চরণে তাঁর মাগিয়া লইব,
জন্মান্তরে পাই যেন তনুটি তোমার
দিয়া পণ এ ছার শরীর।

অরবিন্দ। বঞ্চিব এ তপোবনে যাবত জীবন,
কমনীয় তব তনু তনুবিনিময়ে
জন্মান্তরে লভিবার কামনা করিয়া
আমিও কঠোর তপ আরম্ভ করিব।
সখি !
তাহে মনোরথলাভ দুরূহ কেমন !
কত কাল অবসানে কামনাপূরণ !

আর দেখ,
এক দিয়া অন্য লাভ লাভ কভু নয়,
আপনার অর্থ যদি আপনারি রয়,
অথচ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ যদি হয়,
উভয়েতে অধিকার সুখকর কত
প্রিয়ে!
তোমার অতুল তনু রহুক তোমার,
দেহটি আমার তুমি লহ উপহার।

সরলা। তাহাতে দ্বিগুণ লাভ, সুখ দ্বিগুণিত,
আমি কিন্তু মুনিবালা বিপিনবাসিনী
কোথায় থুইব অই অমূল্য রতন!
দেখ!
বনতরু শরণ, অশন বনফল,
বনফুল আভরণ—

(স্বীয় হস্তে দৃষ্টিপাত)

অরবিন্দ। (সরলার হস্তগ্রহণ)

আহা! এ কি হস্ত!
সখি! এ যে বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ!
ফুলকুলে যাহা কিছু কোমল, রুচির,—
কোকনদ, করবীর, কমল, চম্পক,—
একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দেখি যে সকলি!
দিয়াছ ইহাতে কেন ফুল-আভরণ!

সরলা। নাথ!
তোমার ঘরণী আমি কেমনে হইব?

বনের তাপসী আমি, বন্য আচরণ,
দেখি নাই এ জনমে নগর কেমন,
নাগরিক মাঝে আমি কেমনে রহিব ?
সহচর সহচরী বিহগ, বিহগী,
উপবন-তরুগণ, কাননবল্লরী,
বননদী চিরযৌবনী মৃদুগামিনী
মৃদুহাসিনী মৃদু মৃদু মৃদু ভাষিণী ;
চিরসহবাস মম ইহাদের সনে,
তুমি রাজনগরীর প্রধান ভূষণ,
তব সহচরী আমি কেমনে হইব ?
পুনরায় কর তুমি নগরগমন,
মনোমত অগণিত যুবতীরতন
যতন করিবে কত তোমায় বরিতে ;
একমাত্র ভিক্ষা মম তোমার চরণে,—
বিজনে বিশ্রাম কভু যখন করিবে,
আমায় মুহূর্ত্তমাত্র করিও স্মরণ।

অরবিন্দ। আজনম অবসন্ন অর্দ্ধ অঙ্গ যার
মহৌষধি পায় যদি বহুভাগ্যফলে
কণ্ঠেতে ধরিতে তায় পরম যতনে
বিধুমুখি, বিমুখ সে হইতে কি পারে ?
অর্দ্ধাঙ্গে সৃজন বিধি যে জনে করিল
অন্তরাত্মা যার তরে সদা সমুৎসুক
ভাগ্যবলে তার যদি হয় দরশন,
জীবন ধরিয়া তারে ছাড়া কি হে যায় ?

পরাঙ্মুখী যদি তুমি নগরগমনে,
যুগল হইয়া উভে রহিব এ বনে,
ইহাই আমার, প্রিয়ে, গূঢ় অভিলাষ,
দাস দাসী ধন জন বিলাস ব্যসন
তাহাতে যা কিছু সুখ সবি ভুঞ্জিয়াছি !
মলিনবসনপ্রায় ত্যজিয়া সকলে
অবগাহি' পীরিতির পূত গঙ্গাজলে
বিমল তাপসব্রত ধারণ করিব ;
করিয়াছি অনঙ্গের বহু অপকার,
উপকার এইবার করিব কিঞ্চিৎ,—
অতুল সম্পদ তাঁরে সকলি অর্পিব,
আর আমি—
তাপসসমাজ মধ্যে তাপস হইব,
তোমা ল'য়ে তপোবনে জীবন বঞ্চিব।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

সরলার পুষ্পচয়ন ও মালারচনা।

সরলা। ক্রীড়াচ্ছলে, মালা, আমি গাঁথিনু তোমায়,
তোমারে গাঁথিয়ে, মালা, ঠেকিলাম দায় !

(মালাহস্তে অরবিন্দের প্রবেশ)

অরবিন্দ। চন্দ্রিকাচন্দনে তনু করিয়া চর্চ্চিত
মল্লিকাসদনে পশি' লম্পট অনিল

কলিকাকপোলে দিল সরস চুম্বন,
অমনি কলিকাগুলি পুলকে হাসিল ;
সোহাগে তুলিয়া ফুল গাঁথিলাম হার ;
পরিলে বিজলীমালা নবদিনকর,
পরিলে তারকাহার পূর্ণ সুধাকর,
দিলে মুকুতার মালা মাণিকের গলে,
কি জানি কেমন শোভা হয় ;
সুরভি মল্লিকামালা প্রফুল্ল কমলে
বুঝিবা তেমনি শোভা ধরে ;
সে শোভা দেখিতে মম হৃদয় চাহিল ;
প্রফুল্ল কমল কোথা পাই রজনীতে,
ভ্রমিতেছিলাম তাই ভাবিতে ভাবিতে,
হেন কালে হেরিলাম তোমায়, সজনি,
পর লো মল্লিকামালা, প্রফুল্ল নলিনি !

(মালাদান)

সরলা। গগন-অঙ্গনে অই অমৃত-আশয়,
পরশের সুরা এই মেদুর অনিল,
নবীনা যূথীর বাসে দশ দিক ভরা,
শ্যামল তৃণের দল অতি সুকোমল,
কতই যতনে ধরে চরণের তল,
চৌদিকে বেষ্টন এই বেতসীনিকর,
অবলা সরলা আমি আপনার মনে
খেলিতেছিলাম সুখে এ বিকচ বনে,
লুকায়ে ধনুকখানি বাণগুলি নিয়ে

গাঁথিয়ে একটি মালা ছলনা করিয়ে
কেন হে, কুসুমশর, দিলে দরশন ?
দেখ তবে অবলার বন্ধন কেমন।

(মালাদান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

অনঙ্গ, রঙ্গিণী, সরলা।

অনঙ্গ। এ সংবাদে মহারাজ প্রীত অতিশয়,
শুভলগ্ন নিরূপিত সপ্তমীনিশিতে,
বিবাহের আয়োজন কর সযতনে।

রঙ্গিণী। তোমার অনুজে দান করিব ভগিনী,
নরনাথ অনুকূল, কান্ত! প্রাণাধিক!
কি সুখ আমার আছে ইহার অধিক ?
সুসংবাদ আনি' দূত পায় পুরস্কার,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই শিষ্টাচার ;
প্রিয়তম!
দিয়াছ আমায় আজি বড় সুসংবাদ,
সবান্ধবে সকৌতুকে বিবাহবাসরে
আমার ভবনে তুমি আসিবে যখন,
মনোমত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

অনঙ্গ। আমি আসিব না।

রঙ্গিণী। তুমি আসিবে না ? সে কি ?

রোহিণীরে দিব তুলে সুধাকরকোলে
দেখিতে কি সাধ নাহি যায় ? প্রাণেশ্বর,
এত কেন উদাসীন নবীন বয়সে ?

অনঙ্গ। আনন্দ-উৎসবদিনে আনন্দ-আশ্রমে
মূর্ত্তিমান্ এ বিষাদে কি হেতু আনিবে ?

রঙ্গিণী। কেন, নাথ, এত খেদ এ হেন সময় ?
দেখ, প্রিয়তম, সুখ-বসন্ত-আগমে
চারিদিকে কি অপূর্ব্ব মাধুরী উছলে !
অরবিন্দ নিমীলিত এত দিন ছিল,
অরুণাভা সুকুমারী তাহাতে লাগিল,
সুখাবেশে অমনি সে প্রফুল্ল হইল ;
বৃথারঙ্গে রত যেবা ছিল নিতম্বিনী,
তনু শিহরিল তার প্রাণ চমকিল ;
হুতাশনমুখে দিয়া লাজবিসর্জ্জন
অধীরা সে অনঙ্গের লইতে শরণ ;
এ সময় এ বিষাদ তোমায় কি সাজে ?
আমি ত রঙ্গিণী তব, না হয় তোমায়
বরমালা দিব আমি বিবাহনিশায়।

অনঙ্গ। কল্পনা লইয়া খেলা কত কাল চলে ?

রঙ্গিণী। ও কি ! অকস্মাৎ অমন হইলে কেন ?
সহসা মু'খানি কেন হইল মলিন ?
সর্ব্বাঙ্গ সহসা কেন শিথিল হইল ?

অনঙ্গ। না, কিছু নয়।

রঙ্গিণী। কিছু নয় ! অহল্যা, দেখ,

এখনো ললাটতটী ঈষৎ কুঞ্চিত,
এখনো নয়ন দুটি ঈষৎ মুদিত,
এখনো রুধির-ছায়া নাহিক অধরে।

অনঙ্গ। শীর্ষবেদনায়।

রঙ্গিণী। আইস, শুশ্রূষা করি।

অনঙ্গ। না না, প্রয়োজন নাই, গিয়াছে আপনি।

সরলা। অমন দারুণ ব্যথা আপনি কি যায় ?

রঙ্গিণী। এস,
চিরকাল কুলধর্ম্ম অতিথিপালন,
তাপসের মহাব্রত পর-উপকার,
বেদনায় হইয়াছ কাতর এমন,
প্রাণপণে অবশ্য করিব প্রতীকার ;
আমার প্রাণের স্বামী আমার সমুখে
সহিবে যাতনা এত, কেমনে দেখিব ?
অই সহকারতরু কুটীর-অঙ্গনে,
উহার শীতল তল অতি রমণীয় ;
শয়ন করিতে তায় করিয়া মানস
কমলপলাশচয় আহরণ করি'
করিয়াছি মনোরম শয়নরচনা ;
মাথাটি থুইয়া মম উরুর উপরি
তদুপরি একবার শয়ন করিলে
হবে তব শরীরের তাপনিবারণ ;
সজল নলিনীদলে ললাট আবরি'
তালবৃন্ত মুহু মুহু ব্যজন করিব,

বেদনার উপশম হইবে এখনি ;
এস দেখি—

(তথাকরণ)

সরলা। বড় নিদারুণ, হায়, মৃগরাজ-জায়া,
কি আঘাত করিয়াছে হৃদয়নিকটে !
অদ্যাপি কতই আছে নিগূঢ় বেদনা !

(অনঙ্গের অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক)

রঙ্গিণী। আহা ! কি বিষম তাপ সর্ব্বাঙ্গে তোমার !
করচরণের তলে ললাটে অধরে
নিশ্বাস-অনিলে যেন অনল-উদয়,
কত না সহিছ তুমি যাতনা তনুতে !

অনঙ্গ। সুলোচনা-অপাঙ্গ-বিমুক্ত-শর-জ্বালা
হৃদয়ভিতরে যার দিবানিশি জ্বলে,
কেমনে অপর তাপ জানিবে সে জন ?
হা রঙ্গিণি !
প্রফুল্লসরোজনিভ সেই মুখখানি
অদ্যাপি দেখিতে আমি পাই কতবার !
মকরন্দ-অভিষিক্ত সেই কণ্ঠধ্বনি
অদ্যাপি শীতল করে শ্রবণ আমার !

রঙ্গিণী। কি ! তাকে দেখ্‌তে পাও ? কোথা ?

অনঙ্গ। এই বনে।

রঙ্গিণী। সে কি ! সেও কি এ বনে আছে ?

অনঙ্গ। বিধাতা না করুন।

রঙ্গিণী। তবে এখানে তাকে দেখ কিরূপে ?

অনঙ্গ। অস্তাচলে দিনমণি করিলে গমন,
ধরিলে মলিনরাগ বনতরুচয়,
বিবশ করিয়া তনু পরাণ উদাস
শীতল বহিলে বায়ু পরিমলময়,
শরদিন্দুসমতুল সেই মুখখানি
আমার মুখের পানে চাহিয়া মধুর
ভাসিতে ভাসিতে আসে মলয়হিল্লোলে,
আসিতে আসিতে শূন্যে সহসা মিশায় ;
বীণাবিনিন্দিত কভু কণ্ঠধ্বনি তার
সহসা ঝঙ্কারি' ওঠে শূন্য সমীরণে,
শ্রবণের মূলে করি' সুধাবরিষণ
সহসা অনিল-অঙ্গে মিলাইয়া যায়।
কেন এমন হয়, বল দেখি ? সে ত আছে ভাল ?

সরলা। ভাল আছেন বৈ কি; তুমি বোধ হয় সর্ব্বদা তাঁকে ভাব, তাই এমন হয়।

রঙ্গিণী। সুদূরনগরবাসী তব প্রিয়জন,
এখন কেমনে পাবে তার দরশন ?
তোমার মনের মত জনেক কুমারী
এ কাননে যদি আমি দেখাইতে পারি,
বিবাহ করিতে মন হয় কি তোমার ?
এ ব্যাধির এ সময় এই প্রতীকার।

অনঙ্গ। মরণপীড়ায় যার পরাণ বিকল,
বল তার সাধারণ ঔষধে কি ফল।
ভাই,

আর কত কাল আমি এ তাপ সহিব ?
পঞ্চভূতে কবে আমি বিলীন হইব ?

সরলা। বালাই !

রঙ্গিণী। বরঞ্চ জীবন মম করিয়া গ্রহণ
সুখে তুমি ভোগ কর দ্বিগুণ জীবন।

অনঙ্গ। ভাই,
আগত শুনিলে মম চরম সময়
ত্বরিতে আমায় তুমি দিও দরশন,
কোটিবার বল্লভার নাম মধুময়
শ্রবণকুহরে মম করিও কীর্ত্তন,
সে অক্ষর সুধাময় শুনিতে শুনিতে
ভবপারাবারপারে পাই যেন যেতে।

সরলা। মিছে নয় ; যে দিন নূতন দরশন,
কুমার পাইত লাজ অঙ্গের সৌষ্ঠবে,
দেখ, সে মূরতি আজি মলিন কেমন,
এ দেহে জীবন আর কত দিন রবে ?

রঙ্গিণী। ধীরে ধীরে কর তুমি সমীরণদান,
(অনঙ্গকে)
এখনি আসিব আমি।

(নিষ্ক্রান্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী-বেশে প্রত্যাগমন, অলক্ষিত ভাবে অনঙ্গের মস্তকপার্শ্বে উপবেশন ও সরলার হস্ত হইতে তালবৃন্তগ্রহণ)

অনঙ্গ। রঙ্গিণি, এলে কি ?

রঙ্গিণী। এই যে এসেছি।

সরলা। যে মুখ মিলায়ে যেত মলয়হিল্লোলে,
তোমার মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া,
আর না মিলায়ে যাবে, ফিরে চেয়ে দেখ।

অনঙ্গ। (উপবেশন)
এ কি !
মম নয়নের মোহ !
অথবা দেবতা কেহ এ পুণ্য কাননে
সহসা রচিল দিব্যমায়া ?—
দিব্যলাবণ্যভাসিত !
দিব্যাভরণভূষিত !
কিম্বা সত্যই রাজনন্দিনী ?
কোথা ছিলে !
মানস হইতে মোর বাহির হইলে ?
কিম্বা বুঝি পারে
মানবের ঐকান্তিক ধ্যান
আকর্ষিতে ইষ্টজনে সুদূর হইতে !

সরলা। এই যে আমরা তোমার নিকটেই ছিলাম।

অনঙ্গ। হাঁ যথার্থ,
কতবার এই কথা উঠিয়াছে মনে,
আসিয়াছে কতবার অধর অবধি !
অহল্যে, বা সরলে !
চিতার উপরে যার শরীর শায়িত,
কেহ যদি করে তায় অমৃতসেচন,

নূতন জীবনলাভ তাপ-উপশম
অনুভব করিয়া সে উপকারী জনে
কায়মনোবাক্যে করে যেই আশীর্ব্বাদ,
সেই আশীর্ব্বাদ ধর ভগিনি আমার !
সরলে ! ভগিনি !
মহৌষধি অহরহঃ থাকিতে অদূরে
বিষম ব্যাধিতে যার জীবনসংশয়,
ললাটলিখন তার প্রতিকূল কত !

সরলা। দিদি, নীরবে রইলে যে, উত্তর দাও।

রঙ্গিণী। আমি অপরাধিনী, যা উচিত তুমি বল।

সরলা। অবলার অপরাধ ক্ষমাই উচিত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

রঙ্গিণী, সরলা।

ফুল্লরার প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তোষ।

ফুল্লরা। এ কি ! তুমি কি অহল্যা ?

সরলা। বল, কে আমি।

ফুল্লরা। অহল্যে, আমার জ্ঞান কই ?

সরলা। এই যে তোমার জ্ঞান।

ফুল্লরা। এই মোর জ্ঞান !

(রঙ্গিণীর হস্ত ধরিয়া)

সুখস্বপন আমার!
এইরূপে ভাঙ্গিতে কি হয়?
(হস্তত্যাগ ও অন্যত্র দৃষ্টিপাত)
অবলার সুখ! তুমি এমনি ভঙ্গুর?
একবার করিয়াছি আঁখির আড়াল,
আর তুমি ভেঙ্গে চুরে গেছ!

রঙ্গিণী। ফুল্লরে,
স্বরূপ নিরখি' মোর
হইলে কি বিষাদিনী?

ফুল্লরা। না,
সুধাংশু জিনিয়া এই বদনের ছাঁদ,
অভিনব কোকনদ এই পাণিপাদ,
অপাঙ্গযুগলে এই তড়িতের খেলা,
অধরে দশনে প্রবালমুকুতালীলা—
প্রভা অপরূপ—শুভ্র অথচ লোহিত,
পৃথু উরঃ পৃথু উরু পৃথুল নিতম্বে
সুবিভক্ত তনুর ভঙ্গিমা,
এ রূপসম্পদে
পুরুষজাতির, সখি, কিবা অধিকার?
আমি দেখেছি সকলি,
অথচ কিছুই দেখি নাই!
পীয়ে তব লাবণ্যমদিরা
পাগল হইয়াছিল আঁখি,
ভাই, এখন কি খেদ করা সাজে?

সরলা। এই বার কর, সখি, প্রতিজ্ঞাপালন।

ফুল্লরা। (মৃদুস্বরে)

অবশ্য করিব আমি প্রতিজ্ঞাপালন ;

সুলভ ত নয়, সখি, পুরুষ অমন,—

পবিত্র চরিত হৃদয় সুরস

মোহন মূরতি নবীন বয়স।

রঙ্গিণী। (সন্তোষকে)

রমণীর মন চঞ্চল এমন !

তোমার সাক্ষাতে সখী

কত আশা দিয়াছে আমায়,

দেখ, আমারে তিয়াগি'

আজি সখী তোমাকেই চায়।

সন্তোষ। প্রিয়ে,

চির-উপাসিত বিদ্যার মতন

অবিরল আনন্দ বিতরি'

হৃদয়-আসনে মোর হও অধিষ্ঠিত।

ফুল্লরা। জিজ্ঞাসা কর ত, সখি,

আর কেন বিনতিবিনয় ?

রঙ্গিণী। (সন্তোষকে)

অবিলম্বে আমাদের বিবাহ হইবে,

এক স্থানে এক ক্ষণে

সখীর হউক পরিণয় ;

সখীর যতেক পরিজনে

আসিতে আমার নিকেতনে

করি নিমন্ত্রণ;
যা'ক্ দূত সখীর আলয়।

সন্তোষ। তাহাই হউক,
আসি তবে আমরা এখন?

রঙ্গিণী। এস।

(সন্তোষের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ফুল্লরা নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রমের বহির্ভাগ।

সভা।

রাজা ও ঋষিগণ উপবিষ্ট।

১ম ঋষি। আজ বরবধূর হৃদয়ে কি আনন্দ!

২য় ঋষি। হইবারই ত কথা; বিবেচনা করুন, নরনারী অর্দ্ধ অর্দ্ধ মাত্রায় নির্ম্মিত; উভয়পক্ষেই অর্দ্ধাভাব; তদ্দ্বারা উভয়ে উপতপ্ত হইয়া পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হয়, এবং নিজ নিজ দেহকে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বলিত বৈবাহিক বহ্নিতে আহুতি দেয়; তখন সে পবিত্র বহ্নি হইতে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি অভিনব জীবের উৎপত্তি হয়, তার নাম দম্পতী। তার অভিনব হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়, সে অতি বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকে রত হ'য়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সে অভিনব ইন্দ্রিয়-দ্বারা চরাচরবিশ্বের পরম রমণীয় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে। পুষ্প তাকে অপূর্ব্ব আঘ্রাণ প্রদান করে, বায়ু তার গাত্রে অতীব সুখ-

স্পর্শ বোধ হয়, তার চক্ষে পৃথিবী অপার্থিবলাবণ্যশালিনী দৃষ্ট হন, চন্দ্রনক্ষত্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে অতীব কোমল জ্যোতিঃ তার দর্শনপথে বিগলিত হয়।

৩য় ঋষি। আর নবদম্পতীর মাতা পিতারই বা কি আনন্দ! জগতে বুঝি সে আনন্দের তুলনা নাই! আচ্ছা, স্নেহই কি তার কারণ ?

৪র্থ ঋষি। বরবধূ যাঁর যাঁর স্নেহভাজন, এ সময় সকলেই তাদের আনন্দে আনন্দিত হন; কিন্তু মাতা পিতার যে আনন্দের কথা উল্লেখ ক'ল্লেন, তার বোধ হয় অন্য কারণ আছে।

৩য় ঋষি। আদেশ করুন।

৪র্থ ঋষি। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ,—সন্তান মনুষ্যের দ্বিতীয় শরীর; সন্তানের যৌবনোদয়ে মাতাপিতা নবযৌবন পুনঃপ্রাপ্ত হন; আর উদ্বাহসময়ে সন্তান যে সুখ অনুভব করে, বোধ হয় মাতা পিতার হৃদয়েও সেই সুখ সমভাবে অনুভূত হয়।

৫ম ঋষি। হাঁ, সন্তানের সুখই মাতা পিতার সুখ,—শাখা পুষ্পিত হইলেই বৃক্ষ পুষ্পিত।

৬ঠ ঋষি। তা এ বিষয়ে মহারাজ কি বলেন ?

রাজা। আপনারা দিব্যচক্ষুঃশালী,—মানবহৃদয়ের গূঢ়-তত্ত্বজ্ঞ, আপনাদের অজ্ঞাত কি আছে ?

(কতিপয় পারিষদের প্রবেশ)

পারিষদ। মহারাজ, পাত্রগণ নিকটবর্ত্তী হয়েছেন, এখনি উপস্থিত হবেন।

রাজা। উত্তম, শুভলগ্নও নিকটবর্ত্তী।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

বিবাহভূমি।

রাজা, পুরোহিতগণ, ঋষিগণ, পারিষদগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট।
মহিলাগণ, পরিচারকগণ। অপ্সরার প্রবেশ। পাত্রগণ
ও পাত্রীগণ নামানুসারে আনীত।

অপ্সরা।　　পরিণয়রঙ্গে উর, প্রজাপতি!
　　শুভক্ষণে হেথা, অনঙ্গ, এস;
রঙ্গিণি, তোমার মঙ্গলসূতাটি
　　কেমন সেজেছে দেখিব, এস।

আজি অরবিন্দ তনু-উপহার
　　দিবে গো তোমায়, সরলা, এস;
এস, অরবিন্দ, নিশায় নলিনী
　　কেমন ফুটেছে দেখিবে, এস।

এস হে, সন্তোষ, এ সুখসময়;
　　নিরখিয়ে তব মলিন মুখ
নিরখি' নিরখি' সজল নয়ন
　　আমাদেরো ভে'সে গিয়াছে বুক।

এস গো, ফুল্লরা, নব নটবর
　　আসিয়াছে বর মনের মত;
সুখের স্বপন থাকে কতক্ষণ,
　　জাগরণে দেখ আনন্দ কত!

মুনিবধূগণ পূরি' তপোবন
উলু উলু ধ্বনি দাও গো দাও,
মুনিবালাগণ সুখের তরঙ্গে
সুকুমার অঙ্গ ভাসায়ে দাও!

করে কর, ঋষি সঁপিবে যখন,
কমলে কমল চাপিয়া দিবে!
পীড়নে কমল হবে না মলিন,
হরষে অধিক সরস হবে!

(বিবাহ আরম্ভ)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

রাজা, ঋষিগণ, পারিষদগণ, ঋষিপত্নীগণ, নর্ত্তকীগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট। পরিচারকের প্রবেশ।

রাজা। পাত্রকন্যাদের আহারাদি হয়েছে?

পরিচারক। মহারাজ, আহারান্তে তাঁরা বাসরঘরে গিয়েছেন।

(অপর পরিচারকের প্রবেশ)

রাজা। অভ্যাগতগণের পানভোজন ত সুচারুরূপে হ'চ্চে?

২য় পরিচারক। আজ্ঞে, পরিপাটী হ'চ্চে।

রাজা। আপনাদের তপঃপ্রভাবে এখানে কোনও অভাবই

নাই। এত অল্পসময়ে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ আয়োজন বোধ হয় রাজশক্তিরও অসাধ্য।

১ম ঋষি। অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ, যেখানে মহারাজ উপস্থিত আছেন সেথা অভাবের সম্ভাবনা কি?

২য় ঋষি। মহারাজ, নর্ত্তকীগণ উপস্থিত, রাত্রিও অধিক হয়েছে, এদিকে ঋষিপত্নীরাও এ নূতন ব্যাপার দেখ্‌তে উৎসুক হয়েছেন, অনুমতি হয় ত নৃত্য গীত আরম্ভ হয়।

রাজা। (নর্ত্তকীদিগকে) নাও, আরম্ভ কর।

(নৃত্য গীত)

নবম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রমের বহির্ভাগ।

রাজা, পারিষদগণ ও পরিচারকের প্রবেশ।

রাজা। এই যে!

তপোবন-পাদপের পল্লব-অধর
অধরতাম্বূলরাগে করিয়া রঞ্জিত
রঞ্জিয়া কাননতল চরণ-অলক্তে
মুক্তাম্বরা হাস্যমুখী বিহরিছে ঊষা!

(ঋষিগণের প্রবেশ)

ঋষিগণ। জয়, জীব, মহারাজ!

রাজা। (ঋষিগণকে প্রণামপূর্ব্বক পরিচারককে)
যাও অন্তঃপুরে,

প্রণমিতে সমাগত মহর্ষিমণ্ডলে
অবিলম্বে আন গিয়া বরবধূগণে।

(পরিচারক নিষ্ক্রান্ত ও বরবধূপ্রভৃতিসঙ্গে পুনঃপ্রবিষ্ট)

পুণ্যমূর্ত্তি ঋষিগণে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি'
লাভ কর মহামূল্য আশীর্ব্বাদধন,
এ জগতে বিনিময় এত লাভকর
আর নাই।

ঋষিগণ। অগ্রে দেবতাপ্রণাম কর।

(বরবধূগণের দেব ও ঋষিপ্রণাম)

১ম ঋষি। চিরজীবী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।

২য় ঋষি। ভুবনবিজয়ী পুত্র লাভ কর।

৩য় ঋষি। ফুল্লরে! পুণ্যাশ্রমে অদিতি যেমন কশ্যপসঙ্গে বাস করেন, তুমি তেমনি স্বামীসঙ্গে তপোবনে সুখে কালযাপন কর। মা রঙ্গিণি! মা সরলে! যেমন বৈকুণ্ঠে নারায়ণসঙ্গে লক্ষ্মী, যেমন কৈলাসে ভবসঙ্গে ভবানী, যেমন অমরাবতীতে ইন্দ্রসহ ইন্দ্রাণী, তোমরা তেমনি স্বামীসঙ্গে সিংহাসনে আরূঢ় হ'য়ে রাজধানীকে আলোকিত কর,—অচিরাৎ তোমাদের বনবাসক্লেশের অবসান হ'ক্।

নেপথ্যে অনেকে। জয় জগদীশ হরে!

(সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ)

১ম সন্ন্যাসী। স্বস্তি বঃ।

রাজা। আসুন, আসুন।

১ম সন্ন্যাসী। সুখে থাক চিরকাল, বরবধূগণ!

সরলা। বাবা! বাবা!

(অগ্রসর হইয়া হস্তধারণ)

১ম সন্ন্যাসী। কে তুমি?

সরলা। বাবা! এ বেশ কেন?

১ম সন্ন্যাসী। সরলা! মা, তুমি এ বনে কেন? মা, কত মলিন হ'য়ে গেছিস্! আবার এ মুখখানি দেখ্‌লেম!

২য় সন্ন্যাসী। অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল গেল যে ভাসিয়া!
সাবধান, মহারাজ, হৃদয়প্রান্তরে
পরিশুষ্ক মায়াতরু আছে নিপতিত,
সে যে তরু অপরূপ কুহকে গঠিত,
পায় যদি এইরূপ অশ্রুজলসেক,
মুহূর্ত্তেকে মঞ্জরিবে আপাদমস্তক।

সরলা। এ কি, বাবা?

১ম সন্ন্যাসী। তপনের করজাল লুপ্ত যদি হয়,
পিণ্ড তার দরশনে কমল ফুটিবে?
কালবশে চন্দনের গন্ধ যায় যদি,
পঙ্ক তার কলেবরে কেহ কি মাখিবে?
বৃন্তের আদর কোথা কুসুম খসিলে?
সরলায় বঞ্চিত হইল রাজ্যপদ,
রাজ্যপদ মোরে আর তুষিবে কি গুণে?

রাজা। পুণ্ডরীক, বৃত্তান্ত কি?

১ম সন্ন্যাসী। সরলাবিরহে মম বিষয়পিপাসা
হৃদয় হইতে ক্রমে বিলয় পাইল;
একদা পূজিতে গিয়া কালিকাচরণ

দেখিলাম যোগী এক শয়ান মন্দিরে;
চারি বেদ রসনায় পরিণত করি'
থুইল বিধাতা বুঝি সে পূত বদনে;
কত উপদেশধারা সে জিহ্বা হইতে
গলিত হইল মম শ্রবণবিবরে;
অকস্মাৎ বীতরাগ হইল হৃদয়,
দোলায়ে মুকুটদণ্ড চামুণ্ডামন্দিরে
পরিহরি' বেশবাস বন্ধুগণসনে
ধরিয়া আষাঢ়দণ্ড পরিয়া কৌপীন
পূরিয়া নগরমার্গ হরিধ্বনিরোলে
জন্মের মতন আমি বাহির হইনু।
পিপাসিত প্রজাপুঞ্জ, যাহ ত্বরা করি',
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী সেই যে কালিকা,
ঝুলিছে দক্ষিণে তাঁর রতনকিরীট,
পর গিয়া পুনরায় ও রাজমস্তকে।

যাদব। যা'ক্ বেশ, দাও আষাঢ়, দাও কৌপীন,
কে আছ রে! কেশ মোর মুড়াইয়া দাও!

রাজা। ও কি, যাদব, যাও কোথা?

(যাদবের প্রস্থান)

পুণ্ডরীক! সে অঙ্গ এমন কৃশ কেন? এ কি এই কঠোর ধর্ম্মের ফল?

২য় সন্ন্যাসী। কুমারীদের প্রস্থানের পর প্রাণান্তিক পীড়াও হয়েছিল।

(সরলার উভয়হস্তে অশ্রুমার্জ্জন)

১ম সন্ন্যাসী। (সরলার মঙ্গলসূত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) মা, এ কি?

রাজা। এই তোমার জামাতা।

(অরবিন্দের প্রণাম)

১ম সন্ন্যাসী। বাবা! তুমি আমার সরলাজীবনের আধার।

(আলিঙ্গন)

রাজা। এই তোমার আর একটি কন্যা, এই তোমার আর একটি জামাতা।

(উভয়ের প্রণাম)

১ম সন্ন্যাসী। মা রঙ্গিণি, চিরায়ুষ্মতী হও; বাবা, চিরজীবী হও।

(যাদবের সন্ন্যাসিবেশে প্রবেশ)

রাজা। ব্যাপার কি, যাদব?

যাদব। মহারাজ! আপনার রাজধানীতে অনেক ব্যাপার ক'রেছি, আপনার সঙ্গে এ দূরদেশে এসেও অনেক ব্যাপার ক'ল্লেম, কি লাভ ক'রেছি? গণনা ক'রে দেখ্‌লেম, মূলধন প্রায় শেষ হয়েছে; অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাই নিয়ে একটি নূতন ব্যাপার আরম্ভ কর্‌বার মনঃস্থ করেছি। মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ হ'য়ে অরণ্যবাসী হয়েছিলেন, অনেক ক্লেশই পেয়েছেন, আজ আপনার সুদিন উপস্থিত, আপনি কন্যা জামাতা সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে রাজধানী গমন করুন, সুখে রাজত্ব করুন গে। বন্ধুগণ! তোমরাও গৃহত্যাগী হ'য়ে বহুকাল বনে বনে ভ্রমণ ক'রে যৎপরোনাস্তি দুঃখ পেয়েছ, তোমাদেরও আজ শুভদিন, যাও, পুত্রকলত্রের মুখ দে'খে হৃদয়কে শীতল কর গে। মা

রঙ্গিণি! রাজরাজেশ্বরি! রাজ্যেশ্বর পিতা, রাজ্যেশ্বর ভর্ত্তা, শ্লাঘ্য ভগিনী ভগিনীপতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে যাও, মা! তোমাতেই রাজ্যস্থিতি। মা সরলে! তুমিও জ্যেষ্ঠতাত, স্বামী, ভগিনী ভগিনীপতির সঙ্গে গৃহে গমন কর, মা! সেথা তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর গে, স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্যগুণে রাজসংসারকে সুশীতল কর গে। আর রাজন্! চলুন, আমরাও আপন গন্তব্য স্থানে গমন করি। রাজন্! জানিতাম আপনি চিরকাল সুচতুর, কিন্তু আপনি যে এমন চতুরচূড়ামণি, তা ত কখন জানি নাই;

যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী সা মাধুরী
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

আপনি আবার যে ঐহিকরাজ্যপণে স্বারাজ্য কিনিতে জানেন, কাচপণে মণি কিনিতে পারেন, আপনি যে এমন চতুর বণিক্, তা কে জানিত? চলুন, আর বিলম্ব কেন?

রাজা। ও কি নিদারুণ কথা, যাদব! দেখ, যে অঙ্গে দুর্লভ স্রক্‌চন্দন নিত্যনূতন মণিকাঞ্চন শোভা পে'ত, সেই অঙ্গে আজ বিভূতি! যে মস্তকে পরমসুখস্পর্শ নক্ষত্রখচিতশরদাকাশসদৃশ রত্নকিরীট শোভা পে'ত, সেই মস্তকে জটাধারণ! যে হস্ত সসাগর ধরণীমণ্ডল ধারণ করেছে, সেই হস্তে আজ কমণ্ডলু! পুণ্ডরীক, করেছ কি! ওহো, এ সুখের দিনে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা পেলেম! হা, ভাই, তুমি চিরকাল নিষ্ঠুর।

যাদব। দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়তুষ্টিমন্তঃ ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥
পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

হে কৌপীনধর ! এ জগতে আপনিই যথার্থ ভাগ্যবান্, আমি আপনারই অনুগামী হই। সর্ব্বত্যাগিন্ ! আপনি আর কেন সরলার মুখখানি সস্নেহ সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্ছেন ? সন্ন্যাসিন্ ! আপনি ত প্রিয় অপ্রিয় সকলি নারায়ণে ন্যস্ত করেছেন। চলুন, আমরা গন্তব্য স্থানে যাই।

১ম সন্ন্যাসী। হাঁ, চল।

(প্রস্থানোন্মুখ)

রাজা। পুণ্ডরীক ! আমার জনকজননীর প্রিয় পুত্র ! আমার শৈশবস্নেহের একমাত্র পাত্র ! তুমি কোথা যাবে ? আমার দক্ষিণ বাহু ! তোমায় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে কিরূপে আমি ঘরে যাব ? আমি এ বৃদ্ধকালে গৃহবাসী হব, আর তুমি ভিক্ষাজীবী হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তরে ভ্রমণ ক'র্‌বে ! ধর্ম্মজ্ঞ ! এ কি বিপরীত বিচার ক'রেছ ! ভাই, ঘরে চল ; আমি কন্যা দুটি জামাতা দুটিকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব, আর ওজস্বিন্ ! তুমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্‌বে। ভাই, আমার এ মনোরথ ব্যর্থ ক'র না, ঘরে চল।

অনঙ্গ। }
অরবিন্দ। } আবার নগরকে অলঙ্কৃত করুন।

রঙ্গিণী। কাকা, এস। (হস্ত আকর্ষণ)

১ম সন্ন্যাসী। যদিই ত্যজিতে হয় এ সন্ন্যাসধর্ম্ম,
বিসর্জ্জিব কেন ইহা সংসার-রৌরবে ?
যোগানলে বিসর্জ্জিব দেহের সহিত ;
এ রত্ন মুষিতে মোর কেন বাঞ্ছা কর ?
হরি হরি ! হেন পাপ কেন কর সবে ?

(গমনোন্মুখ)

সরলা। (পিতার হস্ত ধরিয়া)
বাবা ! সরলা তোমার—(রোদন)

যবনিকা পতন।